বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয় নিষিদ্ধ
ছহীহ্ হজ্জ্ব উমরাহ্
ও
যিয়ারত নির্দেশিকা
"الذكرى النافعة"
في مسائل الحج والعمرة والزيارة
আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সৌদী আরব।
অর্থায়নে ঃ জনৈক দ্বীনী ভাই
প্রকাশনায় ঃ
ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
কাজী বাড়ি, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, ফোন ঃ ৮৯২০৯৩৫, মোবাইল ঃ ০১১৮৪৬২৫৭

SAHIH HAJJ UMRAH O JIYAROT NIRDESIKA

Akramuzzaman bin Abdus Salam

ছহীহ্ হজ্জ্ব উমরাহ্
ও
যিয়ারত নির্দেশিকা

প্রকাশক
ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
কাজী বাড়ি, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন ঃ ৮৯২০৯৩৫, মোবাইল ঃ ০১১৮৪৬২৫৭, ০১১৮২০৭০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৭
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৪ ইং

মুদ্রণেঃ রেজিয়াস ইন্টারন্যাশনাল
১৩৭/এ ফকিরেরপুল, ঢাকা-বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৮ ৯২২৫০৪৭, ০১৮ ৯২২৫০৪৮, ০১৭২ ৬৯১৯৪০

ভুমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। অবিরাম ধারায় ছালাত ও সালাম অবতীর্ণ হতে থাক নবী- কুল শিরোমণী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি, সহচরবৃন্দের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা উত্তমরূপে তাঁদের পদাংক অনুসরণ করবে তাদের প্রতি।

অতঃপর কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছের আলোকে বাংলা ভাষায় নিজস্ব ভাব-ভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্যে এই প্রথম হজ্জ্ব উমরাহ্ ও যিয়ারতের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েলের উপর বই প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বাজারে হজ্জ্ব উমরার বহু বই-এর ছড়াছড়ি দেখা গেলে-ও দলীল ভিত্তিক বিশুদ্ধ বই নেই বললেই চলে। এমনকি নির্ভরযোগ্য দলীলপ্রিয় কিছু আরবী উলামাগণের লিখিত বই-গুলির অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক অনুবাদক কিছু কিছু ভুল করার দরুন সেগুলিও প্রমাদ শুন্য হয়নি।

তাই এই বই খানা লিখার প্রতি আগ্রহী ও উদ্যোগী হয়েছি। এছাড়াও কুয়েতের ইসলামী ঐতিহ্য জাগরণ ও সংরক্ষণ সংস্থা অর্থাৎ জাম্ইয়াতু ইহ্ইয়া আত্তুরাছ আল্-ইসলামীর কর্ম কর্তাগণ-ও এই বিষয়ের উপর এক খানা বই লিখার জন্য আবেদন করেছিলেন। তাঁদের আবেদন রক্ষাও এপথে উদ্যোগী হওয়ার অন্যতম কারণ।

অত্র বইয়ের ভিতর হজ্জ্ব উমরাহ্ ও যিয়ারত ব্রত পালনকারীগণের সুবিধার্থে মৌলিক বিষয়ের সাথে আনুসংগিক ভাবে উক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু মাসলা-মাসায়েল-ও সংযুক্ত করেছি। অন্যান্য আরবী বই-এও যেসমস্ত বিষয় স্পষ্ট করা হয়নি এই বই-এ সেগুলি স্পষ্ট করে দেয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশে লোকমুখে শুনা বড় বড় অসংখ্য আলিম থাকলেও কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা ও ছহীহ্ হাদীছের অনুসারী নিরপেক্ষ, দলীলপ্রিয় আলেমের যথেষ্ট অভাব থাকার কারণে অত্র বই-এ হজ্জ্ব উমরাহ ও যিয়ারত সংক্রান্ত জরুরী প্রায় সমস্ত মাসলা-মাসায়েল দলীল সহ আলোচনা করেছি, যাতে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে না হয় এবং ভুল ফতওয়া লাভ করে পন্ড-শ্রমের শিকার হতে না হয়। প্রতিটি মাসআলায় কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছ থেকে দলীল উল্লেখ করেছি, যাতে হজ্জ্ব উমরাহ

সহ সকল এবাদত দলীল ভিত্তিক ভাবে পালন করার প্রতি আগ্রহ ও অভ্যাস সৃষ্টি হয়।

হজ্জ্বের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল বর্ণনা করার সময় সেই ক্ষেত্রে হজ্জ্ব পালনকারীগণ যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি করে থাকেন তার সম্পর্কে সতর্ক করেছি। এর পর হজ্জ্ব উমরার বর্ণনা শেষে স্বতন্ত্র শিরোনাম ''হজ্জ্ব উমরাহ্ পালন করতে এসে হাজীগণ যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি করে থাকেন'' এর আওতায় হাজীগণ যে সমস্ত ভুল করেন ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করেছি।

যথা সাধ্য বই এর ভাষা সহজ ও সাবলীল করার চেষ্টা করেছি যাতে সর্বস্তরের লোক পড়ে বুঝতে পারেন এবং উপকৃত হতে পারেন।

আমার স্বল্প ও সীমিত জ্ঞানে যতটুকু পেরেছি কুরআন, ছহীহ্ হাদীছ ও বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব-পত্র রোমন্থন করে হজ্জ্ব উমরাহ ও যিয়ারত সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল একত্রিত করেছি। যদিও যথাসাধ্য নির্ভুল তথ্য সন্নিবেশন করার চেষ্টা করেছি এর পরও মানুষ হিসাবে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। যদি বিদগ্ধ সমাজের নিকট কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে তবে বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহন করা হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে উহা বিশুদ্ধ করা হবে ইন্‌শা- আল্লাহ্।

আল্লাহ্ আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা শুধু তোমার সন্তুষ্টি বিধানের উপায় হিসাবে কবুল কর এবং মুসলিম সমাজে ইহার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা কর । যারা এই বই প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন বিশেষ ভাবে যারা আর্থিক সহযোগিতা দান করেছেন তাদের সকলকে উত্তম পুরুস্কার দান কর । জাম্‌ইয়াতু ইহ্‌ইয়া আত্‌তুরাছ আল্ ইসালামীর প্রতিষ্ঠাতা, কর্মকর্তা ও পরিচালক মন্ডলীগণকেও জাযায়ে খাইর দান কর । যেহেতু তাঁরা এই বই প্রকাশের ব্যাপারে সার্বিক চেষ্টা ও সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহুম্মা আমীন

লেখক

আকরামুজ্জামান বিন্ আব্দুস্ সালাম।

কুয়েত, তারিখঃ ০৮/০৬/১৯৯৭ইং

প্রথম প্রকাশের
দ্বিতীয় মুদ্রণের ভূমিকা

আল হামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'লার জন্য।
ছালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মদের উপর
এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও ছাহাবাগণের উপর।

অতঃপর "ছহীহ হজ্জ্ব উমরা ও যিয়ারত নির্দেশিকা" বইখানা কুয়েতে থাকা অবস্থায় সে দেশের দাতা সংস্থা জামইয়াতুল ইহ্‌ইয়াউত্ তুরাছ আল-ইসলামী জাহরা শাখা এর প্রথম সংস্করণ বের করে ও ফ্রী বিতরণ করে। কুয়েতে অবস্থানরত বাংলাদেশী অনেক ভাই এ বই সংগ্রহ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেন। ফলে বিভিন্ন মহলে এ বই এর চাহিদা বাড়তে থাকে। বই এর সংকলক হিসাবে আমার সাথে ব্যাপক ভাবে লোকজন যোগাযোগ করে এবং এই বই সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন করতে থাকে। প্রত্যেক বছর হজ্জ্ব মৌসুমেই এ বই এর জন্য বিভিন্ন জন আমার সাথে যোগাযোগ করেন।

সম্প্রতি জনৈক দ্বীনি ভাই এ বইখানা পাওয়ার পর পাঠ করে এর বিরাট চাহিদা অনুভব করেন। এবং বইখানা ছাপানোর জন্য দাতা সংগ্রহের চেষ্টায় লেগে যান। আল্লাহর মেহেরবাণীতে কয়েকদিনের মধ্যে তিনি বইখানা ছাপানোর খরচ বহনকারী একজন দাতা পেয়ে যান। আল্লাহ তাঁকে দ্বীনের আরো অন্যান্য কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও সম্পদ উৎসর্গ করার তাওফীক দান করুন।

বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানোর সময় সুযোগ না পাওয়ায় প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ বের করা হল। বইখানা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হল। এটি একটি ইংলিশ আরবী মিডিয়ামে আধুনিক ও ইসলামী সমন্বিত শিক্ষা ও দাওয়াতী প্রতিষ্ঠান।

বইখানা প্রকাশের ব্যাপারে যারা অবদান রেখেছেন বিশেষ ভাবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনাব দানশীল ভাই যিনি বইখানা ফ্রী বিতরণের জন্য ছাপানো অর্থ দান করেছেন এবং যে সব ভাই অর্থ ও দাতা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা চালিয়েছেন আল্লাহ তাদের সকলকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বইখানাকে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য জন্নাত লাভের ওসীলা হিসাবে
কবুল করুন।

"আমীন"

বিনীত ঃ
লেখক
আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
পরিচালক, পরিচালনা পরিষদ
ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
কাজী বাড়ি, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন ঃ ৮৯২০৯৩৫,
মোবাইল ঃ ০১১৮৪৬২৫৭, ০১১৮২০৭০৯

সুচি পত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা নং

বিষয়		পৃষ্ঠা নং

হজ্জের বর্ণনা

বিষয়		পৃষ্ঠা নং

বিষয়		পৃষ্ঠা নং

معنى الحج والعمرة لغة وشرعا

হজ্জ ও উমরার অর্থ ও সংজ্ঞা

হজ্জ- الحج ঃ হজ্জ শব্দের আবিধানিক অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করা। মুখ্তারুছ্ ছিহ্হাহ্ - ১০৮, আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব - ১/ ১৫৬, আল-মিছ্বাহুল মুনীর- ১/ ১৬৬, ক্বামূসুল মুহীত্ব- ১/ ১৮৮।

ইসলামী পরিভাষায় -

قصد التوجه إلى البيت بالأعمال المشروعة فرضا وسنة،، لسان العرب -٢/٢٢٦

বিধিবদ্ধ কিছু কার্য সম্পাদন করার জন্য বায়তুল্লাহ্র অভিমুখে গমন করা, উহা ফরয হোক বা সুন্নাত হোক। লিসানুল আরব-২/২২৬, অন্য ভাষায়ঃ

قصد بيت الله تعالى بصفة مخصوصة فى وقت مخصوص بشرائط مخصوصة،، كتاب التعريفا ت -١١١

নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শর্ত-শারায়েত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্ শরীফে যাওয়া, কিতাবুত্ তা'রীফাত - ১১১ (পরিবর্ধিত ভাবে)

উমরাহ -عمرةঃ উমরাহ শব্দের আবিধানিক অর্থ পরিদর্শন বা সাক্ষাৎ। মুখতারুছ্ ছিহ্হাহ্ - ৩৯৮ পৃঃ

ইসলামী শরীয়তেঃ

وهوفى الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة،، لسان العرب -٦/٣٨٣

নির্দিষ্ট শর্ত-শারায়েত সাপেক্ষে বায়তুল হারামের পরিদর্শনের জন্য তথায় যাওয়া। লিসানুল আরব- ৬/৩৮৩

الفرق بين الحج والعمرة
হজ্জ্ব ও উমরার মাঝে পার্থক্য

১। উমরাহ্ বৎসরে যে কোন মাসে যে কোন সময়ে আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্জ্ব শুধুমাত্র আশহুরুল হাজ্জ্ব তথা শাউওয়াল, যুলকা'দাহ ও যুলহাজ্জ্ব মাসের মধ্যবর্তী সময়ে করা যায়।
২। উমরাহ্ বৎসরে বিভিন্ন সফরে একাধিক করা যায়, কিন্তু হাজ্জ্ব বৎসরে একটাই করা যায়।
৩।উমরার কাজ শুধু ইহরাম বেঁধে এসে কা'বাহ্ ঘরের সাত-বার ত্বওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাতবার সাঈ করে চুল কেটে বা নেড়ে করে সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু হাজ্জ্ব, যিল-হাজ্জের ৮তারিখের যোহর থেকে ৯তারিখের ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে,৯তারিখ দিনে আরাফায় অবস্থান করে, ১০তারিখের রাত্রে মুয্দালেফায় অবস্থান করে সেই তারিখ দিনের বেলায় বড় জাম্‌রাকে সাতটি পাথর মেরে কুরবাণী ফরয হয়ে থাকলে কুরবাণী করে মাথার চুল কেটে বা নেড়ে করে কা'বাহ শরীফে সাতবার ত্বওয়াফ করে, তামাত্তু' হজ্জ্ব হলে ছাফা-মারওয়ায় সাত সাঈ করে মিনায় দুই রাত বা তিনরাত অবস্থান করে ও তিনটি জাম্‌রাহ্কে প্রতি দিন সাতটি করে পাথর মেরে ত্বওয়াফে বিদা' করে সমাপ্ত হয়।
৪। হজ্জ্ব ফরয, উমরাহ নফল- যদি হজ্জ্বের অংশ হিসাবে না করা হয়।

مشروعية الحج والعمرة وأدلتها
হজ্জ্ব উমরাহ বিধিবদ্ধ হওয়ার দলীল

হজ্জ্ব হলো ইসলামের পাঁচটি রুক্নের সর্বশেষ তথা পঞ্চম

রুক্ন। ইহা দৈহিক পরিশ্রম ও অর্থিক ত্যাগের সমন্বয়ে গঠিত এক বিরাট ফযীলত পূর্ণ ফরয এবাদত। ইহা কোন মাসে ফরয হয়েছে এই নিয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতভেধ থাকলেও ছহীহ্ কথা এই যে, হজ্জ্ব নবম হিজরী সনে ফরয হয়েছে। মক্কা যাতায়াত ও হজ্জ্ব পালন কালে অবস্থানের খরচের অর্থ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদি সমপরিমান অর্থের যে কোন মালিকের উপর জীবনে একবার হজ্জ্ব পালন করা ফরয।

১। দলীলঃ "ولله على النا س حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العا لمين،، آل عمران – ٩٧

আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ্ব পালন করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যারা উহা পর্যন্ত পৌছার ক্ষমতা রাখে। আর যে ব্যক্তি উহা আদায়ের ক্ষমতা থাকাসত্ত্বেও পালন করতে অস্বীকার করবে তবে আল্লাহ সমগ্র জগত থেকে মুখাপেক্ষীহীন। (সূরা আলু ইমরান-৯৭)

২। عن ابن عمرأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: بنى الإ سلام على خمس: شهادة أن لاإلـه إلاالله وأن محمدا رسـول اللـه وإقـام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام،، متفق عليه.

ইব্নু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন- ইস-লামের ভিত্তি রাখা হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর। (১) আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষ্য প্রদান করা। (২) নামাজ কায়েম করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) রমজানের রোজা পালন করা। (৫) আল্লাহর সম্মানিত ঘরের হজ্জ্ব পালন করা। (বুখারী ও মুসলীম)।

৩। عن أبى هريررضى الله عنه قال: خطبنا رسول اللـه صلـى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قا لها ثلاثا ثم قال

صلى الله عليه وسلم: لوقلت نعم لوجبت وماستطعتم، ثم قال
ذرونى ماتركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم
وإختلا فهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ،
وإذانهيتكم عن شئ فدعوه ،، رواه البخارى ومسلم .

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবাহ্ কালে বলেছিলেন ওহে জনমন্ডলী আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ্ব ফরয করেদিয়েছেন অতএব তোমরা হজ্জ পালন কর। একব্যক্তি (কোন রেওয়ায়েতে ঐ ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে আক্বরা' বিন্ হাবিস, আবার কোন রেওয়ায়েতে এসেছে বানু আসাদ গোত্রের জৈনক ব্যক্তি) বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রতি বছরই কি হজ্জ্ব পালন করতে হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিরব থাকলেন? ঐ ব্যক্তি তিনবার তার প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন যদি বলতাম হাঁ, তাহলে প্রতি বছরই হজ্জ্ব পালন করা ওয়াজিব হয়ে যেত, আর তা তোমাদের জন্য পালন করা সম্ভবপর হতোনা। অতঃপর বললেন- পরিত্যাগ কর ঐ সব বিষয় যা আমি তোমাদের জন্য বর্ণনা করতে ছেড়ে দিয়েছি। তোমাদের পূর্ববর্তীদের হালাক(ধ্বংস) করেছিল তাদের নবীদের অধিক প্রশ্ন করাতে ও তাদের উপর মতানৈক্য সৃষ্টি করাতে, অতএব যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দান করব যথাসাধ্য উহা বাস্তবায়ন করবে আর যখন কোন বিষয়ে নিষেধ করব উহা অবশ্যই পরিত্যাগ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জ্বের মাসে হজ্জ্বের কার্যাদির অন্তর্গত যেই উমরাহ্ পালন করা হয় উহা হজ্জ্বের অংশ হিসাবে হজ্জ্বের দলীল দ্বারাই হজ্জ্বের মত ফরয, কিংবা উমরাহ করতে আরম্ভ করলে উহা পূর্ণ করা ফরয। এই অর্থেই কুরআনের এই আয়াতটি উমরাহ্ ও হজ্জ্ব ফরয হওয়ার দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ

وأتموا الحج والعمرة لله ،، سورة البقرة – ١٩٦

তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হজ্জ্ব ও উমরাহ পূর্ণ কর। (সূরাহ আল-বাকারা ১০৬)
এই অর্থে বেশ কিছু হাদীছও এসেছে।

কিন্তু হজ্জ্বের মাসের বাইরে যে উমরাহ পালন করা হয় কিংবা হজ্জ্বের মাসে, কিন্তু হজ্জ্বের অংশ হিসাবে নয় বরং শুধু উমরাহ পালন করে বাড়ী ফেরৎ চলে যাওয়া হয় ঐ উমরাহ ফরয নয় বরং নফল। তবে ছাওয়াব বা ফযীলতের দিক থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে একই।

বলা বাহুল্য, হজ্জ্বের অংশ হিসাবে যে উমরাহ পালন করা হয়, হজ্জ্ব যদিও নফল হয় উমরাহ ফরজ বলেই গণ্য হয়। যদি হজ্জ্ব তামাত্তু' বা ক্বেরান হয়।

হজ্জ্ব তাৎক্ষনিক আদায় করা ফরয না বিলম্বে।

মানুষের যেহেতু জানা নেই কখন তার বিদায় ঘন্টা বেজে উঠবে। সে জন্য প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উচিত সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা এবং জীবনের প্রতিটি মূহুর্তকে পরকালীন অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তির সম্বল ও পাথেয় সংগ্রহে নিয়োজিত রাখা। আল্লাহর দাবী-দাবা অর্থাৎ ফরয সুন্নাত এবাদত, বান্দার দাবী-দাবা অর্থাৎ তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রাপ্য ও অধিকার যথাসময়ে আদায় করে দায়মুক্ত হয়ে থাকা উচিত। এই মর্মে নবী (ছাঃ) এর একটি হাদীছ উল্লেখ করলে কথাগুলি আরো হৃদয়গ্রাহী হবে।

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين (وفى رواية ثلاث ليال) إلا وصيته مكتوبة عنده ،، متفق عليه.

ইবনু উমার(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) বলেছেন- কোন মুসলিম ব্যক্তির নিকট অছিয়ত করার কিছু থাকলে, উহা লিখিত ভাবে পাশে না রেখে দু'টিরাত, অন্য বর্ণনায়

তিনটি রাতও যাপন করার তার অধিকার নেই। (বুখারী ও মুসলিম)।

মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইব্‌নু উমার(রাঃ) বলেন, যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট এই হাদী-ছটি শুনি সেদিন থেকে অছিয়ত লিখা ছাড়া একটি রাতও আমি যাপন করিনি।

আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) এর উপরোক্ত নির্দেশের আলোকে ইব্‌নু উমার (রাঃ) বলতেনঃ

إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذاأصبحت فلا تنتظر المساء،، رواه البخارى

যখন সন্ধ্যা হবে খবরদার সকালের অপেক্ষা করবেনা এবং যখন সকাল হবে খবরদার সন্ধ্যার অপেক্ষা করবেনা।(বুখারী)

এই সংক্ষিপ্ত কথার আলোকে বলবো, হজ্জ্ব তাৎক্ষনিক বা বিলম্বে পালন করা ফরয এই নিয়ে বিদ্বানদের যে মত-ভেদ ফিক্‌হের বিভিন্ন কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার উর্ধে থেকে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবা ইব্‌নু উমারের হেদা-য়াত বাণীর আলোকে ফরয হওয়ার সাথে সাথে আদায় করে নেয়াই একজন মুসলিমের জন্য অধিক নিরাপদজনক। আর এই মর্মে বিশেষ ভাবে হাদীছ-ও এসেছে -

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من أرادالحج فليعجل، فإنه قديمرض المريض وتضل الراحلةوتكون الحاجة،، رواه أحمد والبيهقى وابن ماجة والطحاوى..

ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বলেন- (হজ্জ্ব ফরয হওয়ার পর) কেউ হজ্জ্ব পালনের সংকল্প করলে যেন তাড়াতাড়ি আদায় করে নেয়। কারণ হয়ত সে রোগাক্রান্ত হয়ে যেতে পারে, বাহণ হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, টাকার জরুরী দরকার হয়ে যেতে পারে। হাদী-ছটি আহ্‌মাদ, ইব্‌নু মাজাহ, বায়হাকী ও ত্বহাবী বর্ণনা করেছেন।

অন্য হাদীছে এসেছেঃ -

عن ابن عباس رضى الله عنهما،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. تعجلوا الحج–يعنى الفريضة– فإن أحد كم لايدرى ما يعرض له ،، رواه أحمد والبيهقى.

ইবনু আব্বাস (রাঃ)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন- (হজ্জ্ব ফরয হয়ে থাকলে) তোমরা তাড়াতাড়ি উহা আদায় করে নাও, কারণ তোমরা কেউ জাননা কখন সমস্যা গ্রস্ত হয়ে যাবে। (হাদীছটি আহ্‌মাদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন)

এর পরও অনিবার্য কারণ বশতঃ কিংবা কারণ ছাড়াই বিলম্ব করে মৃত্যুর পূর্বে ফরয হজ্জ্ব আদায় করে নিতে পারলে কোন দোষ বা গুনাহ হবেনা, কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর উপর হজ্জ্ব ফরয হওয়ার পর কারণ বশতঃ সেই বছর হজ্জ্ব পালন না করে পরের বছর দশম হিজরীতে সেই হজ্জ্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, ফরয হওয়ার পর আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে সাংঘাতিক পর্যায়ের পাপের ভাগী হতে হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

فضائل الحج والعمرة وفوائدهما
হজ্জ্ব ও উমরার ফযীলত ও উপকারিতা সমূহ

প্রথমতঃ ফযীলতঃ হাদীছে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে হজ্জ্ব উমরার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

১। হজ্জ্ব সর্বোত্তম আমল সমূহের অন্তর্ভূক্তঃ

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهادفى سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور ،، متفق عليه.

হযরত আবু হুরাইরাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) কে কোন্ আমল সর্বোত্তম জিজ্ঞাসা করা হলে বলেছিলেন- আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) এর উপর ঈমান আনা। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, অতঃপর কোন্ আমল? বলেছিলেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, অতঃপর কোন আমল? বলেছিলেন মাব্রুর হজ্জ্ব। (বুখারী ও মুসলিম)

মাব্রুর হজ্জ্ব ঐ হজ্জ্বকে বলা হয়, যেই হজ্জ্বে কোনরূপ পাপ-পঙ্কিলতার সংমিশ্রণ ঘটেনা। হাসান বাছরী বলেন যেই হজ্জ্বে হজ্জ্ব পালনকারী দুনিয়া বিমুখ ও আখিরাত উম্মুখ হয়ে ফেরৎ যায়। ফিক্বহুস্সুন্নাহ- ১/৫২৭ পৃঃ

২। হজ্জ্ব জিহাদের সমতুল্যঃ

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: يارسول الله ، ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد!حج مبرور،، رواه البخارى ومسلم.

হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন- হে আল্লাহর রাসূল আপনার দৃষ্টিতে জিহাদ সর্বোত্তম আমল, আমরাকি জিহাদ করতে পারবনা? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন তোমাদের (মহিলাদের) জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে হজ্জ্বে মাব্রুর। (বুখারী ও মুসলিম)

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهادالكبير والضعيف والمرأة الحج،، رواه النسائى باسناد حسن.

আবু হুরাইরাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(ছাঃ)বলেছেন- বৃদ্ধ, দুর্বল ও মহিলাদের জন্য জিহাদ হলো হজ্জ্ব পালন করা। হাদীছটি নাসাঈ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

৩। হজ্জ্ব পালনার্থে যেই অর্থ ব্যায় হয় উহা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) ব্যায় করার সমতুল্যঃ

عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف، رواه ابن أبى شيبة وأحمد والطبراني والبيهقي وإسناده حسن.

হযরত বুরাইদাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- হজ্জ্ব পালনে অর্থ ব্যায় করা আল্লাহর পথে ব্যায় করার সমতুল্য। এক দিরহাম ব্যায় করলে উহাকে সাতশত পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। হাদীছটি ইব্‌নু আবী শাইবাহ্, আহ্‌মাদ, ত্বাবারানী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। আর উহার সনদ হাসান।

৪। হজ্জ্ব ও উমরাহ পালনকারী আল্লাহর মেহমান হওয়ার মর্যাদা প্রাপ্তঃ

عن أبى هريرة رضىالله عنه أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال: الحجاج والعماروفدالله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم ،، رواه النسائى وابن ماجة .

আবু হুরাইরা(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বলেন- হজ্জ্ব ও উমরাহ পালনকারীগণ আল্লাহর নির্বাচিত মেহমান, যদি তাঁরা তাঁর নিকট দু'আ করেন তাহলে তিনে তাঁদের দু'আ কবুল করেন। আর যদি তাঁরা তাঁর নিকট ক্ষমা চান তাহলে তিনি তাঁদেরকে ক্ষমা করেন। হাদীছটি ইমাম নাসাঈ ও ইব্‌নু মাজাহ বর্ণনা করেছেন।

ইবনু খুযাইমাহ ও ইব্‌নু হিব্বানের বর্ণনায় মুজাহিদ ব্যক্তিকেও আল্লাহর মেহমান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

৫। যে ব্যক্তি খাঁটি নিয়তে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য হজ্জ্ব ও উমরার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয় ঐ ব্যক্তির সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেন।

روى ابن جريح– بإ سنادحسن– عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذاالبيت دعامةالإسلام فمن

خرج يوم هذاالبيت ما حاج أومعتمركان مضمونا على الله، إن قبضه أن يدخله الجنة وإن رده ، رده بأجر وغنيمة ،، فقه السنة ١/ ٥٢٩

ইব্‌নু জুরাইজ হাসান সনদে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন এই ঘর (কা'বাহ শরীফাহ্) ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র (খুঁটি)। সুতারাং যেব্যক্তি হজ্জ্ব বা উমরার উদ্দেশ্যে এই ঘরে যাওয়ার ইচ্ছায় বাড়ী থেকে বের হয় সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিরাপত্তায় আশ্রিত হয়। যদি তাকে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হওয়ায় তার মৃত্যু ঘটান তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর যদি হায়াত বাকী থাকায় ফেরৎ আনেন তাহলে নেকী ও লাভ সহ ফেরৎ নিয়ে আসেন। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫২৯ পৃঃ

৬। হজ্জ্ব ও উমরাহ যদি ছহীহ্-শুদ্ধ ও খাঁটিভাবে আদায় করা যায় তাহলে জীবনের যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিস্কার হওয়া যায়।

عن أبى هريرة رضى الله عنه.أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلاالجنة ،، رواه البخارى ومسلم .

হযরত আবু হুরাইরাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন- এক উমরাহ থেকে অপর উমরাহর মাঝে সংঘঠিত পাপ এমনিই বিমোচিত হয়। আর মাব্‌রুর হজ্জ্বের বিনিময় সুনির্দিষ্ট ভাবে জান্নাত। হাদীছটি আহ্‌মাদ, বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخارى ومسلم .

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি হজ্জ্ব করে এবং হজ্জ

কালে যৌন সম্ভোগ ও কোন পাপাচারী কাজে লিপ্ত হয়না, সে ব্যক্তি বাড়ী ফেরৎ যায় গুনাহ থেকে ঐ দিনের মত বিমুক্ত হয়ে, ঠিক মাতৃগর্ভ থেকে ভুমিষ্ট হওয়ার দিন যেমন ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আম্‌র ইব্‌নুল আছ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলাম স্থাপন করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট এসে বললাম আপনার হাত প্রসারিত করুন আমি বায়আত করবো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাত প্রসারিত করলে আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তিনি বললেন তোমার কি হলো হে-আম্‌র? আমি বললাম আমার শর্ত আছে, তিনি বললেন কি শর্ত? আমি বললাম আমাকে ক্ষমা করা হলে (বায়আত করবো) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেনঃ -

أما علمت أن الإسلام يهدم ماقبله، وأن الهجرة تهدم ماقبلها وأن الحج يهدم ما قبله ،، رواه مسلم .

তুমি কি জাননা, ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্বেকৃত সকল পাপরাশি ধ্বংস অর্থাৎ বিমোচিত হয়ে যায়। হিজরতও পূর্বে-কৃত সকল পাপরাশি ধ্বংস করে দেয় এবং হজ্জ্বও পূর্বেকৃত সকল পাপরাশি ধ্বংস করে দেয়। (মুসলিম)

৭। হজ্জ্ব ও উমরার মাধ্যমে গুনাহ মচোন হওয়া সহ দারিদ্রতাও দুর হয়।

عن عبدالله بن مسعودرضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة، جزاء إلا الجنة،، رواه النسائي والترمذى وصححه

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাসউদ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলু-ল্লাহ(ছাঃ) বলেন- হজ্জ্ব ও উমরাহ ক্রমান্বয়ে পালন কর, কারণ ঐ-দুটি দারিদ্রতা ও গুনাহ বিমোচন করে দেয় যেমন ভাবে ভাঠি(কর্মকারের অগ্নিকুন্ড) লোহা, স্বর্ণ ও চাঁদির ময়লা দুর করে দেয়।

আর মাব্রুর (আল্লাহর নিকট গৃহীত) হজ্জ্বের বিনিময় সুনির্দিষ্ট জান্নাত। হাদীছটি নাসাঈ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী ছহীহ্ বলেছেন।

৮। হজ্জ্ব উমরাহ ব্রত পালনকারীর জন্য জান্নাত সুনির্দিষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন –الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة মাব্রুর (আল্লাহর নিকট গৃহীত) হজ্জ্বের পুরস্কার জান্নাত ব্যতীত আর কিছু নয়। (বুখারী মুসলিম)

দ্বিতীয়ঃ فوا ئدالحج ومنا فعه

হজ্জ্ব ও উমরার উপকারিতা সমূহ

১।হজ্জ্ব অনুষ্ঠান মুসলিম ঐক্যের মূর্ত-প্রতীক। এই মহত্ত্বপূর্ণ এবাদত পালনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একই উদ্দেশ্য নিয়ে একই স্থানে একই পোশাকে উপস্থিত হয়। এমন পরিবেশে অবস্থান করার সময় এই ইসলামী ঐক্যের অভূতপূর্ব দৃশ্য সকল মুসলিমের হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করে। এখানে এই দৃশ্য দেখে একে অপরের মাঝে পার্থক্য ভুলার শিক্ষা গ্রহণ করে। এই বিশ্ব মিলন কেন্দ্রে একজন মুসলিম অন্য মুসলিম ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

২।এই মিলন কেন্দ্রে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিভিন্ন রং চিহারা ও বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর লোকদের সাথে পরিচয় ঘটে, তাদের শিক্ষা, সাংস্কৃতি, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও তাদের দেশের অবস্থা সম্পর্কে সহজে অবগতি লাভ করার বিরাট সুযোগ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেনঃ -

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكروأنثى وجعلناكم شــعوبا وقبــائل لتعا رفوا ،، الحجرات –١٣

হে-মনুষ্য জাতি আমি তোমাদেরকে একটি পুরুষ ও একটি

নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। (সূরা হুজরাত - ১৩ আঃ)

এই জন্য হজ্জ্ব ও উমরাহ্ পালনকারীদের উচিত এই সুযোগের মূল্যায়ন করা, একে অপরের পরিচয় গ্রহণ করা ও পরস্পরে সালাম বিনিময় করা।

৩। হজ্জ্ব একটি বিরাট বিশ্ব সম্মেলন, যেই সম্মেলনে এক অপরের সমস্যা জানার ও তার সামাধানে এগিয়ে আসার সুযোগ পাওয়া যায়।

৪। দুনিয়াবী কিছু উপকারিতাও এই হজ্জ্বের সহিত জড়িত রয়েছে। বিশেষভাবে ঈদের দিন ও তার পরবর্তী তিন দিনে যে সমস্ত পশু কুরবাণী করা হয় এতে হজ্জ্ব পালনকারীদের সাথে ফকীর-মেসকীনদেরও গোস্ত খাওয়ার বিরাট সুযোগ হয়। বর্তমানে সৌদী সরকার জবাইকৃত পশুর প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার ফলে সে সমস্ত পশুগুলিকে স্বযত্নে ফ্রিজিং করে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করে, সারা বিশ্বের ফকীর-মিসকীনদের নিকট ও গোস্ত পৌছায়।

৫। হজ্জ্ব পালনের জন্য বিশ্বের অসংখ্য মুসলিমের সমাবেশের ফলে মক্কা মদীনা সহ বিশ্বের যে রাষ্ট্র থেকে হাজীগণ আসেন সকল রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশ লাভমান হয়। সরকার ও একশ্রেণীর জনগণও এই লাভ অর্জন করে থাকে। এই সুযোগে বিশ্বের সর্ব প্রকার হালাল দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময় করা সহজ সাধ্য হয়। এমনকি হজ্জ্ব পালনকারীগণও এই মৌসূমে তাদের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার হালাল ব্যবসা করতে পারেন। মক্কা মদীনা থেকে অনেক মাল-সামান দেশে নিয়ে যেতে পারেন চাই ব্যবহারের জন্য কিংবা বিক্রির জন্য।

হজ্জ্ব পালনকালে ব্যবসার বৈধতার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেনঃ -

" ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " سورة البقرة –١٩٨

তোমাদের কোনরূপ দোষ ধরা হবেনা(হজ্জ্ব পালনকালে) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট অনুগ্রহ তালাশ (অর্থাৎ ব্যবসা) করলে। সূরা বাকারাহ - ১৯৮ আঃ

তবে হজ্জ্ব পালনকারীদের সতর্ক থাকতে হবে। যেন এই সমস্ত উপকারিতা অর্জন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়, কারণ ইহা মুখ্য উদ্দেশ্য হলে হজ্জ্ব বাত্বিল বলে গণ্য হবে।

আরো সতর্ক থাকা উচিত যেন ব্যবসার জন্য হারাম কোন বস্তু মক্কা মদীনায় প্রবেশ না করেন, কিংবা হারাম কিছু যেন খরিদ করে দেশে না নিয়ে যান।

৬। হজ্জ্ব ও উমরাহ পালকারী অবর্ণনীয় ছাওয়াব অর্জনের সুযোগ লাভে ধন্য হয়। হারাম ও মসজিদুল হারামে একটি ছলাত আদায় করলে অন্য মসজিদের লক্ষ ছলাতের চেয়েও বেশী ছাওয়াব লাভ হয়। আর মসজিদে নববীতে একটি ছলাত আদায় করলে অন্য মসজিদে এক হাজার ছালাত আদায় করার চেয়ে বেশী ছাওয়াব হয়।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেনঃ -

صلاة في مسجدى هذا ، أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا مسجدالكعبة ،، رواه مسلم .

একটি ছলাত আমার এই মসজিদে আদায় করা কা'বার মসজিদ ব্যতীত অন্য যে কোন মসজিদে ১০০০/ (এক হাজার) ছলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

وفى رواية– صلاة فى مسجدى هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجدالحرام، وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدى هذابمائة صلاة ،، رواه أحمد وابن حبان بإسنادصحيح.

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমার এই মসজিদে একটি ছলাত আদায় করলে মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে এক হাজার ছলাত আদায় করার চেয়েও উত্তম। আর মসজিদুল হারামে একটি ছলাত আদায় করা আমার মসজিদে একশত

ছলাত আদায় করার চেয়েও উত্তম। হাদীছটি বর্ণনা করে ছেন আহমদ ও ইব্নু হিব্বান ছহীহ্ সনদ সহ।

জ্ঞাতব্যঃ–মক্কার সীমারেখা বা এরিয়ার ভিতর অবস্থিত যে কোন মসজিদে বা জায়গায় ছলাত আদায় করলে মসজিদ নববী ব্যতীত যে কোন মসজিদে বা জায়গায় এক লক্ষ ছলাতের চেয়ে উত্তম। কারন কুরআন ও হাদীছে মসজিদুল হারাম বলতে মক্কার হারামের সীমারেখার আওতাভূক্ত স্থানগুলিকে–ও বুঝানো হয়েছে।

কিন্তু মদীনার মসজিদের ক্ষেত্রে শুধু মসজিদে নববীতে ছলাত আদায় করলে অন্য মসজিদে এক হাজার ছলাত আদায় করার চেয়ে উত্তম হবে।

أهمية الحج وحكم تاركه

হজ্জের গুরুত্ব ও পরিত্যাগকারীর বিধান

হজ্জ্ব একটি ব্যায় বহুল ও পরিশ্রম সাধ্য গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবাদত। তাই উহাকে ইসলাম ধর্মের একটি ভিত্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যেমনটি ইতিপূর্বে ইব্নু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ থেকে জানতে পেরেছি, এই হজ্জ পালন করলে যেমন অজস্রো ছাওয়াব লাভ করে জান্নাতের হকদার হওয়া যায়, তেমনি উহা পরিত্যাগ করলে জঘণ্য অপরাধ ও সাংঘাতিক পাপের ভাগী হতে হয়।

হজ্জ্ব ফরয হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, সর্ব প্রকার দলীল তথা কুরআন হাদীছ ও ইজমা দ্বারা। অতএব যে ব্যক্তি এই হজ্জ্ব অস্বীকার করবে সে সকলের ঐক্যমতে কাফির হয়ে যাবে। কিন্তু স্বীকার করার পর ফরয হওয়া সত্বেও অলসতা বশতঃ বা কৃপণতার কারণে পরিত্যাগ করলে সে ব্যক্তি বিপদসীমার উপর অবস্থান করছে জানতে হবে এবং তার ঈমান বড়ই ঝুকিপূর্ণ। দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে যা বুঝা যায়, এই প্রকার লোক মুসলিম কিনা চিন্তার বিষয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاومن كفرفان الله غنى عن العالمين ،، آل عمران-٩٧

আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ্ব পালন করা ফরয। যারা সে পর্যন্ত পৌছার ও হজ্জ্ব সম্পন্ন করে ফিরে আসার সামর্থ রাখে। আর যেব্যক্তি উহা আদায়ের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও পালন করতে অস্বীকার করে তবে আল্লাহ সমগ্র জগত থেকে মুখাপেক্ষী হীন।(আলু ইমরান -৯৭)

এই আয়াতের তাফসীরে ইব্‌নু আব্বাস, মুজাহিদ ও অন্যান্য মুফাস্‌সিরে কুরআন বলেছেনঃ

من جحد فريضةالحج فقد كفر ،، ابن كثير- ١/ ٤٧٣

যে ব্যক্তি হজ্জের ফর্যিয়াত (فرضية) অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে। ইব্‌নু কাছীর - ১/৪৭৩

عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه قال: من أطاق الحج فلم يحج ، فسواء عليه يهوديا مات أونصرانيا ،، قال ابن كثير وهذا إسناده صحيح إلى عمر رضى الله عنه - ١/ ٤٧٣

হযরত উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যে ব্যক্তি হজ্জ্ব করার সামর্থ থাকাসত্ত্বেও হজ্জ্ব পালন করলনা, ইহুদী বা খৃষ্টান যে অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করুক উভয়টাই তার জন্য সমান। উব্‌নু কাছীর হাদীছটির সনদ উমার(রাঃ) পর্যন্ত ছহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন- ১/৪৭৩ -৭৪

অবশ্য উক্ত আয়াতের তফসীরে ইমাম তিরমিযী সরাসরি (মারফু সনদে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হযরত উমারের হাদীছের অনুরূপ একটি হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু সনদের দিক দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় আমরা এই স্থানে উল্লেখ করলাম না। [১]

[১] অবশ্য কেউ কেউ পূর্বে ও পরে বর্ণিত মাওকুফ হাদীছ দুটির আলোকে সনদ দুর্বল হলেও মতন (বক্তব্য) ছহীহ বলেছেন। হাদীছটি এইরূপ- من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أونصرانيا ،، رواه الترمذى -١٧٢/٣ -رقم ٨١٢

ইব্‌নু কাছীর সাঈদ বিন্ মানছুরের সুনান গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে হযরত উমার থেকে অন্য ভাষা ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

عن الحسن البصرى قال، قال عمربن الخطاب رضى الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزيةما هم بمسلمين ماهم بمسلمين،، ابن كثير- ١/ ٤٧٤

হযরত হাসান বাছরী(রহঃ) বর্ণনা করে বলেন যে, হযরত উমার (রাঃ) বলেছিলেন আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু সংখ্যক লোক এই এলাকাগুলিতে পাঠিয়ে দেই যাদের কাজ হবে পরিদর্শন করে বেড়ানো এবং যে সকল লোক হজ্জ্ব করার সামর্থ থাকাসত্বেও হজ্জ্ব পালন করেনা তাদের উপর জিয্‌ইয়াহ (কর) জারী করে দেই, কারণ তারা মুসলিম নয়, তারা মুসলিম নয়। (ইব্‌নু কাছীর- ১/৪৭৪)

على من يجب الحج
কার উপর হজ্জ্ব ফরয

হজ্জ্ব সাধারণভাবে সকল মানুষের উপর ফরয নয়, বরং নির্দিষ্ট কিছু গুন ও বৈশিষ্টের অধিকারী নারী-পুরুষের উপর ফরয।

বিভিন্ন নির্ভর যোগ্য ইসলামী গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ

الحج والعمرة واجبان على المسلم الحرالمكلف القادرفى عمره مرة،، زادالمستقنع مع الشرح الممتع للشيخ العثيمين ..

হজ্জ্ব ও উমরাহ উভয়টাই স্বাধীন বালেগ, জ্ঞান সম্পন্ন ক্ষমতাবান যে কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব বা ফরয। (যাদুল মুস্তাক্বনি' ৭/১১- ১৩)

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত কথায় এটাই বুঝাযায় যে, হজ্জ্ব ফরয হওয়ার জন্য কিছু শর্ত-শারায়েত রয়েছে।

شروط وجوب الحج
হজ্জ্ব ফরয হওয়ার শর্ত সমুহ

হজ্জ্ব ফরয হওয়ার ৫(পাঁচ)টি শর্ত রয়েছে, এই পাঁচটি শর্তের একটিও যদি বিলুপ্ত বা অবিদ্যমান থাকে তবে হজ্জ্ব ফরয হবেনা।

১।ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হতে হবে, কারণ অমুসলিমের কোন সৎ আমলই গৃহীত হয়না।

২।বালেগ হতে হবে কারণ বালেগ না হওয়ার পূর্বে কোন এবাদত ফরয হয়না।

৩। জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। কারণ অজ্ঞান ও পাগলের উপর কোন এবাদত ফরয নয়।

৪। স্বাধীন হতে হবে, কেননা দাসদের উপর মালী (সম্পদ গত) কোন এবাদত ফরয নয়।

৫। আর্থিক ও শারীরিক ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে, যদি কেউ উভয় প্রকার ক্ষমতাবান হয় তবে স্বশরীরে নিজেকে হজ্জ্ব পালন করতে হবে। যদি এমন হয় যে, শারীরিক ক্ষমতা আছে কিন্তু আর্থিত ক্ষমতা নেই তা হলে হজ্জ্ব ফরয নয়। কিন্তু যদি আর্থিক ক্ষমতা থাকে কিন্তু শারীরিক ক্ষমতা না থাকে তবে নিজে মক্কা যেয়ে হজ্জ্ব পালন করা ফরয নয়, বরং তার পক্ষ থেকে আদায় করার জন্য একজনকে পাঠিয়ে হজ্জ্ব পালন করা ফরয।

شرح الشرط الإول وهوالإسلا م– প্রথম শর্তের ব্যাখ্যাঃ

অমুসলিম ব্যক্তির উপর কোন এবাদত ফরয নয়, কারণ তার কোন এবাদত আল্লাহর নিকট গৃহীত হবেনা এবং পরকালে তার কোন প্রতিদানও সে পাবেনা। আল্লাহ্ বলেনঃ

وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلاأنهم كفروا بالله وبرسوله،،التوبه– ٥٤

তাদের দান গ্রহণ করা এই জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের সহিত কুফরী করেছে।
(সূরাহ তাওবাহ -৫৪ আঃ)
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হযরত আনাস (রাঃ)বর্ণনা করেছেনঃ
إن اللـه لايظلـم مؤمناحسـنة يعطـى بهـافى الدنيـا، ويجـزى بهافىالأخرة وأماالكـافرفيطعم بحسـنات مـاعمل للـه تعـالى فـى الدنياحتى إذانقضى إلى الأخرة لـم يكـن لـه حسنةيجزىبها ،، رواه مسلم .

নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎ আমলের ব্যাপারে কোন মু'মিনের উপর যুল্‌ম করেননা, উহার বিনিময় দুনিয়াতেও দেন এবং আখেরাতেও দিবেন। আর কাফির যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোন সৎকাজ করে তবে তার বিনিময়ে দুনিয়াতে রিযিক (খাদ্য) প্রাপ্ত হবে, কিন্তু পরকালে ঐ সৎকাজের কোন বিনিময় লাভ করবে না। (মুসলিম)

شرح الشرط الثانى وهوالبلوغ–দ্বিতীয় শর্তের ব্যাখ্যাঃ

বালেগ না হলে যাকাত ও ফিত্‌রাহ্ ব্যতীত [১] অন্য কোন এবাদত ফরয নয়। অর্থাৎ ফরয, নফল কোন এবাদ-ত পালন না করলে গুনাহ্‌গার হতে হবেনা। কিন্তু যাকাত ও ফিত্‌রাহ যদি অভিভাবক আদায় না করে তবে অভিভাবক গুনাহ্‌গার হবে। আর যদি সে অভিভাবকদের উৎসাহ ও প্রেরণায় বা তাদের সহযোগিতায় কোন এবাদত পালন করে তবে সে ও অভিভাবক উভয়ই ছাওয়াব লাভ করবে।
এই জন্য বিভিন্ন হাদীছে বাচ্চা ও শিশুদেরকে ছলাত, ছওম ও হজ্জের জন্য অভ্যাস করানোর নির্দেশ এসেছে।[২]

---

[১] বালেগ না হলেও যাকাত ফরয হওয়ার দলীলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে-ছেন যে ব্যক্তি সম্পদশালী ইয়াতীমের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছে সে যেন তার কল্যাণার্থে তার মাল দিয়ে ব্যবসা করে, যাতে উহাকে যাকাতে গ্রাস না করে ফেলে। =

নাবালেগের উপর হজ্জ্ব ও অন্যান্য এবাদত ফরয না হওয়ার দলীলঃ
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ -
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبروعن المجنون حتى يفيق،، رواه أحمد وأبو داودو النسائي والحاكم وصححه

তিন শ্রেণীর লোকের থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে-
(১) ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে, যতক্ষন পর্যন্ত সে জাগ্রত না হবে।
(২)ছোট শিশু থেকে যতক্ষন সে বড় বা বালেগ না হবে[১]
(৩) পাগল থেকে যতক্ষন পর্যন্ত সে জ্ঞান ফিরে না পাবে। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন- (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, এবং হাকীম ছহীহ্ বলেছেন)।

=ফিত্বরার যাকাত ফরয হওয়ার দলীলঃ হযরত ইব্নু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম দাস, স্বাধীন, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের উপর রমাযানের ফিত্বরার যাকাত হিসাবে খেজুরের এক ছা' কিংবা জবের এক ছা'দেয়া ফরয করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)
[২] ছলাত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- সাত বৎসর বয়স হলে তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে ছলাত আদায়ের নির্দেশ দাও (কিন্তু এই বয়সে উহা পরিত্যাগ করায় কঠোরতা প্রদর্শন করোনা) আর দশ বৎসর বয়স হলে উহা পরিত্যাগের জন্য প্রহার করো এবং তাদের মাঝে বিছানা পৃথক করে দাও।(হাদীছটি হাসান, আবুদাউদ হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন)
ছওম (রোযা) সম্পর্কে হাদীছে এসেছেঃ হযরত রবী' বিন্ মুআওয়িয্ (রাঃ) বলেন (রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক আশুরার রোযার উপদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর) আমরা সেই রোযা নিজে রাখতাম এবং আমাদের শিশুদেরকেও রাখাতাম। আমরা মসজিদে যাওয়ার সময় তাদের হাতে উলের তৈরী এক প্রকার খেলনা দিতাম, এমনি ভাবে যখন তারা খাওয়ার জন্য ক্রন্দন করত, ঐ খেলনা হাতে দিতাম এই ভাবে ইফতারের সময় হয়ে যেতো। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী ও মুসলিম।
উল্লেখ্য যে, আশুরার রোযার জন্যই যদি তারা বাচ্চাদের এমনভাবে অভ্যাস করাতেন, তবে রমাযানের ফরয রোযার জন্য এর চেয়ে বেশী গুরুত্ব সহ অভ্যাস করাতেন এতে কোন সন্দেহ নেই।
[১] ছেলে-মেয়েদের বালেগ হওয়ার তিনটি নিদর্শন রয়েছেঃ (১) স্বপ্ন দেখে বির্যপাত হলে (সূরা নূর-৫৯) (২) গুপ্ত স্থান তথা লিঙ্গের নিকটবর্তী উপ-রিভাগে লোম গজালে।(আবুদাউদ, ইব্নু মাজাহ ও দারেমী ছহীহ সনদে)=

حج الصبى – শিশুর হজ্জ্বঃ

বাচ্চা বা শিশুর উপর হজ্জ্ব ফরয নয়। কিন্তু যদি আদা-য় করে তবে ছহীহ্ বলে গণ্য হবে। এই হজ্জ্বের ছাওয়াব তার অভিভাবক লাভ করবে। দলীলঃ -

عن ا بن عباس رضى الله عنهما أن أمراة رفعت إلىرسول الله صلىالله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذاحج؟ قال نعم ولك أجر،، رواه مسلم .

হযরত ইব্‌নু আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- বিদায় হজ্জ্বের সময় এক মহিলা তার বাচ্চাকে রাসূলুল্লাহ(রাঃ) এর নিকট উত্তোলন পূর্বক বলেছিলেন, এর কি হজ্জ্ব হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন হাঁ, তবে ছাওয়াব তোমার জন্য হবে। (মুসলিম)

শিশুর যদি জ্ঞান থাকে তবে শিখানোর পর সে নিজে অভিভাবকের সাথে ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্জ্বের কাজগুলি যথাসম্ভব নিজে নিজে আদায় করবে, আর যদি জ্ঞান না হয়ে থাকে তাহলে অভিভাবক বাচ্চাকে ইহরামের কাপড় পরিয়ে তার পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধবে ও তার পক্ষ থেকে নিয়ত করে কাজগুলি পালন করবে। ফিক্বহুসসুন্নাহ, ১/৫৩৪

দলীলঃ عن جابررضى الله عنه قال: حججنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناالنساءوالصبيان فلبيناعن الصبيان ورميناعنهم،، رواه أحمد وابن ماجة .

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলু-ল্লাহ (ছাঃ) এর সঙ্গে হজ্জ্ব পালনকালে আমাদের সহিত

= (৩) পনের ১৫বৎসর পূর্ণ হলে। বুখারী, বায়হাক্বী ও ইব্‌নু হিব্বান। মেয়েদের ক্ষেত্রেঃ উপরোক্ত তিনটি নিদর্শনের সহিত আরো একটি নিদর্শন যোগ করতে হবে। (৪) ঋতু বা মাসিক রক্তস্রাব যেদিন প্রথম দেখা দিবে। এই ক্ষেত্রে বয়সের কোন নির্দিষ্ট হিসাব নেই, ১০ বৎসরের পূর্বেও যদি ঋতু স্রাব দেখা দেয় তবুও সাবালিকা বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য হযরত আয়েশা ৯বৎসর বয়সে সাবালিকা হয়েছিলেন এবং সেই বৎসরই তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত বাসর হয়েছিল।

মহিলা ও শিশু ছিল। শিশুদের পক্ষ থেকে আমরা তাল্-বিয়াহ পাঠ করতাম ও জামরায় পাথর মারতাম। হাদীছটি ইমাম আহমাদ ও ইব্নু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, শিশু কালে পালনকৃত হজ্জ্ব ফরয হজ্জ্বের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রাপ্ত বয়সে হজ্জ্ব পালন করার ক্ষমতা অর্জিত হলে পুনরায় হজ্জ্ব পালন করা ফরয। ফিক্বঃ - ১/৫৩৩

এই মর্মে দলীল হলো এই হাদীছটি -

عن ابن عباس رضي الله عنهماقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيماصبيحج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى،، رواه الطبراني بسند صحيح.

হযরত ইব্নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- যে কোন শিশু হজ্জ্ব করার পর পাপ-পূণ্য লিপিবদ্ধ করার বয়সে উপনীত হলে অর্থাৎ- বালেগ হলে ও সামর্থবান হলে আবার তার উপর হজ্জ্ব পালনকরা অনিবার্য। হাদীছটি ত্বাবারানী ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, শিশু ও নাবালেগের হজ্জ্ব ও উমরাহ যেহেতু ছহীহ তাই তাদেরকে বা তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব উমরার জন্য নির্ধারিত সকল কাজ পালন করতে হবে, এমনিভাবে ইহরাম অবস্থায় যা যা নিষিদ্ধ তা থেকে ওদেরকেও বিরত রাখতে হবে। তবে অভিভাবকের অজান্তে, বেখিয়ালে কোন নিষিদ্ধ কাজ করে বসলে তার জন্য কোন ফিদ্ইয়াহ্ বা দম দিতে হবেনা। তার অভিভাবককেও নয়। কারণ তার ভুল ধর্তব্য নয়। কিন্তু তার শুদ্ধ কিছু করা ধর্তব্য ও গ্রহণ যোগ্য। মানাসিকুল হজ্জ্ব অল-উমরাহ ইব্নু উছামীন- ১৫

شرح الشرط الثا لث وهوالعقل-তৃতীয় শর্ত "জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে" এর ব্যাখ্যাঃ

হজ্জ্ব ফরয হওয়ার জন্য তৃতীয় শর্ত হলো- হজ্জ্ব পালন

পালনকারীকে জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। যদি জ্ঞান শুন্য বা বিকৃত পাগল হয় তবে তার উপর কোন এবাদত ফরয নয়। [১] ইতিপূর্বে দ্বিতীয় শর্তে উল্লেখিত হাদীছটিই এখানে দলীল হিসাবে প্রনিধান যোগ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন- وعن المجنون حتى يفيق - পাগলের ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, যে পর্যন্ত জ্ঞান ফিরে না আসে। পাগলের উপর এই জন্য হজ্জ্ব বা কোন এবাদত ফরয নয় কিংবা আদায় করানো হলেও উহা শুদ্ধ হবেনা। কারণ যে কোন এবাদতে ইচ্ছা বা সংকল্প ও নিয়াত থাকা আবশ্যক [২]। আর জ্ঞান শুন্য বা কোন পাগলের দ্বারা এসবই অসম্ভব। শাইখ্ মুহাম্মাদ উছাইমীন প্রণীত মানাসিকুল হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ -১৩ পৃঃ

شرح الشرط الرابع وهو الحرية-চতুর্থ শর্ত "স্বাধীন হতে হবে" এর ব্যাখ্যাঃ

হজ্জ্ব ফরয হওয়ার চতুর্থ শর্ত হলো এই যে, হজ্জ্ব পালন কারীকে স্বাধীন হতে হবে। পরাধীন বা গোলাম হলে তার উপর হজ্জ্ব পালনকরা ফরয নয়। এটা আল্লাহ কর্তৃক

---

[১] তবে পাগলের মালের যাকাত দেওয়া ফরয, কারণ ইহা মালী সামাজিক এবাদত। তাই ইহার সম্পর্ক মালের সাথে। নিছাব পরিমান মাল হলে ও এক বৎসর অতিক্রম করলে সেই পাগলের অভিভা-বকদের দায়িত্ব উহার যাকাত আদায় করে দেয়া। এমনি ভাবে যাকাতুল ফিত্বরাও। আল্লাহ বলেন -

,, وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم،، المعارج-٢٥-٢٤

তাদের (মু'মিনদের) সম্পদে নির্দিষ্ট হক্ব রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য। সূরা মাআরিজ -২৪,২৫

এই আয়াত দ্বারা স্পস্ট হচ্ছে যে, যাকাতের সম্পর্ক মালের সাথে। সে মাল শিশু, নাবালেগ, পাগল যারই হোকনা কেন।

[২] কারণ রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) বলেছেন -إنما الأعمال بالنيات،،، رواه البخارى অর্থাৎ আমল সমূহ কবুল হওয়া নাহওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী)

মনিব ও দাসদের প্রতি বিরাট রহমত। কেননা হজ্জ্ব একটি দীর্ঘ মেয়াদি এবাদত, ইহা আদায় বা সম্পন্ন করতে নিকট-বর্তী স্থান থেকে কমপক্ষে এক সপ্তাহ লাগবে আর দুরবর্তী স্থান থেকে কম করে একমাস না হলে হবেনা। এই সময়ের অন্তবর্তী কালে মনিবের কাজ স্থগিত থাকায় বিরাট ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এর পর দাস কোন সম্পদের মালিক হতে পারেনা, যে সম্পদ সে উপার্জন করে তা তার মালিকেরই হক্ব।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন ঃ -

من باع عبداله مال فماله للذى باعه إلاأن يشترطه المبتاع ،، رواه البخارى

যে-ব্যক্তি কোন গোলাম বিক্রি করে যার মাল রয়েছে, তবে তার সে মাল হবে বিক্রেতার জন্য কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে নেয়। (বুখারী)

কৃত দাসের হজ্জ্ব - حج العبد

প্রকাশ থাকে যে, গোলাম বা কৃতদাসের উপর যদিও হজ্জ্ব ফরয নয় তবুও যদি সে হজ্জ্ব পালন করার সুযোগ লাভ করে তবে তার হজ্জ্ব ছহীহ্ হবে এবং হজ্জ্বের যাবতীয় ফযীলত ও ছাওয়াব লাভ করবে। কিন্তু এই হজ্জ্ব ফরয হজ্জ্ব বলে গণ্য হবেনা। যদি মুক্তি বা স্বাধীনতা লাভ করার পর সম্পদশালী হয় তবে আবার তাকে ফরয হজ্জ্ব আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেনঃ -

أيما عبدحج ثم عتق ، فعليه أن يحج حجة أخرى،، رواه الطبرانى،، بسندصحيح .

যে কোন কৃতদাস হজ্জ্ব করার পর স্বাধীনতা লাভ করলে ও স্বাধীনতার পর সম্পদশালী হলে আবার তার উপর হজ্জ্ব পালন করা ফরয। হাদীছটি ত্বাবারাণী ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

شرح الشرط الخامس وهوالاستطاعة–পঞ্চম শর্ত "সামর্থ-বান হতে হবে" এর ব্যাখ্যাঃ

হজ্জ্ব ফরয হওয়ার পঞ্চম শর্ত হলো এই যে, হজ্জ্ব পালন কারীকে সামর্থবান হতে হবে। আল্লাহ বলেনঃ -

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا،، آل عمران ۹۷

আর আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ্ব পালন করা ফরয- যার ক্ষমতা রয়েছে সে পর্যন্ত পৌঁছার। সূরা আলু-ইমরান- ৯৭আঃ

সামর্থবান বলতে যা বুঝানো হয় তাহলো এই যে, শারী-রিক ভাবে সুস্থ থাকতে হবে, বার্ধক্য বা রুগ্নতার কারণে যদি মক্কা যাতায়াতের ক্ষমতা না থাকে তবে তার উপর সশরীরে যেয়ে হজ্জ্ব করা ফরযয নয় বরং তার জন্য আবশ্যক তার পরিবর্তে অন্য কোন শারীরি সামর্থবান ব্যক্তিকে প্রস্তুত করে তার পরিবর্তে পাঠিয়ে হজ্জ্ব পালন করানো। শারীরিক সামর্থের সাথে সাথে আর্থিক সামর্থ থাকাও অত্যাবশ্যক। আর্থিক সামর্থ না থাকলে হজ্জ্ব পালন করা ফরয নয়।

আর আর্থিক সামর্থ বলতে যা বুঝানো হয় তা হচ্ছে এই যে, মক্কা পর্যন্ত যাতায়াত ও হজ্জ্ব পালনের অন্তরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় খরচ, বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার বা যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর রয়েছে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ সমপরিমান অর্থের মালিক হতে হবে। পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ বলতে খাদ্য, চিকিৎসা, লেখা-পড়ার খরচ, ছেলে-মেয়েদের বিবাহ ও বাহণ ইত্যাদি-কে বুঝানো হয়।

সামর্থ বলতে শরীরিক, অর্থিক সামর্থের সাথে বাহণ বা পরিবহণের কথাও আসবে। শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ আছে কিন্তু বাহণ বা পরিবহণ ব্যবস্থা নেই তাহলেও হজ্জ্ব পালন করা ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল-

ماالسبيل؟ - সামর্থ বলতে কি বুঝায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন-الزادوالراحلة-পাথেয় ও বাহণ। হাদীছটি তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন।

সামর্থ বলতে বাড়ী থেকে মক্কা পর্যন্ত রাস্তা নিরাপদ থাকা কেও বুঝায়। যদি রাস্তার নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হয় বা অতিক্রম করতে বাধার সম্মুখীন হয় বা কোন দেশ থেকে মক্কা আসতে সরকার ও রাষ্ট্রর পক্ষ থেকে নিষেধ করা হয়, তবে ঐ ব্যক্তির জন্য অন্যান্য সামর্থ থাকলেও হজ্জ্ব ফরয নয়।

মহিলাদের ক্ষেত্রে সামর্থের উপরোক্ত দিকগুলির সঙ্গে আরো একটি দিক যোগ করা বাঞ্চণীয়। আর তা হচ্ছে এই যে, আর্থিক, শারীরিক, বাহণিক ও নিরাপত্তাগত সামর্থের সাথে স্বামী বা কোন মাহরাম অর্থাৎ বিবাহ হারাম এমন কোন পুরুষ থাকতে হবে। যদি স্বামী বা মাহরাম কেউ-ই না থাকে তবে ঐ মহিলার উপর হজ্জ্ব ফরয নয়। বরং এই ক্ষেত্রে এই মহিলা শারীরিক সামর্থবান ব্যক্তি কিংবা স্বামী বা মাহরাম বিদ্যমান এমন কোন মহিলাকে খরচ দান করে তার পরিবর্তে হজ্জ্বব্রত পালন করাবে। মহিলার সাথে স্বামী বা মাহরাম থাকা অত্যাবশ্যক হওয়ার দলীলঃ -

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لايخلون رجل بامرأة إلاومعهاذومحرم ولاتسافرالمراة إلامع ذى محرم، فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اكتتبت فى غزوة كذاوكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك،، رواه البخارى ومسلم واللفظ لمسلم .

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি যেন মাহরাম বিহীন অবস্থায় কোন মহিলাকে নিয়ে নির্জন না-হয় এবং কোনমহিলা যেন মাহরাম বিহীন অবস্থায় কোথাও সফর (ভ্রমন)না করে।(এই বক্তব্য শুনে)এক ব্যক্তি বললেন

বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার স্ত্রী হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে গমনুম্মুখ; আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে তালিকাভূক্ত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন তুমি যুদ্ধে না যেয়ে তোমার স্ত্রীর সহিত যাও এবং তাকে নিয়ে হজ্জ্ব পালন কর। হাদীছটি বুখারী মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তবে ভাষা মুসলিমের।

প্রকাশ থাকে যে, আর্থিক, শারীরিক, বাহণিক সামর্থের সাথে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শিক্ষা ও ভাবধারার ব্যাপক বাস্তবায়নের ফলে সার্বিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিফলিত হলে (যা বর্তমানে বিশ্বের সর্বত্র অবিদ্যমান)মহিলা একাকী কিংবা মহিলাসঙ্গিনী নিয়ে হজ্জ্ব পালন করতে পারে।

এই মর্মে দলীল এই হাদীছঃ

فقال: يا عدى هل رأيت الحيرة قال: قلت لم أرها وقدأُنبئت عنها قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف با لكعبة لاتخاف إلاالله ،، رواه البخارى.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন- হে আদী তুমি কি হীরাহ [১] দেখেছ? আমি বললাম দেখিনি তবে ঐ সম্পর্কে খবর রাখি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন তুমি যদি দীর্ঘায়ূ লাভ কর তবে দেখবে একজন উষ্টারোহিনী হীরাহ্ থেকে গমন করে (মক্কায় এসে) কা'বাহ শরীফের তৃওয়াফ (অর্থাৎ হজ্জ্ব ও উমরাহ পালন) করে যাবে এর মধ্যে আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোন ভয় এর বালাই থাকবেনা। (বুখারী)

ইসলামী রাষ্ট্রের আল্লাহ ভীরু শাসক কর্তৃক নির্বাচিত মুত্তাক্বী ও ধার্মিক লোকের নেতৃত্বে মাহরাম ও স্বামী বিহীন মহিলাদের দলবদ্ধভাবে হজ্জ্বের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চাই ফরয হজ্জ্ব হোক, চাই নফল হজ্জ্ব।

দলীলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর মৃত্যুর পর তাঁর সহ ধর্মিনীগণ

---

[১] হীরাহ-ইরাকের কুফা নগরীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম বা তৎকালীন প্রসিদ্ধ একটি অঞ্চলের নাম।

হযরত উমার (রাঃ) এর তত্তাবধানে হজ্জ্ব করেছিলেন। উমার (রাঃ) তাদের সহিত হযরত উছমান ও আব্দুর রহ-মান বিন্ আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে পাঠিয়েছেলেন। হযরত উছমান ঘোষণা দিতেন কেউ যেন তাদের নিকটবর্তী না হয় বা তাদের দিকে দৃষ্টিপাত না করে। আর তাঁরা (নবী পত্নীগণ) উটের হাউদাজাভ্যান্তরে উপবেষ্টা থাকতেন। (ফিক্বহুস্ সুন্নাহ ১/৫৩৫ পৃঃ)

الحـــج عن الغيـــر

অন্যের পরিবর্তে হজ্জ্ব পালন সম্পর্কে

আর্থিক সামর্থবান নারী বা পুরুষ যদি অন্যান্য সামর্থের অধিকারী না হয় তবে হজ্জ্বব্রত পালনের জন্য যে পরিমান খরচ লাগে ঐ খরচ দিয়ে শারীরিক সামর্থবান, বিশুদ্ধভাবে হজ্জ্বের নিয়ম-কানুন ও হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিকে প্রস্তুত করে তার পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালন করাতে হবে। অপরকে নিয়াবত (স্থলাভিশিক্ত) করে হজ্জ্ব পালনের বিধান শরীয়তে আছে।

দলীলঃ عن الفضل ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة مـن خثعـم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله علـى عباده فـى الحـج أدركـت أبـى شيخاكبيرا لايستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعـم وذالـك فى حج الوداع ،،رواه الجماعة وقال الترمذى حسن صحيح.

হযরত ফাযল বিন্ আব্বাস (ইব্নু আব্বাসের ভ্রাতা) রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত- খাছ্আম গোত্রের এক মহিলা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বান্দার উপর হজ্জের ব্যাপারে আল্লাহর যে ফরয রয়েছে তা আমার পিতাকে পেয়েছে অর্থাৎ তাঁর উপর হজ্জ্ব ফরয হয়েছে অথচ তিনি এত বয়বৃদ্ধ যে, বাহণের উপর বসে থাকার ক্ষমতাটুকুও নেই। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালন করতে পারি?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন হ্যাঁ। আর এই ঘটনাটি ছিল বিদায় হজ্জ্বের সময়। হাদীছটি মুহাদ্দীছ গোষ্ঠি বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ- বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্ ও আহমাদ সকলে।

অন্য হাদীছে এসেছে- আবুরাযীন নামে এক ছাহাবী এসে বলেছিলেন -

يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لايستطيع الحج والعمرة ولاالظعن قال: حج عن أبيك واعتمر،، أخرخه أبو داود والنسائى والترمذى.

হে আল্লাহর রাসূল(ছাঃ) আমার পিতা বয়বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় হজ্জ্ব ও উমরাহ পালন করতে অক্ষম, এমনকি বাহণে আরোহণ করে স্থির থাকতেও অক্ষম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বললেন তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ্ব ও উমরাহ পালন কর। (হাদীছটি আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন)।

شرط الحج عن الغير

অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালনকারীর জন্য শর্ত

অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালনকারীকে অবশ্যই ইতিপূর্বে নিজের জন্য হজ্জ্ব পালনকারী হতে হবে, অন্যথায় অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালন করতে পারবেনা। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন, অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালনকারী যদি ফকীর বা মিসকীন তথা হজ্জ্ব ফরযের অনুপযোগী হয় তবে তার জন্য সামর্থবান ব্যক্তির স্থালাভিসিক্তি হয়ে তার পক্ষ হতে হজ্জ্ব পালন করা শুদ্ধ হবে। নিঃসন্দেহে এমন উক্তি যুক্তিসংগত হলেও দলীল বিরুধী হওয়ায় প্রত্যাখ্যান যোগ্য।

উপরোক্ত শর্তের দলীলঃ

عن ابن عباس رضىالله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال: أحججت عن نفسك؟ قال-لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة،، رواه أبوداود وابن ماجة، والبيهقى، وقال البيهقى هذا إسنادصحيح ليس فى الباب أصح منه، فقه السنة -١/٥٣٨

হযরত ইব্নু আব্বাস (রাঃ)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) হজ্জ্ব পালনকালে এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন- লাব্বায়কা আন্ শুব্রামাহ'' শুব্রামাহর পক্ষ থেকে উপস্থিত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন তোমার নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালন করেছ? সে বলল না। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন আগে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব কর, অতঃপর শুব্রামাহর পক্ষ থেকে করবে। হাদীছটি আবুদাউদ, ইব্নু মাজাহ্ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বলেছেন হাদীছটির সনদ ছহীহ্।

এই বিষয়ের উপর এই হাদীছটির অপেক্ষা আর কোন হাদীছ ছহীহ্ নেই। ফিক্বহুস সুন্নাহ - ১/৫৩৮ পৃঃ

من مات وعليه حج

যে ব্যক্তি হজ্জ্ব ফরয হওয়ার পর মৃত্যু বরণ করেছে

কোন ব্যক্তির উপর ইসলামের হজ্জ্ব ফরয হওয়ার পর কিংবা মান্নতের হজ্জ্ব ফরয হওয়ার পর আদায় না করার পূর্বে মৃত্যুবরণ করলে তার অভিভাবক বা ওয়ারিছকে তার পক্ষ থেকে নিজে কিংবা অন্যের মাধ্যমে সেই হজ্জ্ব আদায় করা অত্যাবশ্যক।

দলীলঃ عن ابن عباس رضى الله عنهماأن امرأةمن جهينةجاءت- إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمى نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجى عنها، أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قا ضيتيه ؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء،، رواه البخارى.

হযরত ইব্‌নু আব্বাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবী (ছাঃ) এর নিকট এসে বলল আমার মা হজ্জ্ব পালন করবেন বলে মান্নত করেছিলেন। কিন্তু সেই হজ্জ্ব পালন করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালন করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন হাঁ তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ্ব পালন করে নাও। যদি তোমার মায়ের উপর কর্য (ঋণ)থাকতো তবে তোমাকে কি ওটা পরিশোধ করতে হতোনা? (তেমনিভাবে) আল্লাহর ঋণ পরিশোধ কর, বরং পরিশোধের ব্যাপারে আল্লাহ সর্বা-পেক্ষা অগ্রাধিকার যোগ্য। (বুখারী)

شـــروط قبـــول الحـــج
হজ্জ্ব কবুল হওয়ার শর্ত সমূহ

সকল মুসলিম ভাই-ভগ্নিদের জানা উচিত যে, যে কোন এবাদত কবুল হওয়ার জন্য অবশ্যই কিছু শর্ত-শারায়েত রয়েছে। যা পালন না করাহলে এবাদত কবুল হয়না। তবে সকল শর্ত সমমর্যদা ও সমমানের নয়, শর্তগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১।এমন শর্ত, যা পূরণ না করলে কোন এবাদত বা আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবেনা।

২।এমন শর্ত, যার কারণে আমল গৃহীত হবে কিন্তু ঝুলন্ত অবস্থায় বা বাধাগ্রস্থ হয়ে থাকবে, সে শর্ত নিজে কিংবা অন্য কেউ পুরণ করলে তা গৃহীত হয়ে যাবে।

৩। এমন শর্ত, যা পুরণ না করলে এবাদত কবূল হওয়ার ব্যাপারে বাধা বা অন্তরায় নয়, কিন্তু উহার ঘাটতি হতে হতে অবশিষ্ট নাও থাকতে পারে।

প্রথমতঃ ঐ সকল শর্ত সমূহ যা পূর্ণ ন্য করলে এবাদত ছহীহ্ বা কবুল হবেনা। আর এই ধরণের শর্ত পাঁচটিঃ

এক [শির্ক]ঃসকল প্রকার শির্ক আকবর (বড় শির্ক) আছগার (ছোট শির্ক), বিদ্‌আত , কুফুরী, মুনাফিকী থেকে তাওবাহ করতে হবে।

শির্কে আকবার হলো- আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে সকল এবাদত পালন করা হয় তার কোন একটি এবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করা।

আর এবাদত বলা হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর কণ্ঠে প্রচারিত আল্লাহর নির্দেশ ও নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করাকে। আরো বলা হয়েছে- ঐ সমস্ত কথা ও কাজ যা আল্লাহ পছন্দ করেন বলে কুরআন ও হাদীছে ঘোষিত হয়েছে সেই কথা ও কাজগুলিরই নাম এবাদত। আর এই এবাদত আদায় করা যায় অন্তর, মুখ, মাল ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা। দেখুন তাইসীরুল আযীয শারহু কিতাবিত তাওহীদ - ৪৬ পৃঃ

অন্তরের এবাদতঃ - আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর নিকট আশা-আকাংখা করা, আল্লাহর উপর ভরসা রাখা, আল্লাহ ও রাসূলকে ভালবাসা। আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করা, মনে মনে আল্লাহর যিকির করা, মান্নত করা, কোন সৎ কাজের ইচ্ছা বা কল্পনা করা।

মুখের এবাদতঃ দু'আ করা, মুখে উচ্চারণ করে যিকির করা, বিপদ ও রোগ মুক্তি চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা। আল্লাহর গুন-গান বর্ণনা করা, ওয়ায-নছীহত করা, আযান ও একামত দেওয়া, হজ্জের তালবিয়াহ পাঠ করা ইত্যাদি।

বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা এবাদতঃনামায, রোযা, রুকু-সেজদাহ, হজ্জ্ব, জিহাদ, পিতা-মাতার খিদমত, সাধারণ মানুষের

উপকার ও সহযোগিতা করা, আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু জবাই বা ক্বুরবাণী করা, ইত্যাদি।

মালের এবাদতঃ যাকাত, ছদাকাহ্, ফিত্বরাহ্, জিহাদে খরচ করা, পরিবার-পরিজনদের খোর-পোষের জন্য ব্যয় করা ইত্যাদি।

যেহেতু উপরোক্ত কাজগুলিতে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ রয়েছে এবং ঐ কাজ গুলি আল্লাহ পছন্দ করেন, এই জন্য উহা এবাদত। তাই উহার কোন একটি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য সাব্যস্ত করলে শির্কে আকবর হয়ে যাবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ উপরোক্ত এবাদত গুলির অনেক এবাদতই মাজার, কবর, দরগাহ্, পীর-অলী ও পাগল ফকীরদের জন্য সাব্যস্ত করা হচ্ছে। সেখানে রুকু-সেজদাহ্, সাহায্য ভিক্ষা, বিপদ ও রোগ মুক্তির জন্য দুআ, বিভিন্ন ধরণের মান্নত-মানসা, বিভিন্ন ধরণের পশু নিয়ে সেখানে জবাই করা হচ্ছে। সেই মৃত ও জীবিত অলীদের জন্য এমন ক্ষমতা ও শক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়- যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। নিঃসন্দে এইগুলি সবই বড় শির্ক এর অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বিপুল জনগোষ্ঠি এই সমস্ত বড় শির্কে লিপ্ত থেকে দাবী করছে তারা মু'মিন। এই ধরণের দাবীদার মু'মিনদের সম্পর্কে ক্বুরআন- পাকে আল্লাহ বলেছেনঃ -

وما يؤمن أكثرهم با لله إلاوهم مشركون،، سورة يوسف- ١٠٦

তারা অধিকাংশ মু'মিন নয়, বরং তারা মুশরিকই রয়ে-গেছে। এই ধরণের বড় শির্ক থেকে তাওবাহ্ না করলে হজ্জ্ব কেন, কোন এবাদতই আল্লাহর নিকট ছহীহ্ বা কবুল হবেনা।

আল্লাহ্ তাআ'লা নাবীগণের উদ্দেশ্যে শির্কের ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেনঃ

ولقدأوحى إليك وإلىالذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدوكن من الشـاكرين ،،
سورة الزمـر- ٦٦/٦٥

আর নিশ্চয় তোমার নিকট ও তোমার পূর্ববর্তী নবীদের নিকট অহী নাযিল করা হয়েছে যে, যদি শরীক কর (আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে) অবশ্যই তোমার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। অতএব শুধুমাত্র আল্লাহরই এবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হও। (যুমার -৬৫, ৬৬)

অন্যত্র বলেছেনঃ

ولوأشركوالحبط عنهم ماكانويعملون،، الأ نعام.-٨٨

আর যদি তাঁরাও অর্থাৎ নবীগণও শরীক করতেন তাহলে তাঁদেরও সকল আমল ধ্বংস হয়ে যেত।(সূরা আন্‌আম-৮৮)

কুফুরী, মুনাফেকী থেকেও তাওবাহ না করলে যাই আমল করা হবে বাত্বিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেনঃ

ماكان للمشركين أن يعمروامساجدالله شاهدين على أنفسهم
بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون،،سورة التوبة - ١٧

মুশরিকদের জন্য আদৌ উচিত নয় বা শোভা পায়না, মসজিদ বানানো এমতঅবস্থায় যে, (কার্যকলাপের মাধ্যমে) নিজেরাই নিজেদের কাফির হওয়ার সাক্ষ্য দেয়, এরাতো তারাই যাদের আমল সমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তারা জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা। (সূরা তাওবাহ - ১৭)

এমনিভাবে সূরা তাওবাহর ৫৩ ও ৫৪ আয়াতেও বলা হয়েছে। সূরা হুদের ১৫ ও ১৬ আয়াতেও বলা হয়েছে।

ছোট শির্ক সমূহ থেকেও বিরত থাকতে হবেঃ

ছোট শির্ক দুই প্রকার, (১) গোপন (২) বাহ্যিক।

১। গোপন শির্ক হলো এই যে, নির্দিষ্ট ফরয-সুন্নাত এবাদত করতে যেয়ে নিয়তের ভিতর গোলমাল বা ত্রুটি করে ফেলা। ঐ সকল এবাদতের মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি

কামনার স্থলে সুনাম অর্জন, শ্রুতি অর্জন বা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে কোন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য কিংবা লজ্জা ঢাঁকার জন্য এবাদত করা এগুলি সবই শির্কে আছগার বা ছোট শির্ক। কিন্তু কোন কোন ও কারো কারো ক্ষেত্রে এগুলি বড় শির্কেও পরিণত হতে পারে।

কোন আমল বা এবাদতে এই শির্ক বিজড়িত হলে ঐ আমল ও এবাদত আর পুণ্যের কাজ হয়ে থাকেনা। বরং উহা শির্কের মত জঘণ্যতম পাপে রূপান্তরিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুদসী হাদীছে বলেছেনঃ

من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه،، رواه مسلم.

যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবে আমি তাকে ও তার শির্ককে পরিত্যাগ করবো। (মুসলিম)

লক্ষণীয় হাদীছের শেষে যেই আমলের ভিতর শরীক করা হয় সেই আমলকে শির্ক বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য হাদীছে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلىيرائـى فقدأشـرك ومن صام يرائى فقد أشرك ومن تصدق يرائى فقد أشرك،،

(رواه أحمد.)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ছলাত আদায় করে সে (ছলাত নয়) শির্ক করে, যে দেখানোর জন্য রোযা রাখে সে শির্ক করে, যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য ছদাকাহ্ করে সে শির্ক করে। হাদীছটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন।

এই ধরণের ছোট শির্ক থেকে রক্ষা পাওয়া বিরাট সুকঠিন ব্যাপার, যার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবাদের লক্ষ করে বলেছিলেনঃ

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: وما الشـرك الا صغر؟ قال: الرياء،، رواه أحمد والطبرانى .

তোমাদের উপর সবচাইতে যে পাপটিকে ভয়করি সেটা হলো ছোট শির্ক, জিজ্ঞাসা করা হলো উহা কি? আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বললেন রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন আমল করা। হাদীছটি আহমদ ও ত্ববরাণী বর্ণান করেছেন।

এই শির্ক থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে দুআ করতেন এবং এর মাধ্যমে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন।

اللهم إنى أعوذبك أن أشرك بك وأناأعلم واستغفرك لما لاأعلم،،
(رواه ابن حبان.)

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জেনে-শুনে শির্ক করা থেকে এবং তোমার নিকট ক্ষমা চাই ঐ সব শির্ক থেকে যা জানিনা। (উবনু হিব্বান)

হজ্জ্ব পালনের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেনঃ

اللهم حجةًلارياء فيها ولاسمعة،، رواه البيهقي والضياء وهو صحيح .

হে আল্লাহ আমাদেরকে সেই হজ্জ্ব করার তাওফীক দান কর, যার ভিতর কোন প্রকার রিয়া (লোক দেখানোর) বা সুম্আহ (লোককে শুনানোর ইচ্ছা) না থাকে।

এই আলোচনায় আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম যে, যারা হাজী বা আল-হাজ্জ উপাধি অর্জন করার জন্য কিংবা লোকের নিকট এই উপাধি দ্বারা ভালোর প্রতীক হওয়ার বা আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হজ্জ্ব করে তাদের হজ্জ্ব হয়না বরং তাদের অর্থ ও শ্রম সবই ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়। আল্লাহ আমাদের বিশুদ্ধ ও খাঁটি হজ্জ্ব করার তাওফীক দান করুন।

২। বাহ্যিক ছোট শির্কঃ- আর তা কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমেই হতে পারে, কথা যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামের দ্বারা শপথ করা। যথা পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, কোন সম্মানিত বস্তু ও স্থান ইত্যাদির শপথ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ

من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ،، رواه أحمد وأبوداود .
যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর শপথ করে সে কুফরী বা শির্ক করে। হাদীছটি আহ্মদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

এমনিভাবে একথাও ছোট শির্কের অন্তর্ভূক্ত- আল্লাহ ও আপনি যদি চান তাহলে আমার একাজ হয়ে যাবে। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে উদ্দেশ্য করে একব্যক্তি বলেছিল

ماشاءالله وشئت فقال: أجعلتنيلله ندا قل ماشاءالله وحده، رواه النسائى

আল্লাহ ও আপনি যা চাইবেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বললেনঃ তুমি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে, বরং তুমি বল একমাত্র আল্লাহ যা চাইবে। অবশ্য অন্য হাদীছে এই ধরণের কথা বাক-ভঙ্গির কিছু পরিবর্তন করে বলার বৈধতা এসেছে, তা হচ্ছে' و এর পরিবর্তে- ثم -ব্যবহার করে। অর্থাৎ আল্লাহ অতঃপর আপনি চাইলে। আবু দাউদ এই মর্মে ছহীহ সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

কাজের মাধ্যমে এই ধরণের শির্ক চর্চা করা যায়- যেমন বিপদ ও রোগ মুক্তির জন্য, তাবিজ-কবজ, লোহা ও তামার আংটি বা চুরি ধারণ করা, তাগা বা সুতা ব্যবহার করা, এগুলো সবই শির্কের অন্তর্ভূক্ত। মানুষতো দুরের কথা পশু-তে ব্যবহার করলেও শির্ক হবে। রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) বলেছেনঃ

ان الرقى والتمائم والتولة شرك ،، رواه أحمد أابوداود.

ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ ও তিওলাহ (স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য ক্রিয়া বিশেষ)শির্ক। হাদীছটি আহ্মদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

কুরআন হাদীছের দুআ, আল্লাহর নাম ও গুনাবলী এবং তাওহিদী যে কোন ভাল কথা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করার বৈধতা অন্যান্য হাদীছে পাওয়া যায় [১]। সুতরাং এই হাদীছে যেই

---

[১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আমার নিকট তোমাদের ঝাড়ফঁকের শব্দগুলি পেশ কর, ঝাড়-ফঁকে কোন দোষ নেই যে পর্যন্ত উহা শির্ক না হয়। (মুসলিম ও আবু দাউদ)

ঝাড়-ফুঁককে শির্ক বলা হয়েছে তা উল্লেখিত ঝাড়-ফুঁক ব্যতীরেকে শেরেকী ও বিদ্আদী বাজে কথা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক বুঝানো হয়েছে।

এমনি ভাবে রোগ বা বিপদ মুক্তির জন্য তামার চুড়ি বা আংটি ব্যবহার করা শির্ক। এই মর্মে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইমাম আহ্মদ, ইব্নু মাজাহ্, ইব্নু হিব্বান, হাকিম ও মুন-যিরী। (তায়সীরুল আযীযুল হামীদ ১৫৬ পৃঃ)

এমনি ভাবে রোগ মুক্তি বা বিপদ মুক্তির জন্য তাগা ও সুতা ব্যবহার করাও শির্ক। চাই উহা মানুষের শরীরে ব্যবহার করা হোক, চাই কোন পশুর শরীরে। হাদীছটি বুখারী মুসলিম বর্ণনা করেছেন। (তায়সীর ১৬২ পৃঃ)

উপরোক্ত কাজ গুলি লোক বিশেষে ও বিশ্বাস বিশেষে বড় শির্ক ও ছোট শির্ক উভয়টাই হতে পারে।

হজ্জ্ব কবুল করাতে হলে উপরোক্ত সকল পাপ পরি-ত্যাগ করে উহা থেকে তাওবাহ করতে হবে।

দুইঃ ফরয নামায সহ অন্যান্য ফরয এবাদত ঠিকমত আদায় করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ

بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة،، رواه مسلم.

মুসলিম ব্যক্তি ও কাফির মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হলো ছলাত পরিত্যাগ করা। (মুসলিম)

অন্য হাদীছে এসেছেঃ -

العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر،،

(رواه أحمد وأصحاب السنن.)

আমাদের মাঝে ও তাদের (কাফির মুশরিকদের) মাঝে অঙ্গীকার হলো ছলাত, যে উহা পরিত্যাগ করবে সে কাফির হয়ে যাবে। হাদীছটি আহ্মদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্নু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন।

যাকাত সম্পর্কে কুরআনে এসেছেঃ -

" وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة " سورة فصلت-٦-٧

অর্থঃ মুশরিকদের জন্য ধ্বংস যারা যাকাত আদায় করেনা। (সূরাহ ফুছ্ ছিলাত- ৭০৬

তিনঃ হজ্জ্ব সহ সকল এবাদত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর প্রদর্শিত নিয়ম অনুযায়ী বিশুদ্ধ হতে হবেঃ অর্থাৎ- তিনি যেই আমল, যেই নিয়মে পালন বা আদায় করেছেন ঠিক তার অনুসরণ করে ঐ'নিয়মে আদায় করতে হবে। অন্যথায় উহা বিদ্আত বা বাত্বিল বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ্ বলেনঃ -

" يا أيهاالذين أمنوا أطيعوالله وأطيعواالرسول ولاتبطلواأعما لكم " محمد - ٣٣

হে মু'মিনগণ তোমরা আল্লাহর (বিধি-বিধানের) অনুসরণ কর, এবং অনুসরণ কর তাঁর রাসূলের, আর আমলগুলিকে বাত্বিল করোনা। সূরা মুহাম্মাদ - ৩৩

এই আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সিরগণ ৪টি আমল নষ্ট-কারী পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে বিষয়ের সাথে অধিক সামঞ্জস্য পূর্ণ তাফসীর এই -

قال مقاتل: يقول الله تعالى؛ إذاعصيتم الرسول فقدأبطلتم أعمالكم ،، تفسير القرطبى - ١٦/ ٣٥٥

মুক্বাতিল বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলেছেন- যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর বিরুদ্ধাচারণ ও নাফারমানী করবে- (যা অনুসরণের বিপরীত) তখনি আমল সমূহ বাত্বিল করে দিবে। তাফসীরুল ক্বুরত্বুবী- ১৬/৩৫৫ পৃঃ তবারীতেও পূর্বানুরূপ বা তারচেয়ে আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

يقول الله تعالى ذكره يا أيهاالذين أمنوا بالله ورسوله أطيعو الله وأطيعوالرسول فى أمرهما ونهيهماولا تبطلوا أعمالكم بمعصيتكم إياهما ...... ،، ٢٦/ ٣٩مج ١١

আল্লাহ বলেন হে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল(ছাঃ) এর প্রতি

বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুসরণ কর তাঁদের আদেশ ও নিষেধে। খবরদার তাঁদের নাফরমানী তথা বিরুদ্ধাচারণ করে তোমাদের আমলগুলি ধ্বংস করে দিওনা। -১১ (২৬) ৩৯ পৃঃ

অনুসরণ অর্থ হলো কথায়-কাজে অনুসরণীয়র সহিত মিল দেওয়া, মিল না পড়লে উহাকে অনুসরণ বলা যাবেনা বরং তাকে বিরুদ্ধচারণ বা নাফরমানী বলা হবে। আল্লাহ্ ও রাসূলের (ছাঃ) ক্ষেত্রে এমন আচরণ এবাদত ও আমল ধ্বংসকারী পাপ- যেমনটি উপরোক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল। সূরা হুজ্‌রাতের প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বর আয়াতেরও মর্ম তাই।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেছেনঃ -

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد، وفى رواية من أحدث فى أمرنا هذاما ليس منه فهورد،، متفق عليه..

যে ব্যক্তি কোন আমল করল যা করার ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই উহা পরিত্যাজ্য। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের ভিতর (দ্বীনের কাজ বা হাসানাহ্ নামে) নতুন কিছু আবিস্কার করবে যা উহার অন্তর্ভূক্ত নয়, উহা প্রত্যাখ্যিত। (বুখারী ও মুসলিম)

এই জন্য হজ্জ্ব পালন করার সময় রাসূলুল্লাহ্(ছাঃ) তাঁর অনুসরণে হজ্জ্ব করার প্রতি তাকিদ দিয়ে সকলকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন- ,,خذواعنى مناسككم،، رواه مسلم -তোমরা তোমাদের হজ্জ্বের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন আমার থেকে গ্রহণ কর। (মুসলিম শরীফ)

এই সুযোগে একটি কথা বলে রাখা ভাল, আর তাহচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) এর অনুসরণের দুটি দিক রয়েছে, একটি ইতিবাচক ও অপরটি নেতিবাচক।

ইতিবাচক অর্থঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) এবং আনুসাঙ্গিক ভাবে তাঁর ছাহাবাগণ যা করেছেন, বলেছেন ও সমর্থন করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) সহিত খাছ প্রমাণিত বিষয় গুলি ব্যতীত

আমরাও ঐগুলি করবো, বলবো ও সমর্থন করবো। আর এই অনুসরণের রূপরেখা হল এই যে, কোনরূপ কম ও বেশী না করে যেই কারণে যেই ভাবে, যখন, যেই স্থানে যেই সংখ্যায়, যেই জাতীয় এবাদত বা আমল করতেন ও দুআ-কালাম পড়তেন আমরাও তাই করবো। উপরোক্ত দিকগুলির কোন একটি দিক থেকে অসতর্ক হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর অনুসরণ ক্ষুন্ন হবে। আর যখনই কোন এবাদত বা আমলে উপরোক্ত দিকগুলির একটিও বাদ পড়বে উহা এবাদত ও আমল না থেকে বিদ্আতে রূপান্তরিত হবে। যদিও তা নামায, রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত, ছদাকাহ্, দুআ, যিকির ইত্যাদি হোকনা কেন। উল্লেখ্য এই ধরণের অনুসরণের আওতায় যা পাওয়া যাবে উহাই খাঁটি দ্বীন।

নেতিবাচক অনুসরণের অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং আনুসঙ্গিক ভাবে তাঁর ছাহাবাগণ যা করেননি, বলেননি ও সমর্থন করেননি তাঁদের অনুসরণ করে ঐ সকল বিষয়ের ধারে কাছে না যাওয়া। এই অনুসরণের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ছয়টি দিক বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

অনুসরণের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখলেও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আমাদের দেশে অধিকাংশ আলিমগণ একেবারে অজ্ঞান থাকার ফলশ্রুতিতে আজ মুসলিম সমাজে বিদ্আতের ছড়াছড়ি দেখা যায়।

এ সম্পর্কে আরো জানতে হলে আমার ‘‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ব্যাখ্যা’’ নামক পুস্তকটি সংগ্রহ করুন।

চারঃ ইসলাম বিনষ্ট ও ধ্বংসকারী পাপগুলি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। নামায, ওযু, রোযা ও বিবাহ ভঙ্গের যেমন ব্যাতিক্রম ধর্মি নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে, তেমনি ইসলাম ভঙ্গেরও কারণ রয়েছে। যে কোন বিষয়ের অস্তিত্ব লাভের যেমন উপায় ও কারণ থাকে তেমনি তার বিলুপ্ত হওয়ারও কারণ থাকে।

ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলিকে পাপ বলে আখ্যা দেয়াই যুক্তিসংগত। আমরা যদি কুরআন ও হাদীছ তন্য তন্য করে তালাশ করি তবে এই ধরণের ১০ (দশটি) পাপের অনুসন্ধান মেলে।

نـواقـض الإسـلام العشـرة
ইসলাম ভঙ্গের পাপগুলি নিম্নরূপ

১। আল্লাহর প্রভুত্ব, দাসত্ব এবং নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে অন্য কিছুকে শরীক মনে করা।
২। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মাধ্যম-রূপে খাড়করে আল্লাহর সান্যিধ্য লাভের জন্য তার এবাদত করা।
৩। কাফির ও মুশরিকদেরকে কাফির মনে না করা কিংবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করা। তাদের ধর্মকে সঠিক বলা তাদেরকে কাফির মনে না করারই শামিল।
৪। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর হিদায়াত ও নির্দেশনা অপেক্ষা অন্যের নির্দেশনা পরিপূর্ণ বা তাঁর ফয়সালা ও বিধান অপেক্ষা অন্যের বিধান উৎকৃষ্ট বলে বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহ দ্রোহীদের শাসনকে উত্তম মনে করা।
৫। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত ও সমর্থিত কোন বস্তুকে ঘৃণা করা, এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ফরয-নফলের কোন ভেদাভেদ নেই।
৬। ইসলামের কোন বিষয়কে নিয়ে বিদ্রূপ বা ঠাট্টা করা।
৭। যাদু-টোনা চর্চা করা বা তার আশ্রয় গ্রহণ করা।
৮। মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির মুশরিকদের সাহায্য সহযোগিতা করা।
৯। এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, কোন ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর শরীয়তের বহির্ভূত জীবন যাপন সিদ্ধ, যেমনটি

ষিদ্ধ ছিল হযরত খিযিরের জন্য মুসার শরীয়তের বহির্ভূত থাকা।

১০। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া। আর তার পরিচয় হলো উহা সম্পর্কে না জানা এবং উহা অনুযায়ী আমল না করা। এইগুলির দলীল প্রমাণ সহ বিস্তারিত আলোচনা দেখুন পূর্বোল্লেখিত পুস্তকে।

পাঁচঃ হজ্জ্ব সহ সকল প্রকার এবাদত ছহীহ ও গ্রহণীয় হওয়ার জন্য শর্ত হলোঃ সর্বক্ষেত্রে হালাল সম্পদ ব্যবহার করতে হবে। খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ সবই হালাল মালের হতে হবে। ব্যবসায় ঠকানো, চুরি-ডাকাতি, আত্বসাৎ সুধ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, যুলুম-শোষণ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের দ্বারা হজ্জ্ব করা হলে উহা ছহীহ্ ও গৃহীত হবেনা। শুধু হজ্জ্বই নয় কোন এবাদতই কবুল হবে না। এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর হাদীছ পড়ুন ঃ -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لايقبل إلا طيبا وإن الله أمرالمؤمنين بما أمربه المرسلين فقال: ياأيهاالرسيل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، (سورة المؤمن-٥١) وقال: ياأيهاالذين أمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم، (سورة البقره-١٧٢) ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبريمد يديه إلى السماء،، يارب يارب،، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ ، (رواه مسلم والترمذى.)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বলেন আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কিছু পছন্দ করেন না, আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন যেই নির্দেশ রাসূলগণকে দিয়েছেন- তিনি বলেছেন রাসূলগণ তোমরা পবিত্রখাদ্য ভক্ষণ কর এবং সৎ আমল কর, নিশ্চয় তোমরা যা আমল কর তার সম্পর্কে

আমি অতি জ্ঞানবান [সূরাহ্ মু'মিনূন-৫১}
আরো বলেছেন হে মু'মিনগণ তোমরা আমার প্রদত্ত পবিত্র রিযিক ভক্ষণ কর [সূরাহ্ বাক্বারাহ্ -১৭২]

অতঃপর এমন ব্যক্তির (উদাহারণ) উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি (হজ্জ্ব, উমরাহ পালনের লক্ষ্যে সফর করে) বিক্ষিপ্ত কেশে ধুলা মিশ্রিত অবস্থায় আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি বলে দুআ করে, অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারা প্রতিপালিত; কি করে এমতাবস্থায় এই লোকের দুআ' গৃহীত হতে পারে? হাদীছটি মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

এই মর্মে ইমাম ত্ববারানী আবুহুরাইরাহ থেকে আরো একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেনঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاخرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله فىالغرزفنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه منادمن السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور غيرمأزور، وإذاخرج الرجل با لنفقة الخبيثة فوضع رجله فى الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لالبيك ولاسعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غيرمبرور،،
(رواه الطبرانى.)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যখন কোন ব্যক্তি পবিত্র খরচ নিয়ে হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং বাহণের পাদনিতে পাঁ রেখে আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক (উপস্থিত হয়েছি হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত হয়েছি) বলে আহবান করে আসমান থেকে এক আহব্বানকারী এই বলে সাড়া দেয় লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়ক তোমার উপস্থিতি গৃহীত, তোমার উপস্থিতি কল্যাণ জনক, তোমার পাথেয় হালাল, তোমার বাহণ হালাল, তোমার হজ্জ্ব পুণ্যের হক্বদার, পাপের নয়। আর যখন কোন ব্যক্তি অপবিত্র খরচ নিয়ে হজ্জ্বের উদ্দেশ্যে

বের হয় এবং বাহণের পাদনিতে পাঁ রেখে ''লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক'' বলে আহবান করে, আসমান থেকে এক আহবানকারী তার সাড়া দেয় এই বলে ''লা-লাব্বায়কা ওয়া লা সা'দায়ক'' (তোমার উপস্থিতি অগ্রাহ্য, তোমার উপস্থিতি কল্যাণজনক নয়) তোমার পাথেয় হারাম, তোমার খরচ হারাম, তোমার হজ্জ্ব পুণ্য লাভের উপযোগী নয়।

দ্বিতীয়-{ثانيا}ঃএমন শর্ত, যা পুরণ না করলে এবাদত বা আমল গ্রহণীয়, কিন্তু উহার কার্যকরী বা বাস্তবায়ন স্থগিত রাখা হয়। আর তা হচ্ছে ঋণ।তাই হজ্জ্বে গমনিচ্ছু ব্যক্তির জন্য বাড়ী থেকে বের হওয়ার পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করে দেয়া বাঞ্চনীয়। সুযোগ না পেলে ও মাল থাকলে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে পরিশোধের দায়িত্ব দিয়ে যাবে, এবং ঋণ দাতার সাথেও বুঝা-পড়া করে নিবে। যদি হজ্জ্বের জন্য সম্পদ খরচ করে ফেললে ঋণ পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব মনে হয় তবে সেই ব্যক্তির জন্য হজ্জ্ব ফরয নয় এবং এমতাবস্থায় তার হজ্জ্বে যাওয়াও উচিত নয়। ঋণ এমনই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, এর জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেও উহা মাফ হয়না। হাদীছে এসেছে শহীদ ব্যক্তির শরীরথেকে প্রথম ফোটা রক্ত নির্গত হওয়ার সাথে সাথে তার জীবনের সমস্ত পাপ মোচন হয়ে যায়(আহ্মাদ, তিরমিযী ও ইব্নু মাজাহ্)। কিন্তু ঋণ মোচন হয়না।

রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেনঃ

يغفر الله للشهيدكل شـئ إلاالدين، وفـى روايـة: القتـل فىسـبيل اللـه يكفر كل شئ إلاالدين ،، (رواه مسلم)

আল্লাহ শহীদ ব্যক্তির সমস্ত পাপরাশি মোচন করে দেন শুধু মাত্র ঋণ ছাড়া, অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেয় শুধুমাত্র ঋণ ছাড়া। (মুসলিম)

একটি হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি মনে করেন যদি আমি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই তাহলে আমার পাপ সমূহ মোচন করা হবে?

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأنت صابرمحتسب مقبل غير مدبرإلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك،، (رواه مسلم)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন হাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, পুণ্যাকাংখী, অগ্রগামী হও, পিছপাঁ না হও, কিন্তু ঋণ ব্যতীত, কারন জিব্রীল আলাইহিস্ সালাম একথা বলে গেলেন। (মুসলিম)

তৃতীয় {**ثالثا**}ঃ- এমন শর্ত যা পুরণ না করলে এবাদত ও আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে বাধা বা অন্তরায় নয়, কিন্তু পূরণ না করার কারণে গৃহীত আমল ও এবাদত বিয়োগ বা ঘাটতি হতে হতে অবশিষ্ট নাও থাকতে পারে। আর তা হচ্ছে এই যে, কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়ে থাকলে, তার হক্ক নষ্ট করে থাকলে, তার উপর কোন যুলুম অত্যাচার করে থাকলে, তাকে অপমান করে থাকলে, যে কোন মূল্যে তাকে রাযী-খুশী করে তার দাবীদাবা থেকে মুক্ত হতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ

من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أومن شئ فليتحلله منه اليوم قبل أن لايكون ديناروالادرهم إن كان له عمل صالح أخذمنه بقدرمظلمته وإن لم يكن حسنات أخذمن سيئات صاحبه فحمل عليه،، (رواه البخارى)

কারো উপর যদি তার ভাই কর্তৃক ইয্যত বা অন্য কোন ব্যাপারে অত্যাচারের অভিযোগ থাকে তবে সে যেন আজই তার নিকট থেকে মুক্ত হয়ে যায় সেই দিনের পূর্বে যে দিন

দীনার দিরহাম (পয়সা কড়ি) কিছুই থাকবে না। তার কোন সৎ আমল থাকলে অত্যাচারের পরিমান হিসাবে সেই আমল থেকে নেয়া হবে। আর যদি সৎ আমল না থাকে তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর পাপরাশি উঠিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। (বুখারী)

অন্য হাদীছে এসেছেঃ

إن رسول الله قال:أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينامن لادرهم لـه ولامتاع، فقال: إن المفلس من أمتى من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقدشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاوسفك دم هذاوضرب هذافيعطى هذامن حسنا ته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذمن خطا ياهم فطرحت عليه ثم طرح فىالنار،، رواه مسلم.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছাহাবাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান দরিদ্র কে? তাঁরা বললেন আমাদের মাঝে তো দরিদ্র সেই যার দিরহাম (টাকা-পয়সা) নেই, কোন সম্পদ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন- আমার উম্মতের ভিতর ঐ ব্যক্তি দরিদ্র যে, কেয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের মত আমল নিয়ে আসবে কিন্তু আসবে এমতাবস্থায় যে, (দুনিয়াতে) কাকে গালি দিয়েছে, কাকে অপবাদ দিয়েছে, কার মাল অন্যায় ভাবে খেয়েছে, কার রক্তপাত করেছে, কাকে প্রহার করেছে, অতঃপর তার নেকী সমূহ থেকে একে দেয়া হবে, ওকে দেয়া হবে। যদি সকলকে পরিশোধ করার পূর্বে তার নেকী শেষ হয়ে যায়, তবে অবশিষ্ট অভিযোগকারীদের পাপগুলি নিয়ে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সেই পাপের মাধ্যমে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

হজ্জ্ব সফর শুরু

উপরোক্ত পাপ সমূহ থেকে তাওবাহ করে সকলের প্রাপ্য অধিকার ও দাবী-দাবা পূরণ করে, পরিবারের সদস্য ও

আত্নীয় স্বজনদের জরুরী উপদেশ ও অছিয়ত করে তাদের থেকে বিদায় নিয়ে হজ্জ্ব যাত্রা আরম্ভ করবে।অছিয়ত প্রাপ্য ও দ্বীনী ব্যাপারে তথা তাক্ওয়া ও দ্বীনদারীর উপর করার উপর অধিক গুরুত্ব দিবে। ভাল সঙ্গি-সাথি নির্বাচনের চেষ্টা করবে, হজ্জ্বের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র সঙ্গে নিয়ে যাবে।

সফরের দুআ - دعاء السفر

পরিবার-পরিজন ও আত্নীয়-স্বজন থেকে বিদায় নেয়ার সময় বলবে- استودعكم الله الذى لاتضيع ودائعه، رواه أحمد- তোমাদেরকে সেই আল্লাহর নিকট আমানত রেখে যাচ্ছি, যার আমানত নষ্ট হবার নয়। (মুসনাদ আহ্মাদ)

আর আত্নীয়-স্বজনরাও বলবে-

استودعك الله دينك وأمانتك وخوائيم عملك، رواه الترمذى

আমরাও তোমাকে, তোমার দ্বীনকে, তোমার আমানতকে, তোমার সমাপ্তকর আমল সমূহকে আল্লাহর যিম্মায় দিয়ে দিলাম। (তিরমিযী)

আতঃপর পরিবার পরিজনের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বিস্‌মিল্লাহ বলে বাহণে আরহণ করে তিনবার আল্লাহু আরবার বলার পর নিম্নের দুআটি পড়বে-

سبحان الذى سخرلناهذاوما كناله مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك فى سفرناهذالبروالتقوىو من العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذاواطوعنابعده اللهم أنت **الصاحب** فىالسفر والخليفة فى الأهل، اللهم إنى أعوذبك من وعثاء السفروكآ بة المنظر وسواء المنقلب فى المال والأهل والولد ،، رواه مسلم.

সেই যাত বড় পাক-পবিত্র যিনি ইহাকে(বাহ্ণকে) আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, আমরা কস্মিন কালেও উহাকে অনুগত করতে পারতাম না। আর নিশ্চই আমরা তারই নিকট প্রত্যাবর্তণশীল।

হে আল্লাহ আমরা এই সফরে সততা ও পরহেযগারী চাই

এবং এমন আমলের তাওফীক্ব্ চাই যাতে তুমি রাযী হও, হে আল্লাহ তুমি আমাদের এই সফরকে সহজ করে দাও, আমাদের থেকে দূরত্বকে গুটিয়ে নাও, হে আল্লাহ তুমি-ই সফরের (নির্ভর যোগ্য) সঙ্গী এবং তুমিই পরিবারের খলীফাহ (উত্তম স্থলাভিসিক্ত)। হে আল্লাহ তোমার নিকট সফরের কাঠিন্য থেকে ও চিন্তাযুক্তকারী দৃশ্য দর্শন থেকে এবং ফিরে এসে মাল, পরিবার ও সন্তারদের ব্যাপারে অমঙ্গলজনক কিছু দেখা থেকে পানাহ চাই। (মুসলিম)

آداب السفـر فى الحـج

হজ্জ্ব সফরের আদব কায়দাহ

সফরে বের হওয়ার পূর্বে সৎসঙ্গী নির্বাচন করে নিবে। সফরে শুধু মাত্র আল্লাহর স্তুষ্টি কামনা করবে। ফরয এবাদত সমূহ ঠিকমত আদায় করবে। সৎ ব্যবহার প্রদর্শন করবে। মিথ্যাচার, গীবৎ-গিল্লা, পরনিন্দা, ধোকাবাজি, সঠতা, গাদ্দারী, ঝগড়া-ফাসাদ, অতিরিক্ত ঠাট্রা-মশকারী, অনর্থক কথাবার্তা ও কার্যকলাপ করবেনা।

সর্বদা মানুষকে সহযোগিতা করার খিয়াল রাখবে। কখনো কাউকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করবেনা। যথাসাধ্য সর্বদা আল্লাহর যিকিরে, কুরআন তেলাওয়াতে, ও দুআয় নিজেকে মশগুল রাখার চেষ্টা করবে। সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করার চেষ্টা করবে। বিপদ-আপদে যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করবে। স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ জ্ঞান অনুযায়ী করো কোন ক্ষেত্রে ভুল দেখলে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে তার ভুল শুধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। মহিলাদেরকে পর্দার ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হজ্জ্ব সফরের প্রথম থেকে হজ্জের শেষ পর্যন্ত ধৈর্যের মহা পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করবে।

المـــــواقيـت

ইহরাম বাঁধার মীক্বাত সমূহ

হজ্জ্ব উমরার প্রথম কাজ হলো ইহরাম বাঁধা। আর এই ইহরাম বাঁধার জন্য প্রত্যেক দেশের ও অঞ্চলের লোকের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা বা স্থান রয়েছে ঐগুলিকে মীক্বাত বলা হয়। মীক্বাত মোট পাঁচটি, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে নির্ধারণ করে গেছেনঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: وقت رسول اللـه صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذاالحليفة ولأهل الشـام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهـن لهـن ولمـن أتـى عليهـن من غيرأهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهـن فمهلـه من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها،، متفـق عليـه .

হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ছাঃ (ইহরাম বাঁধার জন্য)।(১)মদীনাবাসীর জায়গা নির্ধারণ করেছেন যুল হুলাইফাকে। (২)শাম, অর্থাৎ সিরিয়া বাসীর জন্য জুহ্‌ফাহ। (৩) নাজ্‌দ বাসীর জন্য কার্নুল মানা-যিল। (৪) ইয়ামান বাসীর জন্য ইয়ালাম্‌লাম্। এই মীক্বাত-গুলি উল্লিখিত অধিবাসীর জন্য এবং তাদের জন্য যারা তাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে- হজ্জ্ব ও উমরার ইচ্ছা পোষণ করে। আর যারা এই মীক্বাতের অন্তর্গত এলাকায় রয়েছে তাদের মীক্বাত হলো তাদের পরিবার অর্থাৎ তাদের নিজের বাড়ী। এমনিভাবে মক্কা বাসী মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। (বুখারী মুসলিম)

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلـى اللـه عليـه وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق ،، رواه أبوداود والنسا ئى .

হযরত আয়েশাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) (৫)ইরাক বাসীর জন্য যাতুইর্ক্বকে নির্ধারণ করেছেন। আবু দাউদ ও নাসাঈ।

تعريف موجز للمواقيت المذكورة

মীক্বাত গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। যুল হুলাইফাহঃ ইহা মদীনাবাসী এবং যারা মদীনা দিয়ে অতিক্রম করতে চায় তাদের জন্য ইহরাম বাঁধার স্থান। সাধারণ ও মুর্খ সমাজ উহাকে বি'র বা আবইয়ার আলীও বলে থাকে [১]। মদীনা শহর থেকে ৬ কিংবা ৭মাইল দুরে অবস্থিত। মক্কা শহর থেকে অন্যান্য মীক্বাতের তুলনায় এ মীক্বাতটিই সর্বাধিক দুরে অবস্থিত। ইহার মাঝে ও মক্কার মাঝে ৪২০ কিলো মিটারের ব্যবধান।

২। জুহফাহঃ ইহা শাম- তথা সিরিয়াবাসী ও যারা এ পথ দিয়ে গমন করবে তাদের ইহরাম বাঁধার স্থান। উহা একটি পুরানো জনপদ। আজ উহা অব্যবহৃত ওঅচল হয়ে পড়ায় উহার বরাবর রাবেগ নামক স্থান থেকে হাজীগণ ইহরাম বেঁধে থাকেন। মক্কা থেকে উহা ১৮৬ কিলো মিটার দুরে অবস্থিত। সৌদী আরবের উত্তর উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীগণও এখানে ইহরাম বাঁধেন। ইহাই আফ্রিকা মহাদেশ, লেবানন, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান।

৩। ক্বারনুল মানাযিলঃ ইহা সৌদী আরবের নাজ্দ্ তথা পূর্বাঞ্চলবাসী ও পূর্বদিক থেকে আগমনকারী আরব উপসাগরীয় অঞ্চলবাসীদের মীক্বাত। আজ-কাল সাইলুল কাবীর নামেও পরিচিত। মক্কা থেকে উহার দুরত্ব ৭৮ কিলোমিটার।

[১] বি'র শব্দের অর্থ কুপ, সেখানে একটি কুপ ছিল, মুর্খ সমাজে প্রসিদ্ধ যে, হযরত আলী এই কুপে কিছু জিনের সহিত যুদ্ধ করেছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে একটি অলীক গপ্প যার কোন সত্যতা নেই।

কার্ণুল মানাযিলের অন্তর্গত আরো একটি জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধা হয়; উহার নাম ওয়াদী মুহ্‌রিম। উহা ত্বায়েফের হুদা শহরের রাস্তায় অবস্থিত।

৪। ইয়ালাম্‌লামঃ ইহা সৌদী আরবের তিহামা প্রদেশে অবস্থিত একটি পাহাড় কিংবা একটি বিস্তৃত ময়দানের নাম। বর্তমান সা'দিয়াহ্ নামেও পরিচিত। ইহা মক্কা থেকে ১২০ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত। ইহা ইয়ামানবাসী এবং পূর্বে অবস্থিত দেশ সমূহের অধিবাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান। ভারত বর্ষের অধিবাসীদেরকে এখান থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হয়।

৫। যাতুইর্ক্বঃ ইহাও মক্কার পূর্বে ১০০ কিলোমিটার দুরে অবস্থিত। রাস্তার ব্যবস্থা না থাকায় অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। ক্বার্ণুল মানাযিলের বরাবর অবস্থিত থাকায় উহার পরিবর্তে সাইলুল কাবীর কিংবা উহার বরাবর অন্য কোন স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধলেই চলবে।

যদি কারো রাস্তা এই মীক্বাত গুলির ডান কিংবা বাম দিকে অবস্থিত থাকে। কিংবা যারা পানি জাহাজ ও উড়ো জাহাজে আসবে তারা পূর্বেই ইহ্‌রামের প্রস্তুতি নিয়ে থাকবে, মীক্বাতের বরাবর পৌঁছলে মনে মনে হজ্জ্ব উমরার নিয়ত করে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা শুরু করবে। ইহ্‌রাম বিহীন অবস্তায় মীক্বাত অতিক্রম করা জায়েয নয়।

মীক্বাতের অন্তর্গত স্থান ও অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজ নিজ গৃহ থেকেই হজ্জ্ব ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধবে। মক্কাবাসীরাও তাদের বাড়ী থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে। তবে জাম্‌হুর (অধিকাংশ) বিদ্বানের মতে মক্কাবাসী উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য হারামের বাইরে জি'রানা বা তান্‌ঈমে যাবে।

صفة الإحرام وكيفيته وأحكامه
ইহরাম বাঁধার বিবরণ ও নিয়ম

প্রত্যেক হজ্জ্ব পালনকারী বা উমরাহ্ পালনকারী যখন আপন আপন মীকাতে এসে পৌঁছবে বা তার বরাবর হবে তখন ইহরাম বেঁধে ফেলবে। হজ্জ্ব উমরাহ্ পালনকারীর জন্য ইহরাম বিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করা আদৌ জায়েয নয়। এমনকি অনেকে হজ্জ্ব উমরার উদ্দেশ্য ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্যে মক্কা গমণকারীর ক্ষেত্রেও ইহরাম বিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করা জায়েয মনে করেন না। অবশ্য একথা আমল যোগ্য নয়, বরং হজ্জ্ব উমরার উদ্দেশ্য ছাড়া মক্কা গমনকারীর ক্ষেত্রে ইহরাম বাধ্য-বাধতকা নয়। তবে মক্কা গমনকারীর হজ্জ্ব উমরার উদ্দেশ্য না রাখা সুযোগের সহিত অসৎ ব্যবহার করার শামিল। কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। যদি কোন হজ্জ্ব উমরাহ্ পালনকারী ইহরাম বিহীন অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করে তবে তাকে দম (একটি পশু কুরবাণী) দিতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন -

من ترك نسكافعليه دم ،، رواه مالك فى الموطأ.

যে ব্যক্তি হজ্জ্বের একটি কাজও ছেড়ে দিবে তাকে দম দিতে হবে। হাদীছটি ইমাম মালেক তার মুওয়াত্ত্বা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

معنى الإحرام -ইহরামের অর্থ ও নিয়মঃ

ইহরাম অর্থ হজ্জ্ব কিংবা উমরাহ্ কিংবা ইভয়টা একত্রে পালন করার নিয়ত করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু আচরণ ও বিষয় হারাম জানা। আর নিয়ত অর্থ ইচ্ছা বা মনে মনে সংকল্প করা। নাওয়ায়তু আন ....বলে নিয়তের জন্য শব্দ

গঠন ও পঠন উভয়টাই সকলের ঐক্যমতে বিদ্আত। এবাদতের ক্ষেত্রে নিয়তের মর্ম হলো এই যে, সকল প্রকার ইচ্ছা, কল্পনা থেকে মনকে মুক্ত করে খাঁটি চিত্তে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমাগত এবাদত পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া।

ইহরাম বাঁধার পূর্বে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্চনীয়। নখ, গোঁফ, নাভির নীচের লোম ও বগলের নিচের লোম কাটার প্রয়োজন থাকলে তা কেটে ফেলবে। অতঃপর গোসল করে সাদা সেলাই বিহীন দুটি কাপড় পরিধান করে সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করে পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী মনে মনে হজ্জ্বের বা উমরার বা হজ্জ্ব উমরাহ্ উভয়ের সংকল্প করে তালবিয়া পাঠ শুরু করবে। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপার শুধু ইহরামের সহিত খাছ নয় বরং ইসলামের নির্দেশ সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ইহরামের পূর্বে গোসল করা সুন্নাত -

عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم فجرد لإهلاله واغتسل،، رواه الترمذى والدارمى.

হযরত খারিজাহ্ বিন্ যায়েদ বিন্ ছাবিত তার পিতা (যায়েদ বিন্ ছাবিত) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী (ছাঃ)কে ইহরামের উদ্দেশ্যে জামা-কাপড় খুলে গোসর করতে দেখেছেন। হাদীছটি তিরমিযী ও দারেমী বর্ণনা করেছেন।

واجبات الإحرام وسننه

ইহরামের ক্ষেত্রে ওয়াজিব সুন্নাত কাজগুলি

উল্লেখ্য কোন হাজী যদি কোন একটি ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেন তবে তাকে একটি দম দিতে হবে। আর দম দেয়ার সামর্থ না থাকলে ১০টি রোযা পালন করতে হবে।

কিন্তু সুন্নাত কাজ ছেড়ে দিলে দম লাগবেনা তবে সেই কাজটি পালন করার ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

واجبات الإحـــرام ثلاثـــة -প্রথমতঃ ইহরামের ওয়াজিব কাজগুলি তিনটিঃ

১। الإحرام من الميقات- মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা। দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল বাসীর জন্য মীক্বাতও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যেমনটি ইতিপূর্বে পড়ে এসেছি। অতএব যেব্যক্তি ইহরাম বিহীন অবস্থায় মীক্বাত ছেড়ে আসবে তাকে একটা দম দিতে হবে। কিন্তু যদি আবার ফেরৎ যেয়ে ইহরাম বেঁধে আসে তবে দম দিতে হবেনা। যদি ফিরে যেয়ে ইহরাম বাঁধলে হজ্জ্ব ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেখান থেকেই ইহরাম বেঁধে ফেলবে এবং একটা দম দিবে।

আর মীক্বাতের পূর্বে কেউ যদি ইহরাম বাঁধে তবে উহা সিদ্ধ হবে। তবে উত্তমের পরিপন্থী বলে গণ্য হবে এবং অন্যদিকে অতিরিক্ত ঝামেলারও সম্মুখীন হতে হবে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেনঃ

يستمتع أحدكم بحله مااستطاع، فإنه لايدرى مايعرض له فى إحرامه،، رواه البيهقى ..

মীক্বাতের পূর্বে যে কোন ব্যক্তি হালাল অবস্থায় থেকে যত দুর সম্ভব সুবিধা ভোগ করবে। কারণ সেতো জানেনা ইহ্রাম অবস্থায় কি ঘটে যায়। হাদীছটি বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন।

২। **التجرد من المخيط**-সেলাই বিশিষ্ট কাপড় থেকে মুক্ত হয়ে সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করা। আর উহা দুটি চাদর হতে হবে। যেকোন রঙ্গেরই চলবে তবে সাদা উত্তম।

একটি দেহের নীচের অংশে লুঙ্গি-পায়জামার পরিবর্তে পরিধান করবে এবং অপরটি সার্ট, গেঞ্জি ও জামার পরিবর্তে গায়ে পরিধান করবে।এই দুটি চাদর ব্যতীত পুরুষ ব্যক্তির জন্য অন্য কিছু পরিধান করা জায়েয নয়।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ

لايلبس المحرم–القميص ولا العمائم ولاالسراويل ولاالبرانس ولاالخفاف إلا احدلايجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولاتلبسوامن الثياب شيئا مسّه الزعفران أوورس،، متفق عليه .

মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগড়ি, পায়জামা, টুপি, মুজা পরতে পারবেনা। তবে কেউ যদি সেন্ডেল না পায় তবে মুজাকে টাখনুর নীচ পর্যন্ত কেটে পরতে পারবে। আর এমন কাপড়ও পরিধান করতে পারবেনা যাকে যাআফ্রান বা ওয়ার্স (তিসির মত এক প্রকার উদ্ভিদ যা থেকে খয়রী রং হয়) স্পর্শ করেছে, (বুখারী ও মুসলিম)।

বুখারী মুসলিমের অন্য একটি হাদীছে জুতার অবর্তমানে টাখনু পর্যন্ত না কেটেই মুজা পরার অনুমতি এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই অনুমতি ঘোষণা করেছিলেন আরাফাতের মাঠের খোৎবায়।

বুখারী মুসলিমের অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে একথাও এসেছে -

ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم ،، متفق عليه .

যেই মুহ্‌রিম ব্যক্তি পরণের জন্য সেলাই বিহীন লুঙ্গী না পাবে সে পায়জামা পরতে পারবে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য কোন নির্দিষ্ট কাপড়ের কথা উল্লেখ হয়নি, তাই তারা স্বাভাবিক নারীর জন্য শরঈ যেই পোশাকের কথা উল্লেখ হয়েছে সেটাই পরবে। তবে যাতে দৃষ্টি আকর্ষণীয় চাকচিক্য পূর্ণ না হয়। তাদের জন্য ইহ্‌রাম অবস্থায় নিক্বাব (মুখ আবৃতকারী বুর্কা)

ও হাত আবৃতকারী মুযা (কুফ্‌ফাযাইন) পরতে নিষেধ করা হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেনঃ
لاتنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين ،، رواه البخارى والنسا ئى والبيهقي وأحمد .
মুহ্‌রিমাহ মহিলা নিক্বাব (মুখ আবৃতকারী বুর্ক্বা) ও কুফ্‌ফাযাইন (হাত আবৃতকারী মুযা) পরিধান করবে না। হাদীছটি বুখারী, নাসাঈ, বায়হাকী ও আহ্‌মাদ বর্ণনা করেছেন।

এই নিষেধাজ্ঞা শুধু ঐক্ষেত্রে যখন মহিলারা পুরুষদের থেকে আলাদা অবস্থায় থাকবে কিংবা স্বামী বা মাহরামের সাথে থাকবে। কিন্তু যদি অন্য পুরুষদের সহিত সংমিশ্রণ বা ভিড় ঘটে ঐ সময় নিক্বাব ছাড়া অন্য কোন কাপড় দ্বারা মুখমন্ডল ঢাঁকার অনুমতি এসেছে।
এই মর্মে হাদীছে এসেছেঃ
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بناونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسهاعلى وجهها فإذا جاوزونا كشفناه،، اخرجه أحمدوابو داود وابن الجارود والبيهقي.
হযরত আয়েশাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা নবী-পত্নীগণ) ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত থাকতাম, আর আরোহীগণ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে থাকতো। তারা যখন আমাদের বরাবর এসে যেত তখন আমরা মাথা থেকে উড়না লটকিয়ে চিহারা ঢেঁকে ফেলতাম এবং যখন আমাদেরকে অতিক্রম করে যেতো তখন খুলে ফেলতাম। (হাদীছটি আহমাদ, আবুদাউদ, ইবনুল জারুদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন)।
৩। التلبية عندالاحرام- তাল্‌বিয়াহ পাঠঃ অর্থাৎ নিয়ত করার পর তাল্‌বিয়াহ পাঠ করা ওয়াজিব। অবশ্য ইমাম শাফিঈ ও

আহ্‌মাদ তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠকে সুন্নাত বলেছেন। কিন্তু দলীলের ভিত্তিতে উহা ওয়াজিব বলেই প্রমাণিত হয়।

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا آل محمد من حج منكم فليهل فى حجه أو حجته ،، رواه أحمد وابن حبان.

হযরত উম্মু সাল্‌মাহ (রাঃ)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে এ কথা বলতে শুনেছি- হে মুহাম্মদের বংশধর তোমাদের মধ্য হতে যেই হজ্জ্ব করবে সে যেন হজ্জ্ব পালনের সময় উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করে।হাদীছটি আহ্‌মাদ ও ইব্‌নু হিব্বান বর্ণনা করেছেন।

ألفاظ التلبية ومعناها
তালবিয়ার শব্দ ও উহার অর্থ

লাব্বায়কা লাব্বায়কা ....বলে যেই তাওহীদী দুআ' হজ্জ্বে পাঠ করা হয় তাকে তাল্‌বিয়াহ্‌ বলা হয়। যেমন সুব্‌হানাল্লা ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কে তাসবী-তাহলীল বলা হয়।

তাল্‌বিয়ার শব্দ সমূহঃ হাদীছে তাল্‌বিয়ার চার ধরণের শব্দ এসেছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধটি উল্লেখ করা হলো।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন্‌ উমার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাল্‌বিয়ায় এই শব্দগুলি উচ্চস্বরে পাঠ করতেনঃ

لَبَّيْكَ اَللّٰهم لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ ،، متفق عليه .

আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছি, হে আল্লাহ আমি উপস্থিত হয়েছি, আমি উপস্থিত হয়ে ঘোষণা দিতেছি তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত হয়েছি, নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নে'মাত তোমারই এবং রাজত্বও। তোমার কোন শরীক নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য তাল্‌বিয়াহ পাঠের সময় যে ব্যক্তি যে প্রকার হজ্জ্ব করার নিয়ত করবে সে তার নাম উল্লেখ করতে পারে। কারণ এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

عن أنس رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهماجميعا: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمـرة وحجـا،، متفق عليه – منقولامـن المغنـى– ٥/ ٨٣

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে (হজ্জ্ব উমরাহ্) উভয়টাকে এক সঙ্গে উল্লেখ করে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করতে শুনেছি, এই ভাবেঃ লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জাতান, লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হজ্জ্বাতান। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীছের আলোকে যে ব্যক্তি তামাত্তু' হজ্জ্ব করবে, তালবিয়ার প্রথমে লাব্বায়কা উমরাতান বলবে অতঃপর যিল হজ্জের ৮তারিখে ইহরাম বাঁধার পর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠের পূর্বে লাব্বায়কা হাজ্জান বলবে। ইফ্‌রাদ হজ্জ্ব পালনকারী লাব্বায়কা হাজ্জান বা হাজ্জাতান বলবে। আরো উত্তম হবে কেউ যদি এই দুআ পড়ে ঃ -

اللهم هذه حجة لارياء فيها ولاسمعة،، رواه الضياء بسندصحيح,

হে আল্লাহ এই হজ্জের মাধ্যমে লোক দেখানো ও শ্রুতি অর্জনের উদ্দেশ্য রাখিনা। হাদীছটি যিয়া' ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। (মানাসিক, আল্‌বাণী - ১৬পৃঃ)

متى يبدا الحاج بالتلبية ومتى يقطعها

তালবিয়াহ পাঠ আরম্ভ ও শেষ করার সময়

তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ আরম্ভ করার সময় সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ এসেছে। মুসনাদ আহ্‌মাদ, তিরমিযী ও নাসাঈতে হযরত ইব্‌নু আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হয়েছেঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة ،،

নবী (ছাঃ) নামায শেষ করার পর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ আরম্ভ করেছিলেন। বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত বর্ণনায় হযরত ইব্‌নু উমার থেকে এসেছেঃ

حين استوي على راحلتة قال:لبيك ...،

যখন তিনি (ছাঃ) বাহণে আরহণ করেছিলেন, তখন লাব্বায়কা বলা আরম্ভ করেছিলেন।

মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

ثم ركب رسول الله صلىالله عليه وسلم حتىإذا استوت به راحلته على البيداء (جبل صغيرفىذى الحليفة) أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ......،،

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বাহণে আরহণ করলেন এবং বাহণ তাকে নিয়ে বায়দায় (যুল হুলাহফার একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে) পৌঁছল তখন তিনি তাওহীদ ধ্বনী লাব্বায়কা উচ্চারণ করলেন।

উবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যার ভিতর তিনটি সময়ের সামঞ্জস্য মেলে।

قال: إن الناس نقل كل واحد منهم ماسمع، وإن النبى صلى الله عليه وسلم لبى بعد ما صلى فسمعه أناس فقالو: أهل دبر الصلاة ، ولبى حين ركب فسمعه أناس فقالو: لبى حين ركب وسمعه ناس حين استوت به راحلته على البيداء فقالوا لبى حين استوت به راحلته على البيداء ،، أخرجه الامام أحمد وأبوداود، وأبويعلى والبيهقى.

ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) বলেন লোকদের প্রত্যেকে যা শুনেছে সেই হিসাবে বর্ণনা করেছে। নবী (ছাঃ) নামাযের পর যখন তাল্‌বিয়াহ্ পড়েন তখন কিছু লোক শুনেছিল, তারা বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নামাযের পর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ শুরু করেছিলেন। আর যখন বাহণে উঠার পর তাল্‌-বিয়াহ্ পাঠ করেছিলেন তখন কিছু লোক শুনেছিল,

তারা বর্ণনা করেছে যে, নবী (ছাঃ) বাহণে চড়ে তাল্বিয়াহ্ পাঠ শুরু করেছিলেন। আর কিছু লোক বাহণ যখন বায়দায় উঠে, তখন তাল্বিয়াহ্ শুনেছিল, তারা বর্ণনা করেছেন যে, নবী(ছাঃ) এর বাহণ যখন তাঁকে নিয়ে বায়দায় উঠেছিল তখন তাল্বিয়াহ্ পাঠ শুরু করেছিলেন। হাদীছটি ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, আবু ইয়ালা ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

এই তাল্বিয়াহ্ উমরার ক্ষেত্রে ইহরাম থেকে শুরু করে কা'বাহ্ শরীফ এর ত্বওয়াফের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং হজ্জ্বের ক্ষেত্রে ইহরাম থেকে ঈদের দিন (যিল হজ্জ্বের ১০তারিখ) জাম্রাতুল আকাবাকে পাথর মারার পূর্ব পর্যন্ত। মানাসিকুল হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ্, লিশ্শাইখ উছাই-মীন -৪৭ পৃঃ ও আলবাণী -১৯ ও ২৮ পৃঃ, মুখতাছার ছহীহ্ বুখারী আল্বাণী- ৭৭৯ নং হাদীছ।

হাদীছে এসেছেঃ

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية فى العمرة إذا استلم الحجر،، رواه الترمذى .

নবী (ছাঃ) উমরার ক্ষেত্রে তাল্বিয়াহ্ বন্ধ করতেন হাজ্র আসওয়াদ ছ ওয়ার সময়। হাদীছটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন

অন্য হাদীছে এসেছেঃ

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة ،، رواه الجماعة فقه السنة – ١/٥٦٠

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জ্বের ক্ষেত্রে তাল্বিয়াহ্ পাঠ করতে থাকতেন যে পর্যন্ত জামরার নিকট না পৌঁছতেন। সকল হাদীছ গ্রন্থকার সম্মিলিত ভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ফিক্বহুস্সুন্নাহ- ১/৫৬০ পৃঃ

آداب التلبيـــة

তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠের আদব সমূহ

১। আরম্ভের সময় ক্বিব্‌লামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাল্‌বিয়াহ পাঠ করা উত্তম। ইমাম বুখারী মুআল্লাকল ভাবে এবং বায়হাকী মুত্তাছ্‌ছিল ভাবে ছহীহ্‌ সনদে এই নিয়মের কথা বর্ণনা করেছেন।

২। উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়াহ পাঠ করা।

عن زيد بن خالد أن النبى صلى الله عليه وسلم قـال: جـاءنى جـبريل فقـال: مر أصحـابك فلـيرفعوا أصـواتهـم بالتلبيـــة فإنهـا مــن شـعار الحج،، رواه أحمد وابـن ماجـة وابـن خزيمـة والحـاكم وقـال صحيح الإسناد.

হযরত যায়েদ বিন্‌ খালিদ থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছিলেন আমার নিকট জিব্রীল এসে বলে গেলেন আপনি আপনার সাথীদেরকে উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়াহ পাঠ করতে বলুন। কারণ উহা হজ্জের একটি নিদর্শন। হাদীছটি ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌নু মাজাহ, ইব্‌নু খুযায়মাহ্‌ ও বায়হাকী বর্ণনা করে তার সনদকে ছহীহ বলেছেন।

অন্য হাদীছে এসেছেঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল- أى الحج أفضل فقال: العج والثج،، رواه الترمذى وابن ماجة

সব চেয়ে কোন হজ্জ্ব উত্তম? তিনি বলেছিলেন- যেই হজ্জ্বে উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করা হয় এবং পশু জবাই করা হয়। (তিরমিযী ও ইব্‌নু মাজাহ)।

মহিলারাও উচ্চস্বরে তাল্‌বিয়াহ্‌ পাঠ করতে পারে যদি ফিতনার ভয় না থাকে। যেমন মহিলাদের দলে থেকে পাঠ করলে, (কোন পুরুষ যদি শুনেও ফেলে) তাতে দোষ নেই। আবু আত্বিয়াহ নামে এক ব্যক্তি হযরত আয়েশার কণ্ঠে

লাব্বায়ক লাব্বায়ক বলতে শুনেছিলেন। এই হাদীছ বুখারী, আবুদাউদ ত্বায়ালীসী ও আহ্মাদ বর্ণনা করেছেন।

চলাকালে উচুস্থানে উঠার সময়, নিচুতে নামার সময় তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করা সুন্নাত। বুখারী ও মুসলিম, মানাসিক আলবাণী- ১৭/ ১৮

এমনিভাবে কোন আরোহীর সহিত সাক্ষাতের সময়,নামাযের পর ও শেষরাত্রির দিকে। ফিক্বহুস্‌সুন্নাহ- ১/৫৬০ পৃঃ

৩। **فضائل التلبية-তালবিয়ার ফযীলতঃ** তাল্‌বিয়ার ফযীলতের উপর অনেক হাদীছ এসেছে তার দুই একটি উল্লেখ করা হলো।

১। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন -

مامن ملب يلبى إلالبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا-يعنى عن يمينه وعن شماله،، رواه ابن خزيمة والبيهقى بسند صحيح.

যে কোন তাল্‌বিয়াহ পাঠকারীর তাল্‌বিয়াহ্ পাঠের অনুসর-ণে তার ডানের ও বামের গাছ-পালা ও পাথরগুলিও তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করতে থাকে, যে পর্যন্ত জমীন তার ডান-বাম থেকে ধঁসে না যায়। হাদীছটি ইব্‌নু খুযায়মাহ্ ও বায়হাকী ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

২। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন-

ما من محرم يضحى يومه يلبى حتى تغيب الشمس إلا غاب ذنوبه فعادكماولدته أمه ،، رواه ابن ماجة.

যেই মুহরিম ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করতে থাকে তার গুনাহ অস্তমিত হয়ে ঐ অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হয় যে অবস্থায় তার মা তাকে গর্ভপাত করেছিল। (ইব্‌নু মাজাহ্)

৩। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেনঃ

ماأهل مهل قط إلابُشر ولاكبر مكبر قط إلابُشر قيل يا نبى الله: بالجنة؟ قال: نعم ، رواه الطبرانى وسعيد بن منصور.

যখনই কোন তাল্বিয়াহ্ পাঠকারী তালবিয়াহ পাঠ করে তখনই তাকে শুভ সংবাদ জানানো হয়, এমনিভাবে যখনই কোন তাকবীর পাঠকারী তাকবীর পাঠ করে তখন তাকে শুভ সংবাদ প্রদান করা হয়। বলা হলো হে আল্লাহর নবী, জান্নাতের শুভ সংবাদ দেওয়া হয়? তিনি বললেন হাঁ। হাদীছটি ত্ববারাণী ও সাঈদবিন্ মানছুর বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ سنن الاحرام -ইহরামের সুন্নাত সমূহঃ

ইহ্রামের সুন্নাতগুলি নিম্নোরূপঃ -

১।__পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়াঃ__ইহরামের পূর্বে প্রয়োজন থাক-লে নখ, গোঁফ, নাভিরনিচের ও বগলেরলোম কেটে ফেলবে।

২। গোসল করাঃ মুহরিম ব্যক্তির জন্য ইহরামের পূর্বে গোসল করা সুন্নাত। এমনকি ঋতুবতী ও প্রসূতি মহিলারাও গোসল করবে। হাদীছে এসেছে -

قال ابن عمر رضى الله عنهما من السنة أن يغتسل إذا أرادالإحرام وإذا أراد دخول مكة ،، رواه البزاروالدارقطنى والحاكم وصححه.

হযরত ইব্নু উমার(রাঃ) বলেন- ইহরামের ইচ্ছা পোষণ-কারী ও মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা পোষণকারীর জন্য গোসল করা সূন্নাত। হাদীছটি বায্যার দারাক্কুত্বনী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। আর হাকীম ছহীহ্ বলেছেন।

عن ابن عباس رضى الله عنهماأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضى المناسك كلهاغيرأنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ،، رواه أحمدوأبوداود والترمذى وحسّنه.

হযরত ইব্নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন- ঋতুবতী ও নেফাস (গর্ভপাতুত্তোর স্রাব) বিশিষ্ট মহিলা গোসল করে ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের যাবতীয়

কাজ করবে, শুধুমাত্র পবিত্র হওয়ার পূর্বে বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করবেনা। হাদীছটি আহ্‌মদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী হাসান বলেছেন।

৩। <u>ইহ্‌রামের পূর্বে আঁতর ও সেন্ট ব্যবহার করা সুন্নাত</u>। যদিও ইহ্‌রামের পর তার নিদর্শন বাকী থেকে যায় কোন অসুবিধা নেই।

عن عائشة رضى الله عنهازوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف ،، متفق عليه ..

নবী পত্নী হযরত আয়েশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি ইহরাম বাঁধার সময় ইহ্‌রামের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে সুগন্ধি মাখিয়ে দিতাম এবং হালাল হওয়ার জন্য ত্বওয়াফ করার পূর্বে। (বুখারী ও মুসলিম)

وقالت: كانى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم ،، متفق عليه ..

হযরত আয়েশাহ বলেছেন- আমি ইহ্‌রাম অবস্থাতেও নবী (ছাঃ) এর মাথার শিঁথির বিভক্তির স্থানে সেই সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখছি। (বুখারী ও মুসলিম)।

৪। তৈল ব্যবহার করা ও দাড়ি-চুলে শিঁথি করাও সুন্নাত।

قال ابن عباس رضى الله عنهما: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه- الحديث رواه البخارى - فقه السنة- ١/٥٥٢

হযরত ইব্‌নূ আব্বাস (রাঃ) বলেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তৈল মেখে শিঁথি করে (সেলাই বিহীন) লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করে ছাহাবাদের নিয়ে গমন করেছিলেন। হাদীছটি দীর্ঘভাবে বুখারী বর্ণনা করেছেন। ফিক্বহুস্‌সুন্নহ ১/৫৫২ পৃঃ

৫। যদি যুল হুলাইফা কারো মীক্বাত হয়, তবে ইহ্‌রামের পুর্বে দুরাকাআ'ত সুন্নাত বা নফল নামায আদায় করবে। অন্য মীক্বাতের ক্ষেত্রে হাদীছে এমন কথা পাওয়া যায়না।

জগত বিখ্যাত অপ্রতিদ্বন্দী বিশ্ব মুহাদ্দিছ আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আল্‌বাণী বলেন ইহরামের জন্য কোন নির্দিষ্ট নফল বা সুন্নাত নামায নেই। যদি ফরয কোন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায় তবে সেই নামায আদায় করে ইহরাম বাঁধলে নবী (ছাঃ) এর আদর্শের সাথে তার আচরণ মিলে যাবে। যেহেতু নবী (ছাঃ) যোহরের নামায আদায়ের পর ইহরাম বেঁধেছিলেন। তিনি আরো বলেন যে, যুল হুলাই-ফাতে ইহরামের পূর্বে যে দুরাকাআ'ত নামায আদায়ের হাদীছ পাওয়া যায় সেটা সেখানের ''ওয়াদীল আক্বীক'' নামে একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রান্তরের খাতিরে বা তার মর্যাদার দাবী অনুসারে পড়তে বলা হয়েছিল। এই মর্মে ইমাম বুখারী হযরত উমার (রাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى العقيق يقول: أتانى الليلة آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل: عمرة فى (وفى رواية: عمرةو) حجة،، مناسك الحج والعمرة للألبانى -١٥

উমার (রাঃ) বলেন ওয়াদীল আক্বীক প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে বলতে শুনেছিলাম আজ রাতে আমার প্রতিপাল-কের পক্ষথেকে এক আগমনকারী ফেরেশ্তা আগমন পূর্বক বলেগেছেন এই বর্কতময় প্রান্তরে নামায আদায় করে বলুন উমরাহকে হজ্জ্বের অন্তর্ভূক্ত করে (অন্য বর্ণনায় উমরাহ ও হজ্জ্বকে) সম্মিলিত করে ইহরাম বাঁধলাম। মানাসিকুল হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ আল্‌বাণী- ১৫ পৃঃ

الاشتراط عند الإحرام

ইহরামের সময় শর্ত করা

কারো যদি রাস্তায় বাধা প্রাপ্ত হওয়ার কিংবা রোগজনিত

কারণে হজ্জ্ব পালন করতে সামর্থ হারানোর ভয় হয়, তবে ইহরামের সময় তালবিয়াহ পাঠের সাথে সাথে আল্লাহর নিকট নিম্নের ভাষায় শর্ত করতে পারে।

اللهم إن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى ،، متفق عليه.

হে আল্লাহ কোন বাধা প্রদানকারী যদি আমার হজ্জ্ব পালনে প্রতিবন্ধক হয় তবে যেখানে আমি বাধাগ্রস্থ হবো সেই স্থানই আমার হালাল হওয়ার স্থান।(বুখারী ও মুসলিম)

فائدة هذاالاشتراط
এই শর্তের উপকারিতা

যদি এই শর্ত করার পর সত্যিকার অর্থে বাধাগ্রস্থ হয়, হজ্জ্ব করার সামর্থ হারিয়ে ফেলে, তাহলে ইহরাম ভেঙ্গে ফেলে ফেরৎ চলে আসতে পারবে। তাতে কোন দম দিতে হবেনা। আর যদি সামর্থ-সম্বল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্বাযাও করতে হবেনা। মানাসিকুল হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ, আল্‌বাণী- ১৫ পৃঃ।

محظورات الإحرام
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ

ইহরাম অবস্থায় বেশ কিছু বিষয় নিষিদ্ধ রয়েছে। এই নিষিদ্ধ বিষয় গুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। নারী-পুরুষের উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ।
২। শুধু পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ।
৩। শুধু নারীর জন্য নিষিদ্ধ।

প্রথমতঃ ঐ বিষয়গুলি যেগুলি নারী-পুরুষ সকলের জন্য নিষিদ্ধ।

১। যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া বা যৌনক্রিয়ায় আকৃষ্টকারী কোন আচরণ যথা, উত্তেজনামূলক কথা বা উত্তেজনার সাথে দৃষ্টিপাত করা, চুম্বন, মর্দন ও আলিঙ্গন করা।
২। পাপাচারীর কাজে লিপ্ত হওয়া বা গুনাহ কামাই করা নিষেধ।
৩। সাথী হাজীদের সহিত বা অন্য কারোসাথে ঝগড়া-ফাসাদ করা নিষেধ।
এই তিনটি নিষিদ্ধ হওয়ার দলীলঃ আল্লাহ বলেন-
فمن فرض فيهن الحج فلارفث ولا فسوق ولاجدال فى الحج،، البقر- ١٩٧

যে ব্যক্তি হজ্জ্বের মাসগুলিতে (ইহরামের মাধ্যমে) হজ্জ্বের সিদ্ধান্ত পোক্তা করে ফেলবে সে যেন হজ্জ্বের মধ্যে স্ত্রী-সঙ্গমে, পাপাচারী কাজে ও ঝগড়া-ঝাঁটিতে লিপ্ত না হয়। সূরা বাকারা ১৯৭ আঃ

উল্লেখ্য, রাফাছ শব্দ দ্বারা সহবাস পূর্ব আচরণ সমূহকেও বুঝানো হয়- যাকে শৃঙ্গার বলা হয়।
৪। মাথার বা অনেকের নিকট দেহের অন্য কোন স্থানের চুল কেটে বা মোড়িয়ে ফেলা নিষেধ। দলীলঃ -

ولاتحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله،، البقرة- ١٩٦

আর তোমাদের মাথার চুল মোড়ায়োনা, যে পর্যন্ত কুরবাণীর পশু তার স্থানে না পৌঁছে। সূরা বাকারাহ - ১৯৬।

অবশ্য অনেক বিদ্বান শুধু মাথার কথা উল্লেখ করেছেন, এই জন্য গোঁফ এবং নাভীর ও বগলের নিচের লোম কাটাকে ইহরামের জন্য নিষিদ্ধ বলেননি। যেমন ইব্নু হাযম ও যাহেরী মাযহাবের বিদ্বানগণ। নিষিদ্ধ হওয়ার পিছনে কোন দলীল না থাকায় শুধু দুরবর্তী কেয়াসের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষণা দেওয়াটা ইসলামের উদারতা ও সহজতার পরিপন্থী হওয়ায় শেষোক্ত মনীষীগণেরই মত বেশী অগ্রাধিকার যোগ্য।

তবে যেহেতু ঐসব লোম কেটে পরিস্কার রাখা ব্যাপারে ইসলামের সাধারণ নির্দেশ রয়েছে তাই সেগুলি ইহরামের পূর্বে না কেটে পরে কাটা সেই নিয়মের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগ প্রদর্শনের শামিল। এমন কি হজ্জ্বের ব্যাপারে গুরুত্বহীনতার পরিচয় বহণকারী।

৫। ইহরাম বাঁধার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধঃ -
কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহরিম ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পরেও সুগন্ধি নিষেধ করে দিয়েছেন, তাহলে জীবিত মুহরিম ব্যক্তির জন্য উহা অবশ্যই নিষেধ। এক মুহরিম ব্যক্তি তার বাহণ থেকে পড়ে নিহত হলে তার ব্যাপারে বলেছিলেন " لاتمسوه بطيب" ওকে সুগন্ধি স্পর্শ করায়োনা, কারণ সে কেয়ামতের দিন তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ করতে করতে উঠবে। (বুখারী ও মুসলিম)

৬।স্থলভাগের কোন প্রাণী শিকার করা বা হত্যা করা নিষিদ্ধ এমনকি উহা শিকার করার ব্যাপারে ইঙ্গিত বা অন্য কোন ভাবে সামান্যতম সহযোগিতাও করা যাবেনা। কিন্তু জ্বলের প্রাণী শিকার করতে কোন বাধা নিষেধ নেই। আল্লাহ বলেন

أحل لكم صيد البحروطعامه متاعـالكم وللسيارة وحـرم عليكم صيد البرماد متم حرما ،، سورة المائده -٩٦.

তোমাদের জন্য সাগরের (জ্বলের) শিকার হালাল করে দেয়া হয়েছে এবং উহা ভক্ষণও। তোমাদের ও ভ্রমণকারী-দের উপকারার্থে। আর তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে স্থলেরপ্রাণী শিকার করা, যে পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে। সূরা মায়েদাহ ৯৬ আঃ

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يا ايها الذين أمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم،، المائدة -٩٥

হে মু'মিনগণ তোমরা শিকার হত্যা করোনা ইহরাম অবস্থায়। সূরা মায়েদাহ ৯৫ আঃ

তবে এমন শিকারের গোস্ত যদি খেতে দেয়া হয় যাকে ধরতে তার কোন সহযোগিতা বা ইঙ্গিত ছিলনা বা তার জন্য শিকারও করা হয়নি। তবে মুহরিম ব্যক্তির জন্য উহা খাওয়া হালাল অন্যথায় নয়। ফিক্বহুস্সুন্নাহ দলীল সহ ১/৫৭২ ও ৭৩

৭। যাআফ্রান বা ওয়ার্স আপ্লুত কাপড় পরিধান করা হারাম। এর দলীল ইতি পুর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

৮। নখ কর্তন নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। ইহা নিষিদ্ধ হওয়ার উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে সরাসরি কোন দলীল সাব্যস্ত হয়নি। অবশ্য অনেকে ইহাকে ইজমাহ্ দ্বারা নিষিদ্ধ বলেছেন যেমন ইব্নু মুনযির ও ইব্নু ক্বুদামাহ। দেখুন মুগ্নী ৫/১৪৬ ও ৩৮৮ পৃঃ, ফিক্বহুস্সুন্নাহ ১/৫৭০ পৃঃ

ইব্নুল মুনযির বলেনঃ

أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها فى قول أكثرهم، وهوقول حمادومالك والشافعى وأبي ثوروأصحاب الرأى وروى ذلك عطاء ،، وعنه لافدية عليه لان الشرع لم يرد فيه بفدية، المغنى– ٥/ ٣٨٨

বিদ্বানগণ ঐক্যমত হয়েছেন এই ব্যাপারে যে মুহরিম ব্যক্তির জন্য তার নখ কাটা নিষেধ, যদি কাটে তাহলে তাদের অধিকাংশের নিকট তাকে ফিদ্য়াহ দিতে হবে। একথা বলেছেন হাম্মাদ, মালেক, শাফিঈ, আবু দাউদ ও রায়পন্থীগণ অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের বিদ্বানগণ। আত্বা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, তবে তিনি ফিদ্য়াহ ওয়াজিবের পক্ষপাতি নন, কারণ শরীয়তে এই জন্য ফিদ্ইয়ার কথা উল্লেখ হয়নি। ইব্নু তাইমিয়াহও অনুরূপ কথা উদ্ধৃত করেছেন তাঁর মানাসিক নামক গ্রন্থের-২৭পৃষ্ঠায়।

শান্ক্বীত্বী প্রণীত গ্রন্থ আয্ওয়াউল বায়ানে-،،ثم ليقضوا تفثهم আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। হজ্জ্বের ক্বুরবাণী করার পর " তারা যেন নিজেদের ময়লাগুলি দূরীভূত করে ফেলে"

কিছু ছাহাবা ও তাবেঈ ''তাফাছ'' অর্থাৎ ময়লা দূরীকরণ অর্থ মাথার চুল মোড়ানো, নখ কর্তন ও বগলের লোম পরিস্কার করা বলেছেন। এই তফসীর অনুসারে বুঝা যায় মুহরিমের জন্য মাথার চুল কাটার মতই হাত-পায়ের নখ কাটা, যার দাবী এটাই যে, উহা কুরবাণীর পর অর্থাৎ প্রথম হালাল হাওয়ার পর কাটার নির্দেশ, তাহলে হালাল হওয়ার পূর্বে অবশ্যই নিষেধ হবে। দেখুন আযওয়াউল বায়ান ৫/৪০৪ পৃঃ।

অবশ্য দাউদ যাহিরী ও ইব্‌নু হাযমের নিকট নখ কাটাও নিষিদ্ধ নয়। মুহরিম ব্যক্তির জন্য নখ কাটা নিষিদ্ধ বললেও ইজমার দাবী ত্রুটিপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৯। মুহরিম ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা ও দেয়া উভয়টাই নিষেধ, এমনকি প্রস্তাবও নিষেধ। কারণ হাদীছে এসেছেঃ -

عن عثمان ابن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاينكح المحرم ولاينكح ولايخطب ،، رواه مسلم وغيره..

হযরত উছমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করতে পারবেনা ও বিবাহ দিতেও পারবেনা এবং বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবে না।

এই হাদীছের আলোকে বলা হয়েছে যদি কেউ বিবাহ করে ফেলে বা কারো বিবাহ দিয়ে দেয় তবে সেই বিবাহ বাত্বিল ব -৫/১৬৪, ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৭০ পৃঃ।

বুখারী মুসলিমের এক বর্ণনায় ইব্‌নু আব্বাস থেকে যে হাদীছ এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাইমুনাকে মুহরিম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন, এটা ইব্‌নু আব্বাস থেকে ভুল তথ্য বর্ণিত হয়েছে। আর এটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার, কারণ তিনি তখন ছোট ছিলেন।

তার প্রমাণ হলো এই যে, স্বয়ং মাইমুনা ও অন্যান্যগণ এই বিবাহ হালাল অবস্থায় হয়েছিল বলে বর্ণনা করেছেন, যেমন ইয়াযিদ বিন্ আছাম ও আবুরাফি'।

ইয়াযিদ বিন্ আছম মায়মুনাহ (রাঃ)থেকে বর্ণনা করেছেন-
أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا......، رواه مسلم وأبوداود والأثرم .

নবী (ছাঃ) মাইমুনাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন এবং হালাল অবস্থায় তার সহিত বাসর করেছিলেন। হাদীছটি মুসলিম আবু দাউদ ও আছরাম বর্ণনা করেছেন। এই বিবাহের ব্যবস্থাপক স্বয়ং আবু রাফি' বলেছেনঃ
تزوج رسول الله صلى الله ميمونة وهوحلال وبنى بها وهو حلال وكنت أناالرسول بينهما ،، أخرجه الترمذى والدارمى وأحمد والبيهقى فى السنن الكبرى.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)মাইমুনাকে বিবাহ করেছেন হালাল অবস্থায় এবং তার সাথে বাসর করেছেন হালাল অবস্থায় এবং আমি তাদের দু'জনের মাঝে ঘটক ছিলাম। হাদীছটি তিরমিযী, দারেমী, ইমাম আহমাদ ও বায়হাকী বর্ণনা করে-ছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

এই জন্য বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ বিন মুসায়ইব ইব্নু আব্বাসের উক্ত হাদীছটিকে কেন্দ্র করে বলেছেনঃ
-وهم ابن عباس ،، المعنى -١٦٤/٥
ইব্নু আব্বাস ভুল করেছেন।

যদি ভুল না বলা হয় তাহলে তাঁর হাদীছের শব্দ-محرم মুহ্রিম অর্থ হারাম মাসে অবস্থানকারী বা হারাম (মর্যাদা পূর্ণ) স্থানে অবস্থানকারী হবে, যা আরবী ভষায় ব্যহৃত ও পসিদ্ধ। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাইমুনাকে হারাম মাসে কিংবা হারাম স্থানে বিবাহ করেছিলেন। মুগ্নী -৫/ ১৬৪ পৃঃ (পরিবর্ধিতভাবে)

দ্বিতীয়ঃ যা শুধু পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ।

১০। সেলাই বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা- যথা জামা, গেঞ্জি, সেলাইকৃত লুঙ্গী, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি। এ সবের নিষিদ্ধতার দলীল ইতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় পুনরাবৃত্তি করা হলোনা। [১]

১১। মাথার সহিত সংশ্লিষ্ট করে কোন কিছু দিয়ে মাথা টাঁকা নিষেধ। যথা টুপি, পাগড়ি, তোয়লা, গামছা, চাদর, ইত্যাদি দ্বারা মাথা টাঁকা ইহারও দলীল পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, এছাড়াও মুহরিম অবস্থায় মৃত্যু ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নির্দেশ "ولاتخمر وارأسه" তার মাথা টাঁকবে না, ইহাও একটি দলীল। (মুসলিম শরীফ)

তৃতীয়ঃ যা মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ।

১২। নিক্বাব- (মুখমন্ডল আবৃতকারী বুর্ক্বা) পরিধান করা নিষেধ।

১৩। কুফ্ফাযাইন- হাত আবৃতকারী মুযা নিষেধ। তবে পর পুরুষদের সহিত সংমিশ্রণের সময় টাঁকার কথা এসেছে। ইতিপূর্বে এসবের দলীল উল্লেখিত হয়েছে। [২]

حكم هذه المحظورات إذا ارتكبها المحرم -উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাজগুলি মুহরিম কর্তৃ ঘটলে তার হুকুম কি, সে সম্পর্কে আলোচনাঃ -

উপরোক্ত বিষয়গুলি যদি কারো দ্বারা না জানার কারণে বা ভুলক্রমে বা নিদ্রার ভিতরে ঘটে যায়, যথা সহবাস করে ফেলে, কোন প্রাণী শিকার বা হত্যা করে ফেলে বা সেলাই বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করে বা মাথা ঢেঁকে ফেলে বা সুগান্ধি ব্যবহার করে ফেলে বা চুল কেটে বা মোড়িয়ে ফেলে বা

---

[১] ৬৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

[২] ৭০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

নখ কেটে ফেলে তাহলে কোন দম বা ফিদ্ইয়াহ্ দিতে হবেনা। তবে যখনই স্বরণ হবে বা জানতে পারবে ঐ কাজ থেকে সঙ্গে সঙ্গে বিরত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেনঃ

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلوبكم وكان الله غفورارحيما ،، سورة الاحزاب -٥.

আর তোমরা ভুল বশতঃ যা-করেছ এর জন্য তোমাদের কোন পাপ হবেনা। কিন্তু অন্তরের ইচ্ছার সাথে যা কর (ধরা হবে) আর আল্লাহতো অতি ক্ষমাশীল দয়ালু। সূরা আহ্যাব -৫ আঃ।

এমনিভাবে সূরা বাকারার শেষের আয়াতের দুআঃ

" ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أواخطأنا "

হে আমাদের প্রতিপালক আমরা যদি ভুল-ভ্রান্তি করে ফেলি তুমি তা ধরোনা'' এর উত্তরে আল্লাহ বলেছেন - ،، قدفعلت ،،- ঠিক আছে তাই করলাম অর্থাৎ ধরলামনা। (মুসলিম)

আবু হুরাইরাহর বরাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ

إن الله تجاوزعن أمتى الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.

আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল-ভ্রান্তি ও বাধ্য হয়ে কৃত পাপ মার্জণা করে দিয়েছেন। হাদীছটি ইব্নু মাজাহ ও বায়-হাকী বর্ণনা করেছেন। এবং নববী হাসান বলেছেন।

ইয়ালা বিন্ উমাইয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি জুব্বা (আল-খেল্লা) পরিহীত অবস্থায় ও দাড়ি, চুল রংগিয়ে জি'রানা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট এসে বলল হে আল্লাহর রাসূল আমি উমরার জন্য ইহরাম বেধেছি, কিন্তু এই অবস্থাতেই যেই অবস্থায় দেখছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন- রং ধুয়ে ফেল, জুব্বাহ খুলে ফেল এবং হজ্জ্বে যা কর উমরাহ পালনের জন্য তাই কর। এই হাদীছটি ইব্নু মাজাহ ব্যতীত মুহাদ্দিছ গোষ্ঠির সকলে বর্ণনা করেছেন। তাবেঈ আত্বা বলেন যদি মুর্খতার কারণে

বা ভুলে গিয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করে ফেলে বা সেলাই বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করে তবে কোন কাফফারাহ নেই। (বুখারী)

ইচ্ছাকৃতভাবে নিষিদ্ধ কাজে জড়ালে তার হুকুমঃ

যদি কারণ বশতঃ কোন একটি নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হয় যেমন মাথায় সিঙ্গা লাগানোর জন্য বা পোকার (উকুনের) জন্য মাতা নাড়া করতে হয়, কিংবা প্রচন্ড তাপ বা শীতের জন্য সেলাই বিশিষ্ট বা যাফরান ও ওয়ার্স মাখানো বা সুগন্ধি মাখানো কাপড় পরিধান করতে হয় তবে ফিদ্‌য়াহ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে; একটা ছাগল জবাই করতে হবে কিংবা ছয়জন মিসকীনকে খানা খাওয়াতে হবে কিংবা তিন দিন রোযা পালন করতে হবে। আল্লাহ্ বলেনঃ

فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أونسك ،، سورة البقر – ١٩٥

তোমাদের মধ্যে যারা রোগাক্রান্ত হয় বা মাথায় কষ্টদায়ক কিছু হয়। তাদের জন্য রয়েছে ফিদ্‌ইয়ার ব্যবস্থা, চাই রোযা থেকে (আদায় করবে) চাই ছদাকাহ থেকে, চাই কুরবাণী থেকে। সূরা বাকারাহ - ১৯৫আঃ

হাদীছে এসেছেঃ

عن كعب ابن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مربه زمن الحديبية فقال: قدأذاك هوام رأسك، قال: نعم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة نسكا أوصم ثلاثة أيام أوأطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين، رواه البخارى ومسلم وأبوداود.

হযরত কা'ব বিন্ উজ্‌রাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুদাইবিয়ার সময় রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন তোমার মাথার পোকাগুলি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে,

তাইনা? তিনি বললেন হাঁ। নবী (ছাঃ) বললেন তুমি হলক (নাড়া) করে ফেল এবং ছাগল কুরবাণী কর, কিংবা তিনটি রোযা রাখ, কিংবা তিন ছা' খেজুর ছয়জন মিসকীনের মাঝে বন্টন করে দাও। হাদীছটি বুখারী মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

কারণ ব্যতীত যেই নিষিদ্ধ কাজ করা হবে তারও হুকুম একই তবে আবু হানিফা (রহঃ) তিন প্রকারের স্বাধীনতার সুবিধা হরণ করে নির্দিষ্টভাবে কুরবাণীর দ্বারা ফিদ্ইয়া প্রদানের অভিমত ব্যাক্ত করেছেন। ফিক্বহুস্সুন্নাহ ১/৫৭৪

পাপাচারী কথা বা ঝগড়া-ঝাঁটির জন্য বা বিবাহ করার বা দেয়ার মত কোন নিষিদ্ধ আচরণে জড়িত হলে শুধু তাওবাহ করতে হবে,এর জন্য কোন ফিদ্য়াহ লাগবেনা।

স্থলের প্রাণী শিকার করলে, যে ধরণের প্রাণী শিকার করবে ঐ ধরনের প্রাণী ফিদ্য়াহ দিতে হবে। যা নির্ধারণ করবে দুজন ন্যায়পরায়ণ মু'মিন ব্যক্তি। আর উহা কা'বা শরীফের নিকটস্থ ফকীর-মিসকীনদের পৌঁছাতে হবে। আর যদি ঐ ধরনের প্রাণী না পাওয়া যায় তবে তার দাম ধরা হবে এবং সেই দাম অনুপাতে খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ ধার্য করে সেই খাদ্যকে অর্ধছা' হিসাবে যতজন মিসকীনকে দেয়া যায় দিবে কিংবা প্রতি অর্ধছার পরিবর্তে একটি করে রোযা পালন করবে।ইহাই হলো-أوكفارة طعام مسكين أوعدل ذلك صياما-এর সঠিক ব্যাখ্যা, এই ব্যাখ্যা করেছেন ইব্নু আব্বাস (রাঃ)। ফিকহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৭৬ পৃঃ।

আর যদি সহবাস বা সঙ্গমের পূর্বে যে আচরণ করা হয় উহা করার মাধ্যমে নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হয় তাহলে দম দিতে হবে। মিনহাজুল মুসলিম -৩০ পৃঃ ও ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৭৬ পৃঃ।

স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার মত নিষিদ্ধ কাজ হয় তবে তাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হুকুম আসবে।

যদি প্রাথমিক হালালের অর্থাৎ ১০তারিখে জাম্‌রাতুল আকাবাহকে পাথর মারার পূর্বে সংঘটিত হয়, তবে দুটি জরিমানা।

একঃফিদ্‌য়াহ হিসাবে একটি উট কিংবা গরু কুরবাণী দিবে। আর উহা হারামের ফকীর-মিসকীনদের ভিতর বন্টন করে দিতে হবে। তারা সেখান থেকে কিছুই খাবেনা।

দুইঃউভয়রই এবারের হজ্জ্ব বাত্বিল বলে গণ্য হবে, পরের বছর এই হজ্জ্ব অবশ্যই কাযা করতে হবে। মানাসিকুল হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ, উছাইমীন-৩৭ পৃঃ।

মুওয়াত্বা ইমাম মালেক নামে হাদীছ গ্রন্থে এসেছে, এক ব্যক্তি হজ্জ্বের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তার স্ত্রীর সহিত সহবাস করলে হযরত উমার, আলী ও আবুহুরাইরাহ সম্মিলিত ভাবে এই বলে ফাতওয়া দিয়েছিলেন।

ينفذان بوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهماحج قابل والهدى.

তারা যে অবস্থায় রয়েছে এই অবস্থায় হজ্জ্বব্রত পূর্ণ করে ফেলবে অতঃপর পরবর্তীতে আবার তাদেরকে হজ্জ্ব পালন করতে

১/৫৭৫ ও মানাসিক উছাইমীন- ৩৭ পৃঃ।

কিন্তু যদি প্রাথমিক হালাল তথা জাম্‌রাতুল আকাবায় পাথর মারার পর এই যৌনকৃয়া সংঘটিত হয় তাহলে হজ্জ্ব নষ্ট হবেনা, কাযাও করতে হবেনা, তবে ফিদয়াহ দেয়া ওয়াজিব। চাই তা উট-গরু হোক বা ছাগল হোক। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৭৬ পৃঃ ও মানাসিক ..৩৭

مابياح للمحرم
মুহ্‌রিম ব্যক্তির জন্য যা যা করা বৈধ

১। মুহরিম ব্যক্তি গোসল করতে পারবে, পরনের সেলাই বিহীন কাপড় বদলিয়ে ঐরূপ অন্য সেলাই বিহীন কাপড়

পরতে এবং ময়লা হলে ধৌত করতে পারবে। এই মর্মে দলীলঃ عن جابر رضى الله عنه قال:يغتسل المحرم ويغسل ثوبه،، فقه السنه ١/٥٦١

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, মুহরিম ব্যক্তি গোসল করতে পারবে এবং কাপড়ও ধৌত করতে পারবে। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৬১

অন্য হাদীছে এসেছে- আবদুল্লাহ্ বিন্ হুনাইন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-ইব্নু আব্বাস ও মিস্ওয়ার বিন্ মাখরা-মাহ আরওয়া নামক স্থানে মতবিরোধ করেছিলেন। ইব্নু আব্বাস বললেন মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধৌত করতে পারবে, মিস্ওয়ার বললেন না, পারবেনা। মতানৈক্য হলে ইব্নু আব্বাস আমাকে (আব্দুল্লাহ বিন হুনাইনকে) আবু আইয়ুব আন্ছারীর নিকট পাঠালেন, এসে তাঁকে কূপের নিকট স্নানরত অবস্থায় পেলাম, তিনি কাপড় দ্বারা ঘেরাও-কৃত্ব ছিলেন, অতঃপর সালাম দিলাম,(উত্তর দিয়ে বললেন) কে এই লোক? আমি বললাম আমি আব্দুল্লাহ বিন্ হুনাইন, আমাকে ইব্নু আব্বাস আপনার নিকট একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছেন যে, কিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহরিম অবস্থায় গোসল করতেন? তিনি বলেন আবু আইয়ুব ঘেরাওকারী কাপড়ে হাত রেখে উহাকে নিচু করে মাথা বের করে বললেন- মানুষ এইভাবে এর (মাথার) উপর পানি ঢালবে, যেভাবে আমি ঢালছি, এই বলে পানি ঢেলে দিয়ে দুহাত দ্বারা মাথা খলালেন, সামনের দিক থেকে শুরু করে পিছন পর্যন্ত। অতঃপর বললেন এই ভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে গোসল করতে দেখেছি। বুখারী মুসলিম সহ মুহাদ্দিছ গোষ্ঠির সকলেই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন শুধু ইমাম তিরমিযী ছাড়া।

২। প্রয়োজনে ও কারণ বশতঃ মুখমন্ডল ঢাঁকা যায়, তবে লেপ্টানো অবস্থায় নয়। ইমাম শাফেঈ ও সাঈদ বিন্ মানছুর

মানছুর কাসিম থেকে বর্ণনা করেছেন-

كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، ومروان بن الحكم يخمرون وجوههم وهم محرمون ،، فقه السنه -٥٦٢/١١

উছমান বিন আফফান, যায়েদ বিন্ ছাবিত ও মারওয়ান ইব্নুল হাকাম তাঁরা মুহরিম অবস্থায় চিহারা ঢাঁকতেন। ফিক্বহুস সুন্নাহ - ১/৫৬২ পৃঃ

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- যখন প্রচন্ডাকারে বাতাস আসতো তখন তাঁরা (ছাহাবাগণ) ইহরাম অবস্থায় মুখ ঢেঁকে ফেলতেন। ফিক্বহুস সুন্নাহ - ১/৫৬২

এর কারণে ফিদ্য়ার কোন উল্লেখ যেহেতু আসেনি সুতরাং বুঝা যায় এই ধরনের অবস্থায় মুখ ঢাঁকার কারণে কোন ফিদ্য়াহ বা কাফ্ফারাহ দিতে হবেনা।

৩। ইহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো, ফোড়া গালানো, দাঁত উঠানো, হাল্কা অপারেশন ইত্যাদিও করা যাবে।

عن ابن بحينة رضى الله عنه قال:احتجم النبى صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل وسط رأسه،، متفق عليه..

হযরত উবনু বুহাইনাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লাহইজামাল নামক স্থানে মুহরিম অবস্থায় মাথার মধ্যস্থানে শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

قال ابن عباس رضى الله عنهماالمحرم ينزع ضرسه ويفقأ القرحة،، فقه السنة -٥٦٣/١

ইব্নু আব্বাস (রাঃ)বলেছেন মুহরিম ব্যক্তি প্রয়োজনে দাঁত তোলাতে ও ফোড়া গালাতে পারবে। ফিক্বহুস্সুন্নাহ- ১/৫৬৩

উপরোক্ত দুই হাদীছের আলোকে ইমাম মালেক (রাঃ) বলেছেনঃ -

لاباس للمحرم أن يفقأ الدمل ويربط الجرح ويقطع العرق إذاحتاج ،، فقه السنة -١/ ٥٦٣

মুহরিমের জন্য ফোড়া গালাতে, ক্ষতস্থান ব্যান্ডিস করাতে, কোন রগ কেটে ফেলার প্রয়োজন হলে তথা অপারেশনের

প্রয়োজন হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৬৩ পৃঃ।

৪। মাথা বা শরীর চুলকালে বা রগড়ালে কোন অসুবিধা নেই। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছেঃ

عن عائشة رضى الله عنها سُئلت عن المحرم يحك جسده ؟ قالت نعم فليحككه وليشدد،، رواه البخارى ومسلم وزادمالك ولوربطت يداى ولم أجدإلارجلى لحككت،، فقه السنة -١/٥٦٣

হযরত আয়েশাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মুহরিম ব্যক্তি কি তাঁর শরীর চুলকাতে পারবে? তিনি বললেন হাঁ, জোরে জোরে চুলকাতে পারবে। হাদীছটি বুখারী মুসলিম ও মালিক বর্ণনা করেছেন।

মালেক এর বর্ণনায় এসেছে, আমার হাত যদি বেঁধেও রাখা হয় আর চুলকানোর কোন উপায় না পাই, তবুও পাঁ দিয়ে আমি চুলকাবো। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ ১/৫৬৩ পৃঃ

৫। ইহরাম অবস্থায় মুহরিম আয়না দেখতে পারবে ও ফুলের ঘ্রাণ নিতে পারবে। চিকিৎসাও গ্রহণ করতে পারবে। এই মর্মে হাদীছে এসেছেঃ-

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: المحرم يشم الريحان وينظر فى المرآة ، ويتدوى بأكل الزيت والسمن،، رواه البخارى.

হযরত ইব্নু আব্বাস (রাঃ)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- মুহ্রিম ব্যক্তি নাকদ্বারা ফুলের বা আতরের ঘ্রাণ নিতে পারবে (তবে স্পর্শ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ) এবং আয়নাতে দেখ-তে পারবে, ঘী ও তৈল দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবে। হাদীছটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

চুল দাড়ী চিরুনি দ্বারা হাল্কা শিঁথি ও পরিপাটি করাও যাবে এতে দু'একটা চুল উঠলেও ক্ষতি নেই এবং তা করলে কোনরূপ ফিদ্য়াহ বা কাফফারাও লাগবেনা। কিন্তু এসবই উত্তমের পরিপন্থী, কারণ বিক্ষিপ্ত ময়লা মাটি অবস্থা হজ্জ্বের মান বর্ধক ও আল্লাহর জন্য গৌরব বর্ধক।

হাদীছে এসেছেঃ

إن اللــه يبــاهى بــأهل عرفــة ملائكتــه فيقــول: يــا ملائكتــى إنظروا إلى عبادى قدأتونى ، شعثا غبراضاحين،، أخرجه الامام أحمد والبيهقى.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আরাফাত দিবসে আরাফাত বাসীকে নিয়ে ফিরিশ্তার নিকট গৌরব করেন এই বলে- হে আমার ফিরিশ্তাকুল দেখ আমার বান্দাদের, তারা আমার নিকট কি ভাবে ধুলাপ্লুত ও বিক্ষিপ্ত কেশে বেরিয়ে এসেছে। হাদীছটি ইমাম আহমদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন।

৬। পাঁয়ের বা হাতের নখ উপড়ে গিয়ে কষ্টের কারণ হলে উহা কেটে ফেলা যাবে। ইব্নুল মুনযির বলেন এই ব্যাপারে বিদ্বানগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যদি কোন মুহরিম ব্যক্তির নখ উপড়ে বা ভেঙ্গে যায় তবে সে উহা কেটে ফেলতে পারবে এবং এ জন্য তাকে কোন ফিদ্য়াহ বা কাফ্ফারাহ দিতে হবেনা। মুগ্নী -৫/ ১৪৬ পৃঃ।

ক্বুরআনের আয়াতের মর্মও তাই- আল্লাহ বলেন-

وماجعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم ،، الحج-৭৮

তোমাদের জন্য আল্লাহ দ্বীনের ভিতর কোন অসুবিধা রাখেননি, এটা তোমাদের (জাতির) পিতা ইব্রাহীমের ধর্ম। (সূরা হাজ্জ্ব -৭৮)

৭। মুহ্রিম ব্যক্তি কোমরের বেল্ট, আংটি, ঘড়ি, চশমা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে। জিনিস পত্র, টাকা-পয়সা বহণের জন্য ঘাড়ে ব্যাগ ঝুলিয়ে রাখতে পারবে। এমনিভাবে জামা গায়ে না পরে প্রয়োজনে কোমরের সাথে বেঁধে রাখতে পারবে উমরাহ শেষ করে বা হজ্জ্ব শেষ করে পরার উদ্দেশ্যে। মানাসিকুল হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ উছাইমীন প্রণীত- ৪১ ফিক্বহুস্ সুন্নাহ ১/৫৬৪ পৃঃ

৮। ছাদের, ছাতার, তাঁবুর, গাছের ও মাথার উপর স্পর্শ না করিয়ে কাপড় উচুঁকরে ধরার মাধ্যমে সূর্যের তাপথেকে বাঁচা যাবে বা এসবের ছায়া গ্রহণ করা যাবে।

হাদীছে এসেছেঃ

عن أم الحصين رضى الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا، أحد هماآخذ بخطام ناقة النبى صلى الله عليه وسلم والأخررفع ثوبه يسترمن الحرحتى رمى الجمرة ،، أخرجه أحمد ومسلم.

হযরত উম্মুল হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত বিদায় হজ্জে হজ্জ্ব পালন করেছি। উসামাহ ও বেলালকে দেখেছি একজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর উটণীর লাগাম ধরে টানতেছিল এবং অন্যজন কাপড় উঁচু করে ধরে তাঁকে সূর্যের তাপথেকে রক্ষা করছিল। এই অবস্থায় জামরায় পাথর নিক্ষেপ করেন। হাদীছটি আহ্মদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আরাফাতের মাঠের পাশে নামেরাহ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢোলার পূর্ব পর্যন্ত সেই তাঁবুতে অবস্থান করেছিল। মুসলিম

৯। মুহরিমের জন্য কিছু প্রাণী হত্যাকরা বৈধ, চাই হারামের সীমানায়, চাই উহার বাইরে, আর তা হচ্ছে যেকোন কষ্ট-দায়ক প্রাণী, যেমন-মানুষকে কামড়ায় এমন কুকুর, চিল, কাক, ইঁদুর ছোট-বড় উভয়টাই, সাঁপ-বিচ্ছু, বাঘ-ভল্লুক, বানর ইত্যাদি।

عن عائشه رضى الله عنها أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتل ن فى الحرم ؛ الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور،، متفق عليه.

হযরত আয়েশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন পাঁচটি প্রাণী কষ্টদায়ক, ওগুলিকে হারাম এলাকা-তেও হত্যাকরা যাবে- কাক, চিল, বিচ্ছু ইঁদুর কামড় প্রদান কারী কুকুর। (বুখারী ও মুসলিম) বুখারীতে সাঁপের কথা বৃদ্ধি আছে।

অন্যএক হাদীছে এসেছে-

خمس من الدواب ليس على المحرم فى قتلهن جناح،، متفق عليه-

পাঁচটি প্রাণী রয়েছে মুহ্‌রিম ব্যক্তি সেগুলি হত্যা করে ফেললে কোন দোষ হবেনা। (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে-

قال ابن عباس رضى الله عنهما: لابأس أن يقتل المحرم القرود والحلمة ،، فقه السنة- ٥٦٦/١

ইব্‌নু বাব্বাস (রাঃ)বলেন বানর ও হাল্‌মাহ (বড় বানর) হত্যা করলে মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোন অসুবিধা নেই। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৬৬ পৃঃ।

এমনকি কোন মানুষ আক্রমন করলে, যেমন- ডাকাত মাল ছিনতাই বা হত্যা করতে আসলে প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যেয়ে তাকে হত্যাও করা যাবে। আর নিজে নিহত হলে শহীদ বলে গণ্য হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন -

من قتل دون ماله فهوشهيد ومن قتل دون دمه فهوشهيد ومن قتل دون دينه فهوشهيد ومن قتل دون أهله فهوشهيد،، رواه أبوداود، وقال الترمذى حسن صحيح .

যে ব্যক্তি মালের কারণে নিহত হয় সে শহীদ(শর্ত হলো মুসলিম হয়ে ফরয এবাদত পালনকারী হতে হবে)।

যে ব্যক্তি রক্তের কারণে অর্থাৎ আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি দ্বীনের কারণে নিহত হয় সে শহীদ।

যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের জন্য নিহত সেও শহীদ। (হাদীছটি আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী হাসান ছহীহ বলেছেন)।

১০। ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হওয়াতে ইহরামের কোন ক্ষতি হয়না।

إحرام الحائض والنفساء
ঋতুবতী ও প্রসূতির ইহ্রাম

যদি কোন মহিলা ইহরামের পূর্বে ঋতুবতী হয় কিংবা সন্তান প্রসব করে তবে অন্যান্য পবিত্র মহিলাদের মতই অন্যান্য পবিত্রতা অর্জন করে গোসল করে ইহরাম বেঁধে ফেলবে (কারণ ইহরাম বাঁধার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়)। হাদীছে এসেছে, বিদায় হজ্জ্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত আবু বাকর ও তাঁর স্ত্রী আস্মা বিন্তু উ'মাইস্ও এসেছিলেন। মদীনাবাসীর মীক্বাত যুল হুলাইফাতে আসার পর আসমার সন্তান প্রসব হয়ে যায়। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট খবর পাঠান -কি করবে এটা জানার জন্য।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেছিলেন, গোসল করে কাপড় দিয়ে মজবুতভাবে রক্তক্ষরণের স্থান (যোনিপথ)কে বেঁধে অন্যান্য মহিলাদের মত ইহরাম বেঁধে ফেল। মুসলিম শরীফ

ইহরাম বাঁধার পর অন্যান্য মহিলাদের উপর যে সমস্ত কাজ নিষেধ, তারাও ঐগুলি থেকে বিরত থাকবে।

তাদের জন্য বিশেষ নিষেধ হলো এই যে, তারা ঐঅব-স্থায় বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করতে পারবেনা। কিন্তু ত্বওয়াফ ব্যতীত হজ্জ্বের সকল কাজ করতে পারবে। পবিত্র হওয়ার পর গোসল ও অযু করে ত্বাওয়াফ করবে।

আর ইহরাম বাঁধার পর যদি ঋতুবতী বা প্রসূতি হয় তবে ইহরাম অবস্থাতে বিদ্যমান থেকে সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং কা'বাহ শরীফের ত্বাওয়াফ ব্যতীত হজ্জ্বের অন্যান্য কাজ করতে থাকবে।

যদি আরাফাহর দিন এসে যাওয়া সত্ত্বেও পবিত্র না হয় এবং ঋতুবতী বা প্রসুতি তামাত্তু' হজ্জ্বের নিয়ত ও ইহরাম করে আসে, তবে উমরার নিয়ত পরিবর্তন করে হজ্জ্বের

নিয়ত করে ফেলবে। এটাকে বলাহয় উমরাকে হাজ্জ্বের ভিতর প্রবেশ করানো।

এতে উমরাহ বাত্বিল হয়না বরং শুধু হজ্জ্বের কাজের মাধ্যমে হজ্জ্ব ও উমরাহ দুটিই সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। যেমনটি ঘটেছিল হযরত আয়েশার ক্ষেত্রে। আয়েশাহ (রাঃ) তামাত্তু' হজ্জ্বের জন্য উমরার নিয়ত করে ইহরাম বেঁধেছিলেন, কিন্তু সারিফ নামক স্থানে আসার পর তাঁর ঋতু এসে গেলে রাসূল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে হজ্জ্বের নিয়ত করতে বলেছিলেন। আর বলেছিলেন-

طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجتك ،،

رواه البخارى ومسلم ..

বায়তুল্লাহর এই ত্বাওয়াফ ও ছফা মারওয়ার এই সাঈই তোমার উমরার ও হজ্জ্বের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ তোমার হজ্জ্ব তামাত্তু' বলে গণ্য হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

صفة العمرة
উমরার বর্ণনা

উমরার রুকন হলো ইহরাম বাঁধা, বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করা ও ছাফা মারওয়াহ সাঈ করা। ওয়াজিব হলো মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা, মাথার চুল মুড়িয়ে বা কেটে হালাল হওয়া, ত্বওয়াফে বিদা' করা। আর বাকী কাজগুলি সুন্নাত।

الإحرام-ইহরামঃ -পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইহরাম বেঁধে নিবে। মীক্বাতে পৌছার পর পরিস্কার পুরিচ্ছন্ন হয়ে গোসল করে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে। পুরুষ জাতি সেলাই বিহীন একটি লুঙ্গী ও একটি চাদর পরিধান করবে। যে কোন রংগের চলবে তবে সাদা রংগের পরিধান করা সুন্নাত। মহিলাদের জন্য সেলাই বিশিষ্ট যেকোন ধরনের ও রংগের কাপড় পরিধান করা জায়েয, তবে শরীয়ত

অসম্মত, পুরুষদের মত বা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যেন না হয়।

এই স্থানে হযরত ইব্‌নু উমারের হাদীছ উল্লেখ করলেই যথেষ্টঃ -

عن ابن عمر رضى الله عنهماقال: نهى النبى صلى الله عليه وسلم النساء فىإحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسّه الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ماأحبت من ألوان الثياب من معصفر أوخزأوحلى أوسراويل أوقميص أوخف ،، رواه أبوداود والبيهقى، والحاكم ورجاله رجال الصحيح، فقه السنة - ٥٦٨/١

হযরত ইব্‌নু উমার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) মহিলাদেরকে তাদের ইহ্‌রামের সময় কুফাযাইন (হাত আবৃতকারী মুযা)ও নিক্বাব অর্থাৎ মুখমন্ডল আবৃত-কারী বুর্ক্বা এবং ঐসকল কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন; যাআফ্‌রান ও অর্স (এমন উদ্ভিদ যা থেকে খয়রী রং বের হয়) যাকে স্পর্শ করেছে (কারণ এই দুটি সুগন্ধি বিজড়িত, শুধু রং হলে কোন কথা ছিলনা)। এছাড়া যা খুশী পরবে- লাল রংগের রেশ্মির, গয়না, পায়জামা, কামীজ, মুযা সব পরতে পারবে। হাদীছটি আবু দাউদ, বায়হাকী, হাকিম বর্ণনা করেছেন। হাদীছের বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ ছহীহ হাদীছের ব্যক্তিবর্গ। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ ১/৫৬৮ পৃঃ।

কাপড় পরিধান করে পুরুষদের জন্য সুগন্ধি সহজ লভ্য হলে তা মেখে, ইচ্ছা করলে চুল, দাড়ী শিঁথা করে, ফরয নামাযের সময় হলে উহা আদায়ের পর বা তাহিয়াতুল ওযুর দু'রাক্‌আত নফল নামায আদায়ন্তোর কিংবা বিনা নামাযে মনে মনে উমরার নিয়ত বা ইচ্ছা খাঁটি করে লাব্বায়কা উমরাতান বা লাব্বায়কা বি উমরাতি অর্থাৎ উমরাহ করতে উপস্থিত হয়েছি বলে তালবিয়াহ পাঠ করা শুরু করবে।

তাল্‌বিয়ার শব্দগুলি বাংলায়ঃ ‘‘লব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা লা-শারীকালাকা লব্বায়কা, ইন্নাল হাম্‌দা

ওয়ান্‌নে'মাতা লাকাওয়াল মুল্‌ক্‌, লা শারীকা লাক''

কারো যদি ভয় থাকে যে, সে উমরাহ পালন সম্পন্ন করতে পারবেনা, তবে শর্ত করে নিবে।

মুছাল্লা থেকে দাঁড়িয়ে কিংবা বাহণে আরোহণ করে ক্বিবলা মুখী হয়ে তাল্‌বিয়াহ পাঠ আরম্ভ করা সুন্নাত। এই ভাবে জোরে জোরে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মক্কার অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে। সব সময় তাল্‌বিয়াহ পাঠ করা জরুরী নয়। অন্যান্য দুআ-কালামও মাঝে মধ্যে পাঠ করবে। উচুঁতে উঠার সময় ও নিচুতে নামার সময় তাল্‌বিয়াহ পাঠ করার কথা হাদীছে পাওয়া যায়। তাহলে বুঝাযায় মাঝেমধ্যে তাল্‌বিয়াহ পাঠ বন্ধ রাখা যায়। এই সময় ক্বুরআন তেলাও-য়াত, যিকির-আযকার, দুআ-দরুদ ইত্যাদি পাঠ করতে থাকবে। মুসনাদ আহ্‌মাদে একটি হাদীছ এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন সময় তাল্‌বিয়ার ভিতর লা'ইলাহা ইল্লাল্লাহু-ও বলতেন। হাকিম হাদীছটিকে ছহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী ও আলবাণী সমর্থন করেছেন। মানাসিক, আল্‌বাণী- ১৭ পৃঃ। এমনি ভাবে তাল্‌বিয়াহ পাঠ করতে করতে মক্কায় প্রবেশ করবে। মক্কা প্রবেশের পর তথা মক্কার ঘর-বাড়ী দৃষ্টিগোচর হলে তাল্‌বিয়াহ পাঠ বন্ধ করবে। একথা আল্‌বাণী, বুখারী ও বায়হাকীর হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন। মানাসিক - ১৯পৃঃ।

আবার কেউ এই হাদীছ থেকে ত্বাওয়াফে কুদুম শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত পাঠ করার কথা বলেছেন।

دخول مكة والطواف بالبيت

মক্কায় প্রবেশ ও ত্বাওয়াফ

মক্কায় প্রবেশ কারীর জন্য জ্ঞাতব্য কিছু বিষয়ঃ

১। মক্কার হারামের সীমানায় সাবধানতার সাথে চলা-ফেরা

করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ -

ومن يردفيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم،، سورة الحج – ٢٥

যে ব্যক্তি এই হারামের সীমানায় গর্হিত কাজের মাধ্যমে যুলুমের ইচ্ছা পোষণ করে আমি তাকে কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাবো। (সূরা হাজ্জ্ব ২৫ আঃ)।

লক্ষণীয় হারাম ব্যতীত অন্যস্থানে কোন গর্হিত, অসৎ কাজ করার ইচ্ছা করলে এবং উহা বাস্তবে পরিণত না করলে কোন পাপলেখা হয়না বলে হাদীছে এসেছে। কিন্তু হারামের ক্ষেত্রে তার বিপরীত, শুধু ইচ্ছা করলেই উহা লিপিবদ্ধ হয় এবং উহার কারণে শাস্তিরও হুমকী অত্র আয়াতে প্রদান করা হয়েছে।

২। এই হারাম এলাকার ভিতর তার সম্মানার্থে, কোন গাছ কাটা যাবেনা, ঘাস কাটা যাবেনা, কোন প্রাণী শিকার বা শিকার করতে সাহায্য করা যাবেনা, কোন নিক্ষিপ্ত বা পড়ে থাকা বস্তু কুড়ানো যাবেনা। শুধুমাত্র ঐব্যক্তির জন্য কুড়ানো বৈধ যে, উহার মালিকের নিকট পৌছানোর উদ্দেশ্যে প্রচার করবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই মর্মে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

হারাম এলাকায় কোন হত্যাকান্ড, খুন-খারাবী করা কঠোর ভাবে নিষেধ, এমনকি হত্যার কোন অপরাধীও যদি হারাম এলাকায় প্রবেশ করে তাকেও হত্যা করা যাবেনা।

আল্লাহর তা'আলার সাধারণ নির্দেশঃ

ومن دخله كان آمنا،، آل عمران –٩٧

যে উহার (হারামের) ভিতর প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। সূরাহ আলু ইমরান -৯৭আঃ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন -

لايحل لا مرئ يؤمن با لله واليوم الأخرأن يسفك دما.

কোন আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য এই হারামের ভিতর রক্তপাত হালাল নেই। কিন্তু ফাতহে মক্কার

সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন তা ছিল কিছুক্ষনের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক বিশেষ অনুমোদনের কারণে। বুখারী ও মুসলিম।

আল্লাহ্‌র ঘর কাবাহ্ শরীফের সম্মানার্থে মক্কা ও তার পাশের নির্দিষ্ট এলাকার এত সম্মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই জন্যই মক্কাকে লক্ষ করে বলেছেনঃ -

,, والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى، ولولا أنى أخرجت ما خرجت منك،، رواه أحمد والترمذى وقال:حسن صحيح

আল্লাহর শপথ- হে মক্কা তুমি নিশ্চয় আল্লাহর উত্তম ভুখন্ড এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় জমিন, যদি আমাকে বহিস্কার না করা হতো আমি তোমার থেকে বের হতামনা। হাদীছটি আহমদ ও তিরমিযী বর্ণনা করে ছহীহ্ বলেছেন।

মদীনাতেও হারাম রয়েছে- আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এর হারাম হওয়া ঘোষণা করেছেন। দু'একজন বিদ্বান ও কবর পুজারীদের ছাড়া সকলের নিকট মদীনা অপেক্ষা মক্কার সম্মান বেশী।

মক্কার হারামের সীমানাঃ

উত্তরদিক থেকে-মক্কা হইতে তান্‌ঈম পর্যন্ত, ব্যবধান ৬কিঃ মিঃ
দক্ষিণদিক থেকে-মক্কা হইতে আযাহ পর্যন্ত, ব্যবধান ১২কিঃ মিঃ
পূর্বদিক থেকে-মক্কা হইতে জি'রানা পর্যন্ত, ব্যবধান ১৬কিঃ মিঃ
উত্তর পূর্বদিক থেকে- মক্কা হইতে ওয়াদি নাখ্‌লাহ্ পর্যন্ত, ব্যবধান -১৩ কিঃ মিঃ।
পশ্চিম দিক থেকে- মক্কা থেকে হুদাইবিয়া (শুমাইসী) পর্যন্ত, ব্যবধান ১৫ কিঃ মিঃ। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ -১/৫৮১ পৃঃ
এই ছিল বিভিন্নদিক থেকে হারামের সীমারেখা।

এবার বিভিন্ন এলাকা ও রাস্তা হিসাবে সীমারেখা লক্ষ করুন।

আরাফাতের রাস্তা ধরে প্রায় -১১ মাইল পর্যন্ত।
নজ্দ্ ও ইরাকের রাস্তা ধরে প্রায় - ৭ মাইল পর্যন্ত।
জি'রানার রাস্তা ধরে প্রায় -৯ মাইল পর্যন্ত।
তান্ঈমের রাস্তা ধরে - ৪ মাইল পর্যন্ত।
জিদ্দার রাস্তা ধরে -১৮ মাইল পর্যন্ত।
ইয়ামানের রাস্তা ধরে - ৭ মাইল পর্যন্ত।
আল-মিনহাজ লিল মু'তামির ওয়াল হাজ্জ্ব। মসজিদুল হারামের খত্বীব ও ইমাম সউদ বিন্ ইব্রাহীম আল-শুরাইম প্রণীত -৩০ ও ৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ্য, মিনা ও মুয্দালেফাহ্ হারামের অন্তর্ভূক্ত। শাইখ বিন্ বায প্রণীত আত্তাহকীক ওয়াল ঈযাহ -২৮ পৃঃ।

মক্কায় প্রবেশের আদব ও শিষ্টাচার সমূহঃ

১।রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) যেই দিক দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন এবং যা যা করেছিলেন, ঐ দিক দিয়ে প্রবেশ করে ঐ কাজগুলি করা উত্তম। তিনি হারামের নিকট এসে যীতুওয়া নামক স্থানে রাত্রি যাপনের পর ফজরের নামায আদায় করে ও গোসল করে, ত্বওয়াফের উদ্দেশ্যে কাবা গৃহে যেতেন।

عن نافع قال: كان ابن رضى الله عنهما إذادخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذالك،، متفق عليه.

হযরত নাফি' থেকে বর্ণিত যে, ইব্নু উমার(রাঃ) যখন হারামের নিকটে আসতেন তখন তালবিয়াহ্ পাঠ বন্ধ করে দিতেন এবং যীতুওয়া নামক স্থানে রাত্রি যাপন করতেন। অতঃপর সকালের (ফজরের) নামায আদায় করে গোসল করার পর ত্বওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহ্র অভিমুখে বের হতেন এবং বলতেন যে, নবী (ছাঃ) এরূপ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

২। মসজিদুল হারাম আসতেন বাত্বহার অন্তর্গত ছানিয়াতুল

উল্ইয়ার দিক থেকে যাকে ছানিয়াতু কাদা (ثنية كداء) বলা হতো, আজ মুআল্লা (المعلاة) নামে পরিচিত। সেখানে একটি কবরস্থান ‘‘মাক্বারাতুল মুআল্লা’’ নামে পরিচিত। এই কবরস্তানে সমাধিস্ত রয়েছেন প্রথমা নবীপত্নী মা খাদিজাহ। পরিবর্ধিত ভাবে ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৮৪

৩। বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফের জন্য বানু শাইবাহ দরজা দিয়ে ঢুকা উত্তম, যা বর্তমান বাবুস্সালাম নামে পরিচিত। কারণ রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন বলে হাদীছে পাওয়া যায়, আর এই দরজা দিয়ে ঢুকলে হাজ্রে আস্ওয়াদ, (যেখান থেকে ত্বাওয়াফ আরম্ভ) নিকটে হয়। মানাসিক আলবাণী - ১৯পৃঃ

তবে সুযোগ সুবিধা না পাওয়া গেলে যে কোন রাস্তা অবলম্বন করে যেকোন দরজা দিয়ে ঢুকা যাবে, এতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন ঃ -

كل فجاج مكة طريق ومنحرم،، وفى حديث أخر: مكة كلها طريق يدخل من ههنا ويخرج من ههنا،، مناسك الحج والعمرة للألبانى- ١٩

মক্কার প্রতিটি অলি-গলি রাস্তা ও কুরবাণীর জায়গা। অন্য হাদীছে এসেছে মক্কার পুরোটাই রাস্তা, এখান দিয়ে প্রবেশ করবে ওখান দিয়ে বের হবে। মানাসিক আল্বাণী- ১৯পৃঃ।

যেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করুকনা কেন প্রথমে ডান পাঁ মসজিদে রাখবে অতঃপর বাম পাঁ।

পাঁ রেখে নিম্নের যে কোন একটি দুআ’ পড়বেঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍوَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،، صحيح الكلم الطيب للألبانى- ٣٠-٣١

আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মাদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর, হে আল্লাহ তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ উম্মুক্ত করে দাও। ছহীহুল আল-কলিমুত্ ত্বয়্যইব- ৩০-৩১।

২। أَعُوْذُ بِا اللّهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ برواية أبى داود صحيح الكلم الطيب – ٣١

অতি মহান আল্লাহর আশ্রয় চাই- তাঁর সম্মানিত চিহারার অসীলায় এবং তার অতি পুরানো আধিপত্বের অসীলায় বিতাড়িত শয়তান হতে। (আবু দাউদের বরাতে ছহীহুল কালিমুত ত্বয়ইব্ - ৩১ পৃঃ।

এর পর কা'বা গৃহের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। কা'বাহ শরীফাহ্ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সময় ইচ্ছা করলে হাত উঠিয়ে নিজের ইচ্ছামত যে কোন দুআ করতে পারে। ইব্নু আব্বাস থেকে এই মর্মে মুছান্নাফ ইব্নু আবী শাইবাহতে ছহীহ সনদে মাওকুফ ভাবে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ মারফুভাবেও হাদীছ বর্ণনা করেছেন কিন্তু উহার সনদ দুর্বল। মানাসিকুল হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ্ আলবাণী- টিকা সহ -২০ পৃঃ।

মোট কথা এইস্থানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে নির্দিষ্ট কোন দুআর কথা হাদীছে সাব্যস্ত নেই [১]।

অতএব প্রত্যেকে নিজের মুখস্তকৃত দুআ থেকে পড়তে থাকবে। কিংবা নিজের প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহর নিকট নিজের বোধগম্য বাষায় কিছু ভিক্ষা করবে।

ইচ্ছা করলে হযরত উমার(রাঃ) যেই দুআ' পাঠ করতেন তা পাঠ করতে পারে -

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ ،،

---

[১] অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)থেকে এইস্থানে নির্দিষ্ট দুআ করার ব্যাপারে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে ।

যেমন-اللهم زدهذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وزدمن شرفه وكرمه ممن حجه أواعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ،، رواه الشافعي والبيهقي وقال: هذا منقطع الا سناد ..

কিন্ত এই হাদীছটি ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি বলে মূল বইয়ে উল্লেখ করা হয়নি। দেখুন আশ্শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুস্তাক্নি' ইব্নু উছাইমীন- ৭/ ২৬৫

হে আল্লাহ তুমি শান্তি তোমার থেকে শান্তির উৎস অতএব হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে শান্তির সাথে বাঁচিয়ে রাখুন। হাদীছটি বায়হাকী হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। মানাসিক্ আলবাণী- ২০পৃঃ

এর পর দ্রুত ত্বওয়াফের জন্য কা'বাহ শরীফাহ্‌রদিকে অগ্রসর হবে।

এবার ত্বওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে কিছু শর্ত জেনে নিন।

شــروط الطـواف
ত্বওয়াফের শর্ত সমুহ

ত্বওয়াফের বেশকিছু শর্ত রয়েছে যা হজ্জ্ব উমরাহ পালন কারীর জন্য ত্বওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে জানা উচিত।

শর্তগুলি নিম্নরূপঃ –

১। ছোট ও বড় উভয় প্রকার নাপাকি থেকে পবিত্র অর্জন করতে হবে। ছোট নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন অর্থ, ওযু না থাকলে ওযু করে নেয়া। আর বড় নাপাকি থেকে পবিত্র হওয়া অর্থ স্ত্রী সহবাস করলে বা স্বপ্নদোষ হলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বির্যপাত করলে বা মাসিক স্রাব ও গর্ভ পাতু- ত্তোর কালীন স্রাব বন্ধ হলে শারঈ নিয়মে গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা। কারণ ত্বওয়াফ নামাযেরই মর্যাদা রাখে।

তাই নামায যেমন ঐ দুই প্রকারের নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন না করলে ছহীহ ও কবুল হয়না। ঠিক ত্বওয়াফও ছহীহ্ বা কবুল হবেনা।

উপরোক্ত শর্তের দলীলঃ

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الطواف (بالبيت) صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير،،رواه الترمذى والدار قطنى

وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن وصححه الألباني في الإرواء - ٢١

ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ একপ্রকার নামায, কিন্তু আল্লাহতাআলা এর ভিতর কথা বলা হালাল করেছেন। অতএব কেউ কথা বললে যেন ভালকথা ছাড়া কিছু না বলে। হাদীছটি তিরমিযী দারাকুত্বনী বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম, ইব্‌নু খুযাইমাহ,ইব্‌নুস্‌সাকান ও শাইখ্ আল্‌বাণী ছহীহ বলেছেন। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ -১/৫৮৮ পৃঃ মানাসিক আলবাণী ২৩পৃঃ।

(খ)عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أول شئ بدأبه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ،، رواه البخاري ومسلم ..

হযরত আয়েশাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী (ছাঃ) মক্কা আসার পর সর্ব প্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা হলো ওযু, অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করেছিলেন। হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

বড় ধরণের নাপাকী নিয়ে ত্বওয়াফ অবৈধ হওয়ার দলীলঃ- এই ব্যাপারে আয়েশাহ (রাঃ) এর হজ্জ্বকালে স্রাব আসার ঘটনা সম্বলিত হাদীছটিই দলীল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেছিলেন -

فاقضي مايقضي الحاج غيرأن لاتطوفي بالبيت حتىتغتسلي،،رواه مسلم

হজ্জ্ব পালনকারী যা করে তুমিও তাই কর, তবে (পবিত্র হওয়ার পর) গোসলের পূর্বে বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করবেন। (মুসলিম)

কারো নাজাসাত (নাপাকি) স্থায়ী হলে তার হুকুমঃ

কেউ যদি রোগের কারণে সব সময় নাজাসাত যুক্ত থাকে, যেমন অনবরত প্রস্রাব পড়ে বা কোন মহিলার অনবরত

স্রাব যায় তাহলে মা'যুর। অনবরত প্রস্রাব পড়া রুগী ওযু করে তৃওয়াফ করতে থাকবে। তৃওয়াফ অবস্থায় যদি প্রস্রাব পড়তেও থাকে কোন অসুবিধা নেই।

এমনি ভাবে অনবরত স্রাব বিশিষ্ট মহিলা গোসল করে লজ্জাস্থানকে মজবুত করে বেঁধে নিয়ে ওযু করে তৃওয়াফ করতে থাকবে। আল্লাহ বলেছেন -،،لايكلف الله نفسا إلاوسعها সূরة البقرة - আল্লাহ কাউরি উপর সামর্থের উর্ধে ভার চাপাননা। সূরা বাক্বারাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ- ১/৫৮৮পৃঃ দলীল সহ

২। সতর ঢাঁকতে হবে। এই ব্যাপারে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এর হাদীছ উল্লেখ যোগ্য। আবু হুরাইরাহ (রাঃ)বলেন বিদায় হজ্জের পূর্বে তথা যেই হজ্জে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু বাক্র (রাঃ)কে আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন সেই হজ্জে কুরবা- নীর দিন আবু বাক্র (রাঃ) আমাকে একদলের সাথে প্রেরণ করেছিলেন যারা এই বলে ঘোষণা দিচ্ছিল- এই বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ্ব করতে পারবেনা এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বায়তুল্লাহর তৃাওয়াফ করতে পারবেনা। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বুখারী ও মুসলিম।

৩। সাত তৃওয়াফ পুরা করতে হবে। এক তৃওয়াফ কেউ বাদ দিলে তার তৃওয়াফ- তৃওয়াফ বলে গণ্য হবেনা। যদি তৃওয়াফ কালে সংখ্যার ভিতর সন্দেহ হয় তবে নিম্ন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বাকী তৃওয়াফ পূর্ণ করবে। যদি তৃওয়াফ সমাপ্ত করার পর সন্দেহ হয়, তবে সেই সন্দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেনা। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৮৯ পৃঃ।

৪। হাজ্র আসওয়াদ থেকে শুরু করে সেখানেই শেষ করতে হবে।

৫। তৃওয়াফের সময় অবশ্যই কা'বাগৃহকে বামে রাখতে হবে। যদি ডানে রেখে তৃওয়াফ করে তবে ঐ তৃওয়াফ বাত্বিল বলে গণ্যহবে।

উপরোক্ত তিনটি শর্তের দলীল এইঃ -

قال جابر رضى الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ،، رواه مسلم ..

জাবির (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কায় পৌছ-লেন হাজ্রে আসওয়াদ এর নিকটে এসে স্পর্শ করে উহার ডান দিকে চলে গেলেন, অতঃপর তিন ত্বওয়াফে রাম্‌ল করলেন এবং চার ত্বওয়াফে স্বাভাবিক হাঁটলেন। (মুসলিম)

৬। কা'বাহ ঘরের বাহির দিয়ে ত্বওয়াফ করতে হবে। যদি কেউ ভিতর দিয়ে বা হিজ্‌রে ইসমাঈলের ভিতর দিয়ে ত্বওয়াফ করে তবে সেই ত্বওয়াফ বাত্বিল বলে গণ্য হবে।

কারণ আল্লাহ বলেন "وليطوفو بالبيت العتيق" তারা যেন সম্মানিত ঘরের ত্বওয়াফ করে। فى البيت ঘরের ভিতরে ত্বওয়াফ করতে বলেননি। ফিক্‌হুস সুন্নাহ্ - ১/৫৮৯ পৃঃ।

* ত্বওয়াফ শুরু *

প্রবেশের দরজায় সংক্ষিপ্ত দু'আর পর ত্বওয়াফ শুরু কারার স্থান তথা হাজ্‌রে আসওয়াদ (কালো পাথরের)দিকে অগ্রসর হবে [১]

---

[১] সময় থাকলে ও বিশ্রামের জন্য বসার প্রয়োজন নাহলে তাহিয়াতুল মসজিদ না পড়ে সরাসরি ত্বওয়াফ আরম্ভ করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) বলেছেন -

الطواف بالبيت صلاة ولكن الله أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير،، وفي رواية: فأقلوا فيها الكلام ،، رواه الترمذى والطبرانى وصححه الألباني في الإرواء -٢١

বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ একপ্রকার নামায, কিন্তু আল্লাহ তার ভিতর কথা বলা হালাল করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কথা বলতে চায় সে যেন ভাল কথা ছাড়া কিছু না বলে। অন্য বর্ণনায় এসেছে অতএব ত্বওয়াফে কথা কম বল। হাদীছটি তিরমিযী ও ত্ববরাণী বর্ণনা করেছেন। আল্‌বাণী ইর্‌ওয়াউল গালীলে ছহীহ বলেছেন, -২১ নং হাদীছ।

এবং সেখানে পৌঁছে পুরুষ লোকেরা ইযতিবাহ করে নিবে। ইয্তিবাহ অর্থ গায়ের চাদর খানার একমাথা দ্বারা বামকাঁধ ঢেঁকে সামনের দিকে ঝুলিয়ে রাখবে এবং অপর মাথা ডানহাতের বগলের নিচদিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর দিয়ে পিঠের উপর ফেলবে যাতে ডান কাঁধ, বাহু ও হাত খোলা থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়তুল্লাহর প্রথম ত্বওয়াফে (ত্বাও-য়াফে কুদুমে) এরূপ ইযতিবা করেছিলেন। হাদীছটি আহ্মাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইব্নু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান ছহীহ্ বলেছেন।

উল্লেখ্য, এই ইযতিবা' সপ্তম ত্বওয়াফের শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে। ত্বওয়াফ শেষে উহা খুলে ফেলবে। এই ত্বওয়াফের পূর্বে কিংবা পরে কোন ত্বওয়াফে বা হজ্জ্বের কোন কাজে ইযতিবা নেই।

অনেক মুর্খ এই ইযতিবাকে ইহরামের দাবী বা পরিচয় হিসাবে ব্যবহার করে। এমনকি যেই ইযতিবা' তার স্বস্থানে সুন্নাত, সেই ইযতিবাকে ফরয নামাযে ব্যবহার করে নামায নষ্টকরে দিচ্ছে সেই দিকে তাদের কোন খেয়াল নেই। আল্লাহ সকলকে জেনে বুঝে এবাদত করার তাওফীক দান করুন।

কেউ যদি হজ্জ্বের দাবী হিসাবে নয়, গরমের জন্য ঐরূপ ইযতিবা করে সেটা ভিন্ন কথা, এক্ষেত্রে ডানকাঁধ ঢেঁকে বামকাঁধও খোলা রাখতে পারবে। নামাযের সময় অবশ্যই দু'কাঁধ ঢেঁকে ফেলতে হবে।

এবার ইযতিবার পর হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে আল্লাহু আরবার বা বিস্মিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে সম্ভব ও সুযোগ হলে হাত দ্বারা স্পর্শ করে মুখ দ্বারা চুমু খাবে এবং সিজদার ন্যায় কপালকে উহার সহিত লাগাবে। এরূপ করতেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং উমার ও ইব্নু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম। মানাসিকুল হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ, আলবাণী -২০পৃঃ।

মহিলারা যদি তাদের স্বামী বা মাহ্‌রামের কড়া সহযোগিতায় এরূপভাবে চুমু দেয়ার সুযোগ পায় তবে যেন সুযোগ না হারায়।

যদি চুমু দেয়া সম্ভব না হয় তবে ডানহাত বা লাঠিদ্বারা স্পর্শ করে স্পর্শের স্থানকে চুমু খাবে। সুযোগ পাওয়া সত্বে কেউ যেন এই কাজ থেকে পিছ পাঁ বা অনাগ্রহী না হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবাগণ খুব গুরুত্বসহ চুমু খেতেনঃ

عن نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر الأسود بيده ثم قبل يده وقال: ماتركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه مسلم، وروى أبو الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن،، رواه مسلم..

হযরত নাফি' থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি ইব্‌নু উমার (রাঃ)কে দেখেছি, তিনি হাজ্‌রে আসওয়াদকে তার হাতদ্বারা স্পর্শ করে চুমু খেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আমি যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে এই কাজ করতে দেখেছি সেদিন থেকে উহা করা ছাড়িনি। (মুসলিম)

হযরত আবু তুফাইল (রাঃ) বর্ণনা করে বলেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে দেখিছি তিনি বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করতেন এবং হাতস্থ লাঠিদ্বারা রুক্‌ন্ (হাজর আস্‌ওয়াদ)কে স্পর্শ করতেন এবং সেই লাঠির স্পর্শস্থল চুমু খেতেন। (মুসলিম)

যদি কিছু দ্বারা স্পর্শ করাও সম্ভব না হয় তবে শুধু দুর থেকে হাত বা অন্যকিছু দ্বারা ইশারাহ বা ইঙ্গিত করে চলতে থাকবে। আর হাত বা অন্য কিছু দ্বারা ইঙ্গীত করলে চুমু খেতে হবেনা। কারণ এই ক্ষেত্রে চুমু খাওয়ার দলীল নেই।

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشئ فى يده وكبر ،، رواه البخارى ..

হযরত ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উটের উপর আরোহণ পূর্বক ত্বওয়াফ কর ছিলেন, যখনই রুকনের বরাবর আসতেন হাতে থাকা কোন কিছুদ্বারা উহার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহু আকবার বলতেন। (বুখারী)।

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ কা'বাহ শরীফের হজ্‌র আস্‌ওয়াদ ও রুক্‌নে ইয়ামানী ছাড়া আর কোন স্থানকে চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে হাজ্‌রে আসওয়াদ ও কা'বাহ শরীফের দরজার মাঝামাঝি স্থানে বক্ষ, চিহারা ও হাতদ্বয় রেখে দুআ' করা যায়, উহাকে মুলতাযাম বলা হয়- [১]। এমনটি আর কোথাও করা চলবেনা। উপরোক্ত স্থানগুলি সম্পর্কে দলীল এসেছে কিন্তু ঐ স্থান গুলি ছাড়া অন্যকোথাও এরূপ করার দলীল নেই। কাজেই কেউ উহা করলে বিদ্‌আত বা শির্ক হবে।

এই জ্ঞাতব্যের সমর্থনে কিছু দলীল দেখুন ঃ

(ক) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين ،، رواه البخارى ومسلم.

হযরত ইব্‌নু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে বায়তুল্লরাহর ইয়ামানী দুই রুক্‌ন্ (হাজ্‌রে আসওয়াদ ও রুক্‌ন ইয়ামানী) ব্যতীত অন্য কোন কিছু স্পর্শ করতে দেখিনি। হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

[১] এমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করতেন বলে হাদীছে এসেছে। আবু দাউদ, ইব্‌নু মাজাহ্ ও বায়হাকী। ছহীহাহ্ -২ ১৩৮ নং।

(খ) এই মর্মে মুসনাদ আহমদে ঘঠনা সম্মলিত একটি হাদীছে এসেছে-যার মূল বুখারী মুসলিমে রয়েছে -

عن مجاهدعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه طاف مع معاوية بالبيت، فجعل معاوية يستلم الأركان كلها فقال ابن عباس لم تستلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فقال: معاوية؛ ليس شئ من البيت مهجورا، فقال ابن عباس: لقد "كان لكم فى رسول الله صلى الله أسوة حسنة" فقال معاوية صدقت، رواه الامام أحمد فى مسنده وأصله فىالصحيحين

মুজাহিদ, ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি মুআবিয়ার সহিত বায়তুল্লাহ্‌র ত্বওয়াফ করতে ছিলেন। অতঃপর মুআবিয়া (রাঃ) কা'বাহ্ গৃহের সমস্ত রুক্‌ন্ (কর্ণার)কে স্পর্শ করা শুরু করলেন, এদেখে ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন এদু'টি কোণ্ স্পর্শ করছেন কেন- অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্পর্শ করতেন না??

মুআবিয়াহ (রাঃ) (এই কাজকে হাসানা- উত্তম জাতীয়-মনে করে)বললেন বায়তুল্লাহ্‌র কিছুই পরিত্যাগ যোগ্য নয়। ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) বললেন অর্থাৎ সূরা আহ্যাবের-২১ নম্বর আয়াত পড়ে শুনালেন ''নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ'' মুআবিয়া (রাঃ) (আত্ম সমর্পণ করে) বললেন আপনি সত্যই বলেছেন।

জ্ঞাতব্যঃ(২)- হাজ্‌রে আসওয়াদকে যে চুমু দেয়া হয় কেউ যেন এটা মনে না করে যে, এই চুমু সেই পাথরের সম্মানার্থে বা তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য। বরং যেহেতু এই চুমুর নির্দেশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) দিয়েছেন, তাই তাদের নির্দেশকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার জন্য ও তাদের হুকুম মেনে তাদেরকে ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য চুমু দিবে, যদি আল্লাহ ও রাসূল(ছাঃ) ঐ পাথরকে চুমু দিতে না বলতেন বা রাসূল (ছাঃ) চুমু না দিতেন তবে অন্যান্য পাথরের

মত তাকেও চুমু দেয়া হতোনা। এই জন্যই তো হযরত উমার (রাঃ) চুমু খাওয়ার পূর্বে তাঁর প্রসিদ্ধ কথাটি বলেছি-লেনঃ -

إني أعلم أنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك،، رواه البخارى ومسلم.

নিশ্চয় আমি জানি তুমি পাথর, তুমি কোন অপকারের ক্ষমতা রাখনা, উপকারেরও নয়, সুতরাং আমি যদি রাসূলকে চুমুখেতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমু খেতাম না।

এবার যখন সাব্যস্ত হলো যে, এই পাথরকে চুমু দেয়া কেবল আল্লাহর এবাদত পালন ও রাসূলের (ছাঃ) অনুসরণ করা তবে কোন্ যুক্তিতে আমরা উহাথেকে বর্কত লাভের আশা করতে পারি। তবে কেন উহা স্পর্শ করার পর সারা শরীরে মাখি? কেন ছেলে-মেয়ের গায়ে স্পর্শ বিজড়িত হাত বুলিয়ে থাকি? নিশ্চয় উহা বিদ্আত, বরং ইহা শির্কেরই অন্তর্ভূক্ত যা এই মূহুর্তেই পরিত্যাজ্য। [জ্ঞাতব্য শেষ]

فضل استلام الحجر الأسود والركن

হাজ্বরে আস্ওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করার ফযীলতঃ -

যেহেতু হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া এবাদত তাই তার ফযীলতও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ

مسح الحجر الأسود والركن اليمانى يحطان الخطايا حطا ،، حسنه الترمذى وصححه ابن حبان والحاكم والذهبى..

হাজরে আস্ওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানীর স্পর্শ গুনাহ্ সমূহকে সম্পর্ণরূপে বিমোচন করে ফেলে।হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান বলেছেন, ইব্নু হিব্বান ছহীহ্ বলেছেন, হাকীম ও যাহাবীও।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)বলেছেনঃ

ليبعثن الله الحجريوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق،، صححه الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبى.

নিশ্চয় আল্লাহ হাজ্‌র আস্‌ওয়াদকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবেন। তার দুটি চক্ষু থাকবে যা দ্বারা সে দেখতে পাবে, একটি জিহব্বা বা মুখ থাকবে যা দ্বারা সে কথা বলবে এবং যারা তাকে স্পর্শ করেছে ন্যায় নিষ্ঠভাবে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন, ইব্‌নু খুযাইমাহ, ইব্‌নু হিব্বান, হাকীম ও যাহাবী এঁরা সকলেও ছহীহ বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেনঃ

الحجر الأسودمن الجنة وكان أشدبياضامن الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك،، صححه الترمذى وابن خزيمة ووافقهما الألبانى ، مناسك الحج والعمرة -٢١

হাজ্‌রে আসওয়াদ পাথর জান্নাত থেকে আসা পাথর, আর উহা বরফের চেয়েও সাদা ছিল, কিন্তু শির্কপন্থীদের পাপ তাকে কালো বানিয়েছে। হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন, ইব্‌নু খুজাইমাহ্‌ও, আর আল্- বাণী তাদের দুজনের সমর্থন করেছেন। মানাসিক -২১পৃঃ

তবে এই ফযীলত লাভের জন্য মানুষকে কষ্ট দেয়া ও পর্দা– যা নারীর স্থায়ী ভুষণ, তাকে জলাঞ্জলী দেয়া আদৌ সমীচীন নয়। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) হযরত উমার (রাঃ)কে নিষেধ করে সবাইকে সতর্ক করে গেছেন।

ياعمر إنك رجل قوى فلاتؤذى الضعيف وإذاأردت استلام الحجر فإن خلالك فا ستلمه وإلا فاستقبل وكبر،، أخرجه الشافعى وأحمد.

হে উমার তুমি শক্তিশালী মানুষ, কাজেই খবরদার দুর্বলদেরকে কষ্ট দিবেনা। যদি পাথর স্পর্শ করতে চাও তবে অপেক্ষায় থাক, যদি তোমার জন্য জায়গা খালী হয় তবে স্পর্শ কর অন্যথায় শুধু তার বরাবর হলে তাকবীর দিয়ে অতিক্রম করতে থাক। হাদীছটি ইমাম শাফিঈ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন। মানাসিক -২১পৃঃ।

পাথরকে চুমু খাওয়া বা স্পর্শকরা বা ইঙ্গিত করার পর কা'বাকে বামে রেখে ত্বওয়াফ আরম্ভ করে দিবে।

ইব্‌নু উমার (রাঃ) পাথরকে স্পর্শ করার পর আবার সি্‌মিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলতেন এবং হযরত আলী কিংবা ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) এই দুআ' পড়তে পড়তে ত্বওয়াফ শুরু করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِيْمَانًـابِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَـاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًـا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أخرجه البيهقى عن على، وأبوداودفى مسائله، وأخرجه عبدالرزاق عن ابن عباس.

হে আল্লাহ তোমার উপর ইমান আনায়ন পূর্বক, তোমার কিতাবকে সত্যজ্ঞান করা পূর্বক, তোমার সহিত কৃত অঙ্গীকার পূরনের জন্য এবং তোমার নবী মুহাম্মদ (ছাঃ) এর সুন্নাতের অনুসরণ করে এই ত্বওয়াফ পালন করছি। হাদীছটি ইমাম বাইহাকী হযরত আলী (রাঃ) এর উদ্বৃতিতে বর্ণনা করেছেন, অনুরূপভাবে আবু দাউদও তার মাসায়েল গ্রন্থে। কিন্তু আব্দুর রায্‌যাক তার মুছন্নাফ গ্রন্থে ইব্‌নু আব্বাসের উদ্বৃতিতে বর্ণনা করেছেন।

আবার কেউ কেউ এই দুআটি প্রথমে হাজ্‌রে আসওয়াদের বরাবর হওয়ার পর পড়ার কথা বলেছেন। এইদুআর পর বিস্‌মিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলে পাথরকে চুমু বা স্পর্শ করবে বা ইঙ্গিত করবে। ফিক্বহুস্‌সুন্নাহ ১/৫৯৬ পৃঃ

প্রথম ত্বওয়াফ শুরু করার পর তাওহীদী যিকির-আযকার গুলি বলা ভাল। যেমনঃ -

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُـوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ،، رواه ابن ماجة - فقه السنة -١/٥٨٦

আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আর সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই আল্লাহ অতি মহান, কোন শক্তি স ল নেই আল্লাহ ছাড়া। ইব্নু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৮৬পৃঃ

ত্বওয়াফের মাঝে যিকির-আয্‌কার ও ইচ্ছা স্বাধীন দুআ' করবে। এমনকি আরবী না জানা থাকলে আপন মাতৃভাষায় যা দরকার বুঝে-শুনে আল্লাহর নিকট আবেদন ও প্রার্থনা করবে। হজ্জের সকল জায়গাই দুআ' কবুল হওয়ার জায়গা। দুআর প্রথমে কবুল হওয়ার নির্ভরযোগ্য পন্থা হিসাবে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর উপর ছলাত বা দুরূদ পাঠকরতে পারলে বেশ উত্তম। ইচ্ছা করলে কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারে। এসকল জায়গায় তাল্‌বিয়াহ পাঠের মত করে বা তাল্‌বিয়াহ পাঠের উপর অনুমান করে উচ্চ কণ্ঠে দুআ' ও যিকির করা শরীয়ত বিরোধী। আর অন্য দিকে অপরাপর ত্বওয়াফকারীদের একাগ্রতা ক্ষুন্ন করায় তাদের মনোবেদনার কারণ হওয়ায় পুণ্যের স্থলে পাপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

উল্লোখ্য, রুক্নে ইয়ামানী ও হাজ্রে আসওয়াদের মাঝামাঝি স্থান ব্যতীত মাত্বাফের (ত্বওয়াফ করার স্থানের)ও ত্বওয়াফের অন্য কোন স্থানে নির্দিষ্ট কোন দুআ' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়নি, এমনিভাবে ছাফা-মারওয়াহ সাঈর ক্ষেত্রেও। বাজারের প্রচলিত বই'এ-সেটা আরবী হোক বা বাংলা হোক বা উর্দ্দু হোক বা ইংরেজী হোক বা অন্য যে কোন ভাষায় হোক, প্রত্যেক ত্বওয়াফের জন্য যেই নির্দিষ্ট দুআর ছড়া ছড়ি দেখা যায় উহা নির্দিষ্ট করার কারণই বিদ্‌আত।

রাম্‌ল - الـرمل فـى الطـواف

সুন্নতী পন্থায় ত্বওয়াফ করবে ও ইচ্ছা স্বাধীনভাবে দুআ' যিকির-আযকার করবে। প্রথম তিন ত্বওয়াফে রাম্‌ল করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সুন্নাত। জোরে জোরে ছোট ছোট পাঁ ফেলে, বাহু দোলিয়ে দৌড়ানোর মত হাঁটাকে রাম্‌ল বলা হয়। বাকী চার ত্বওয়াফে স্বাভাবিক চলবে। রাম্‌ল করার দলীলঃ -

عن ابن عمر رضـى اللـه عنهمـا: أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليه سلم رمل من الحجر الأسود إلـى الحجرالأسـود ثلاثـا، ومشـى أربعا ،، رواه أحمد ومسلم ..

হযরত ইব্‌নু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ ত্বওয়াফ কালে) হাজ্‌র আস্‌ওয়াদ থেকে শুরু করে হাজ্‌র আসওয়াদ পর্যন্ত রাম্‌ল করতেন, তিনবার। আর চারবার স্বাভাবিক চলতেন। হাদীছটি ইমাম আহ্‌মাদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

কেউ যদি প্রথম তিন ত্বওয়াফে রাম্‌ল করতে ভুলে যায় তবে পরের ত্বওয়াফগুলিতে রাম্‌ল্ করবেনা।

উল্লেখ্য, ইযতিবা ও রাম্‌ল শুধু পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নারীদের ক্ষেত্রে নয় [১]। (ফিক্বহুস্ সুন্নাহ ১/৫৯২পৃঃ)

---

[১](ক) ইয্‌তিবার দলীল ও কারণ -

عن ابن عباس أن النبـى صلـى اللـه عليـه وسـلم وأصحابـه اعتمروامـن الجعرانة فاضطبعوا أرديتهم تحت أباطهم وقذفوهـا علـى عواتقهـم اليسرى ،، رواه أحمد وأبو داود.

ইব্‌নু আব্বাস থেকে বর্ণিত যে, নবী (ছাঃ) ও তাঁর ছাহ্‌বাবর্গ জি'রানা থেকে উমরাহ পালন করার সময় তাদের চাদরগুলি ডান বগলের নিচদিয়ে বামকাঁধে নিক্ষেপ করে ইয্‌তিবা' করেছিলেন। হাদীছটি আহ্‌মাদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। এই ইযতিবার কারণ এই যে, এতে রাম্‌ল্ করতে সুবিধা হয়। =

ত্বওয়াফ করে যখনই রুকনে ইয়ামানীর বরাবর আসবে সম্ভব হলে কোন দুআ' ছাড়া শুধু হাত দ্বারা স্পর্শ করবে। হাজর আস্‌ওয়াদের মত করে স্পর্শের পূর্বে দুআ' পড়বেনা এবং চুমুও খাবেনা। আর স্পর্শ না করতে পারলে ইঙ্গিতও করবেনা। কেননা এসবকিছু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেননি। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা করেননি তার অনুসরণ করে উহা নাকরাই সুন্নাত। পক্ষান্তরে উহা করাই বিদ্‌আত। দেখুন আশ্‌শারহুল মুমতি, আলা-যাদিল মুসতাক্বনি'- ৭/২৮৩পৃঃ

রুকনে ইয়ামানীকে স্পর্শ করার পর থেকে শুরু করে হাজর আসওয়াদ পর্যন্ত এই কুরআনী দু'আ পড়বে।

" رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ "
سورة البقرة –٢٠١

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদে-রকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও। সূরা বাকারাহ্‌ ২০১

এই দুআ' পাঠের দলীলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই স্থানে এই দুআটি পাঠ করতেন, এই ব্যাপারে ৯খানা হাদীছের গ্রন্থে বিভিন্ন রাবীর বরাতে হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ বর্ণনাটি নিম্নোরূপ।

عن عبدالله ابن السائب قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقول بين الركن والحجر: ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى

= (খ) আর রাম্‌লের হিকমত ইব্‌নু আব্বাস এই বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন প্রথম সহচরদের নিয়ে উমরাহ পালনের জন্য মক্কা আসলেন, তখন তারা মদীনায় জ্বর ভোগকরে দুর্বল হয়েছিলেন, মুশরিকগণ বলেছিল দেখ তাদেরকে জ্বরে কেমন দুর্বল করেছে। তাদের এই মন্তব্য আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)কে জানিয়ে প্রথম তিন ত্বওয়াফে রাম্‌ল্‌ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন তারা রাম্‌ল্‌ করতে দেখল, তখন বলল, তোমরা বলছ তাঁরা জ্বরে দুর্বল, নাতো তারা বরং আমাদের চেয়েও শক্তিশালী। ইব্‌নু আব্বাস বলেন সবগুলো ত্বওয়াফে রাম্‌ল্‌ করতে বলা হয়নি যাতে শক্তি অবশিষ্ট থাকে। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ।

الآخرة حسنة و قنا عذاب النار،، أخرجه أحمد وأبوداود والنسائى وعبد الرزاق وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم والبيهقى والبغوى وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبى .

হযরত আবদুল্লাহ বিনুস্ সায়েব(রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি নবী (ছাঃ)কে রুকন্ ইয়ামানী ও হাজর আস-ওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এদু'আ' বলতে শুনেছি- রাব্বানা আতিনা, ফিদ্দুনয়া হাসানাহ্ ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাহ্ অক্বিনা আযাবান্নার''। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আহ্মাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, আব্দুর রাযযাক, ইব্নু খুযাইমাহ, ইব্নু হিব্বান, হাকীম, বায়হাকী, বাগাভী ও হাকীম উহাকে ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সমর্থন করেছেন।

ইব্নু মাজাহ্র ভিতর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এর বরাতে বর্নিত একটি হদীছে আরো একটি দুআর উল্লেখ পাওয়া যায় -

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ،، رواه ابن ماجة عن أبى هريرة .

নবী (ছাঃ) (রুকন্ ও হাজ্রে আসওয়াদের মাঝে ইহাও) বলতেন- হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমা ও পরিত্রাণ চাই। কিন্তু এই হাদীছের ভিতর দুর্বলতা রয়েছে। দেখুন আশ্শারহুল মুম্তি' -৭/২৮৪ পৃঃ।

انتهاء الطواف والصلاة خلف المقام-ত্বওয়াফ শেষে মাকামে ইব্রাহীমে দুরাক্আত নামায আদায়ঃ -

একই নিয়মে সাত ত্বওয়াফ শেষ করবে [১]। অতঃপর

---

[১] ত্বওয়াফের বিরাট ফযীলত রয়েছে, ইব্নু উমার বর্ণনা করেন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি , যে ব্যক্তি এই ঘরের এক সপ্তাহ ত্বওয়াফ করবে এবং গননা করে রাখবে, তার এই আমল একটি গোলাম আযাদ করার সমান হবে। আরো শুনেছি ত্বওয়াফ =

ইয্‌তিবা' খুলে ঘাড় ঢেঁকে ত্বওয়াফের সুন্নাত দু'রাকাআত নামায আদায়ের জন্য মাকামে ইব্রাহীমের দিকে অগ্রসর হবে। মাকামে ইব্রাহীমের নিকট পৌঁছে এই আয়াতটি পড়বে
وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى – سورة البقرة –١٢٥
আর গ্রহণ করো ইব্রাহীমের দন্ডয়মান স্থলকে নামাযের স্থান। সূরাহ বাক্বারা- ১২৫। অতঃপর তার পিছনে দু'রাক-আত নামায আদায় করবে।

এই নামাযের দলীলঃ -

عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سعبا وأتى المقام فقرأ، " واتخذ وامن مقام إبراهيم مصلى" فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه، رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী(ছাঃ) যখন মক্কা এসেছিলেন বায়তুল্লাহর সাত ত্বওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমে এসে পাঠ করলেন অতত্তাখিযূ মিম্মাক্বামি ইব্রাহীম মুছাল্লা'' অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে নামায আদায় করলেন এবং আবার হাজ্‌র আসওয়াদের নিকট এসে উহাকে স্পর্শ করলেন। হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান ছহীহ বলেছেন।

উল্লেখ্য, এই দু'রাক্‌আতের প্রথম রাক্‌আতে সূরাহ ফাতিহার পর কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাক্‌আতে সূরাহ ফাতি-হার পর সূরা ইখলাছ পড়া সুন্নত। এই ভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে। দেখুন মুসলিম শরীফ ।

এই দু'রাক্‌আত যেহেতু ত্বওয়াফের সাথে জড়িত তাই যখনই ত্বওয়াফ করা হবে তখনই এ দু'রাকাআত নামায

= করার সময় এক পাঁ রেখে আরেক পাঁ উঠানোর মাঝে একটি একটি করে গুনাহ মোচন হয় ও একটি একটি করে নেকী লেখা হয়। হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, হাদীছটি হাসান। আল মিন হাজ্জ্ব ফী ইয়াউমিয়াতিল হাজ্জ্ব থেকে সংকলিত-৩৪ পৃঃ।

আদায় করা যাবে। এর জন্য কোন নিষিদ্ধ সময় নেই বা নামাযের জন্য নিষিদ্ধ সময়গুলি এই নামাযের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ এই নামাযের ব্যাপারে খাছভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুমতি দিয়ে গেছেন।

عن جبير بن مطعم أن النبى صلىالله عليه وسلم قال: بنى عبد مناف لاتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أونهار،، رواه أحمد وأبوداود والترمذى وصححه.

হযরত জুবাইর বিন্ মুত্বইম্ থেকে বর্ণিত- নবী(ছাঃ) বলেছেন- হে আব্দ্ মুনাফের সন্তানেরা এই বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ করতে কাউকে বাধা প্রদান করবেনা এবং নামায আদায় করতেও, রাত-দিনের যে সময়েই চাক না কেন। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আহ্মাদ, আবু দাউদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী ছহীহ্ বলেছেন।

এই দু'রাক্'আত নামায যদি ভিড়ের কারণে মাকামে ইব্রাহীমের পাশে না আদায় করতে পারে তবে মসজিদের যে কোন স্থানে আদায় করলেই যথেষ্ট হবে।

ইমাম বুখারী নবীপত্নী হযরত উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বাহণে চড়ে ত্বওয়াফ সম্পন্ন করে বেরিয়ে গিয়ে নামায আদায় করেছিলেন। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ -২১/৫৯৪

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদুল হারামে নামায আদায় কালে সামনে সুত্রাহ বা আড় না রাখলেও চলবে। এই মসজিদে মুছল্লীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে কোন ক্ষতি হবেনা এবং অতিক্রম কারীও গুনাহ্গার হবেনা।

কারণ হাদীছে এসেছেঃ -

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بما يلى بنى سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين الكعبة سترة ،، رواه أبوداود والنسائى وابن ماجة ..

নবী (ছাঃ) বানু সাহ্ম্ গোত্রের দিকে কা'বার যে অংশ

ঐ অংশের নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় করতেছিলেন আর মানুষ তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতেছিল অথচ তাঁর মাঝে এবং কা'বার মাঝে কোন সুত্রাহ ছিলনা। হাদীছটি আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইব্নু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৯৫ পৃঃ।

যমযমের পানি পানঃ

তওয়াফ ও নামায শেষ করে সুযোগ পেলে আবার হাজ্র আস্ওয়াদকে স্পর্শ করে ছাফা-মারওয়াহ সাঈ করার পূর্বে ইচ্ছা করলে বা প্রয়োজন পড়লে যম্যমের পানি পান করবে, ইহা যখন মন চায় তখনই পান করা যায়। এই পানি পান করা হজ্জ্বের কোন অংশ নয় বা হজ্জ্বের ফরয-সুন্নাতেরও অন্তর্ভূক্ত নয়। বরং উহা এক বর্কতময় অনেক উপকারী পানি। এই পানি পান করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সাধারণ সুন্নাত।

যম্যম কুপের উৎসঃ -

এক অলৌকিক ঘটনার মধ্য দিয়ে এই কূপ আবিস্কৃত হয়। বুখারী শরীফের হাদীছে এসেছে শিশু ইসমাঈল নবীর মা ছুটাছুটি করে ছাফা মারওয়ায় সাত চক্কর পূরা করে ক্লান্ত হয়ে বাচ্চার নিকট ফিরে আসার ইচ্ছা করলে গায়েবী এক শব্দ শুনতে পান। এই শব্দকে কেন্দ্র করে বলেছিলেন

أغث إن كان عندك خيرفإذاجبريل عليه السلام فقال بعقبه هكذا وغمزبعقبه على الأرض فانبثق الماء ، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن ،، رواه البخارى .

পানি দাও যদি তোমার নিকট কল্যাণ থাকে, এই সময় জীব্রীল(আঃ)তার নিজের পায়ের গোড়ালি দিয়ে জমিনে দাবা দিলেন, ফলে পানি নির্গত হতে লাগলো, ইসমাঈলের মা

ভারি আশ্চার্যান্বিত হলেন এবং উহাকে দুই হাত দ্বারা আঁটকাতে লাগলেন। (বুখারী)

কোন কোন বর্ণনায় গোড়ালির পরিবর্তে পাখা বা ডানার কথা উল্লেখ হয়েছে। এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যদি ইসমাঈলের মা উহাকে ঘিরে না দিতেন তবে উহা প্রবাহিত নদী হয়ে যেত। (মুসলিম শরীফ)

যমযমের পানির ফযীলত - فضل ماء زمـــزم

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من مــاءزمزم وأنـه قال: إنـها مباركة ,,إنها طعام طعم وشفاء سقم،، فقه السنة–١/ ٥٩٦

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যমযমের পানি পান করতেন এবং বলতেন ইহা বরকত ময়, স্বাদ অন্বেষণকারীর খাদ্য এবং রুগীর প্রতিসেধক। (ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৯৬ পৃঃ)

অন্য হাদীছে এসেছে ঃ -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مــاءزمزم لماشـرب لـه،

أخرجه أحمد بسند صحيح والبيهقي والدارمي والحاكم.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যম্‌যমের পানি যেই উদ্দেশ্যে পান করবে ঐ উদ্দেশ্যই পূরণ হবে। হাদীছটি ইমাম আহ্-মাদ ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন, বায়হাকী ও দারেমীও। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৯৭।

পান করার আদবঃ –

১। পানকারী পানকরার পূর্বে আরোগ্যের বা দুনিয়া আখেরাতের কোন কল্যাণ লাভের নিয়ত করবে।

২। ক্বিব্‌লা মুখী হবে।

৩। বিস্‌মিল্লাহ বলে পান করবে, দাঁড়িয়ে-বসে যেভাবে সুবিধা হয় পান করবে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পান করে-ছিলেন। (বুখারী)

৪। তিন নিশ্বাসে পান করবে।
৫।খুব বেশী পরিমান, তথা একেবারে পেট পুরে পান করবে
৬। পান শেষে আল হাম্‌দুলিল্লাহ্ বলবে।
৭। অতঃপর কিছু পরিমান পানি মাথায় ঢালবে কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করতেন। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ পরিবর্ধিত ভাবে -১/৫৯৭ ও মানাসিক আলবাণী -২৪পৃঃ।

যম্‌যমের পানি পান করার দুআঃ

যেহেতু ইতিপূর্বে হাদীছ দ্বারা জানা গেছে যে, যমযমের পানি যে যেই উদ্দেশ্যে পান করবে তার সেই উদ্দেশ্যই পূরণ হবে। তাই প্রত্যেকেই পান করার পর আপন আপন উদ্দেশ্য নিজের ভাষায় আল্লাহর নিকট তুলে ধরবে। ইচ্ছা করলে ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) যেই দুআ পাঠ করতেন সেই দুআ পাঠ করবে।

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًانَافِعًا وَرِزْقًاوَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ،، فقه السنة – ١/ ٥٩٧

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট উপকারী ইল্‌ম্ চাই, প্রসস্ত রিযিক্ চাই, এবং প্রত্যেক রোগ থেকে আরোগ্য চাই। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ -১/৫৯৭ পৃঃ।

السعى بين الصفا والمروة
ছাফা মারওয়াহ সাঈ

ত্বওয়াফ শেষ করে নামাযের পর বা যম্‌যমের পানি পান করার পর আবার আল্লাহু আকবার বলে হাজর আসওয়াদ-কে স্পর্শ, চুমু বা ইঙ্গিত করে সাঈর জন্য ছাফা পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হবে। অতঃপর নিম্নে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সাঈ করতে থাকবে।ছাফা মারওয়ার সাঈ করা হজ্জ্ব উমরার রুক্‌ন কাজেই যে, উহা বাদ দিবে তার হজ্জ্ব বা উমরাহ হবেনা।

মুসলিম শরীফে এসেছে ঃ -

عن عائشة رضى الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون بين الصفا والمروة فكانت سنة ولعمرى ماأتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، وفى رواية قالت : وقدسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ؛؛ رواه مسلم ، فقه السنة -١/٦٠٠

হযরত আয়েশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাফা মারওয়ায় সাঈ করেছেন এবং মুসলমানগণও উহার সাঈ করেছেন ফলে উহা বিধিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি উক্ত পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করবেনা তার হজ্জ্ব আল্লাহ পূর্ণ করবেন না। অন্য বর্ণনায় এসেছে -

তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) উহাদ্বয়ের মাঝে ত্বওয়াফ (সাঈ) করার প্রচলন ঘটিয়েছেন। অতএব উহাদ্বয়ের ত্বওয়াফ পরিত্যাগ করার কারো অধিকার নেই। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৬০০ পৃঃ।

অন্য হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ -

اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى،، رواه الشافعى وأحمدوابن ماجة

তোমরা সাঈ কর, কেননা আল্লাহ তোমাদের উপর সাঈকে ফরয করে দিয়েছেন। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফিঈ, আহ্মাদ ও ইব্নু মাজাহ্।

সাঈর শর্তসমূহঃ

সাঈর বেশ কিছু শর্ত রয়েছে, যা হজ্জ্ব পালন কারীদের জন্য জানা একান্ত জরুরী। শর্তগুলি নিম্নোরূপঃ

১। বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফের পর হতে হবে।

২। সাত চক্কর পূরা করতে হবে।

৩। ছাফা থেকে আরম্ভ করে মারওয়ায় শেষ করতে হবে।

৪। ছাফা মারওয়ার বরাবর মধ্যবর্তী স্থানে করতে হবে। দুরে কোথাও গিয়ে উহার বরাবর হয়ে নয়।
কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপরোক্ত নিয়মে হজ্জ্ব পালন করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন - خذ واعني منا سككم ،، رواه مسلم তোমরা আমার থেকে তোমাদের হজ্জের কার্য সম্পাদনের নিয়ম-নীতি গ্রহণ কর। মুসলিম শরীফ।
অতএব কেউ যদি ত্বওয়াফের পূর্বে সাঈ করে, মারওয়াহ থেকে আরম্ভকরে এবং ছাফাতে শেষ করে, মাস্‌আ ব্যতীত দুরে কোথাও ছাফা-মারওয়া বরাবর সাঈ করে তার সাঈ বাত্বিল বলে গণ্য হবে। ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬০২পৃঃ।

সাঈ শুরুঃ

সর্ব প্রথম ছাফা পাহাড়ের নিকট যাবে এবং সেখানে পৌছে সূরা বাক্বারার -১৫৮-নং আয়াতটি পাঠ করবে।
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ،،
سورة البقرة – ١٥٨

এই আয়াত পড়ার পর সম্ভব হলে ছাফা পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে তাকিয়ে বা কা'বামুখী হয়ে আল্লাহর মহাণত্ব বর্ণনাকারী ও তাওহীদের দুআ'গুলি পড়বে।
যেমন বলবে-
لاإله إلاالله والله أكبر، لاإله إلاالله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير، لاإله إلاالله وحده لاشريك له، أنجز وعده ونصرعبده وهزم الأحزاب وحده ،

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুলমুলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ইউহ্‌য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু আনজাযা

ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল্ আহ্যাবা ওয়াহ্দাহু।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ মহান ; আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন অংশীদার নেই- আসমান-যমীনের সার্বভৌম আধিপত্য একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, তিনিই জীবিত করেন, তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাসনার যোগ্য নয়।তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন, স্বীয় বান্দাকে তিনি মদদ করেছেন এবং একাই শত্রুদলকে পরাস্ত করেছেন।

অতঃপর নিজের মুখস্থ দু'আ'বা নিজের বিভিন্ন চাওয়া-পাওয়া ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। এ সকল দুআ' তিনবার করে দোহরায়ে পাঠ করবে। অতঃপর ছাফা থেকে মারওয়াহর দিকে গমন করবে। ছাফা থেকে নেমে কিছুদুর যেতেই উপরে ও ডানে-বামে নীলবাতি বরাবর পৌছার সাথে সাথে সুযোগ পাওয়া গেলে দৌড়ানোর মত দ্রুতগতিতে চলতে থাকবে, পরবর্তী নীল বাতির নিকট এসে চলার গতি স্বাভাবিক করবে। এর মাঝে মারওয়া পর্যন্ত পৌছতে যেই পথ অতিক্রম করবে, প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছা স্বাধীন দুআ'ও যিকির-আয্কার করবে। কোন সাঈর জন্য নির্দিষ্ট কোন দু'আ' নেই। প্রচলিত বই'এ যেই নির্দিষ্ট দু'আর ছড়াছড়ি দেখা যায় বা মানুষকে পাঠ করতে শুনা যায় উহা নিজেদের রচিত নিয়ম, কোন ক্ষেত্রে উহা পাঠ করার নির্দেশ ও নিয়ম থাকলেও বিভিন্ন সাঈ বা তৃওয়াফের সাথে উহাকে নির্দিষ্ট করার কারণে বিদ্আত বলে গণ্য হবে। মারওয়াহ পাহাড়ে পৌছার পর ঠিক ঐ কাজ গুলিই করবে যেই কাজগুলি ছাফাতে করেছিল শুধু আয়াতটি পাঠ করবেনা। আবার ছাফায় পৌছার পূর্বে নীলবাতির মাঝামাঝি

জায়গায় দ্রুতপদে চলবে। এই ভাবেই সাত চক্কর পূর্ণ করবে।সাঈর উপরোক্ত নিয়ম মুসলিম শরীফে হযরত জাবেরের বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছটি থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ছাফা থেকে মারওয়াহ্ পর্যন্ত যাওয়াকে এক চক্কর এবং মারওয়াহ থেকে আবার ছাফা আসাকে আরেক চক্কর বলা হয়। অর্থাৎ যাওয়া আসাতে দুই চক্কর হয়। এই নিয়মে সাত চক্কর পূর্ণ হবে মারওয়াতে।

এবার সাঈ শেষ করে উমরাহ পালনকারী ও তামাত্তু হজ্জ্ব পালনকারীগণ মাথার চুল মুন্ডিয়ে বা কেটে ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হয়ে যাবে। মহিলাগণ শুধু চুলের অগ্রভাগ থেকে অর্ধাঙ্গুলী বা তার চেয়ে কম পরিমান কাটবে।

হালাল হওয়ার অর্থ, এতক্ষন ইহরামের দাবী হিসাবে যে সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ ছিল সবই হালাল হয়ে যাবে এমনকি স্ত্রী সহবাসও। তবে হারাম এলাকার দাবী হিসাবে যা নিষিদ্ধ যথা প্রাণী হত্যা, গাছ-পালা ভাঙ্গা, ঘাস ও তরুলতা ছিড়া বা উঠানো, পড়ে থাকা বস্তু উঠানো ইত্যাদি হারামই জানতে হবে। অতঃপর যিল হজ্জ্ব মাসের ৮তারিখে আবার হজ্জ্বের জন্য ইহরাম বাঁধবে।

ক্বিরাণ ও ইফরাদ হজ্জ্ব পালনকারীগণ সাঈ শেষ করে হালাল হবেননা বরং সেই ইহরাম অবস্থায় থেকে একেবারে ১০ই যিলহজ্জ্ব জাম্‌রায় পাথর মেরে কুরবাণী করে হালাল হবে।

তবে ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ্ব পালনকারীদের জন্য সুযোগ রয়েছে শুধু - সুযোগই নয় বরং সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ, সাঈ শেষে তারাও মাথার চুল মুড়িয়ে বা চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে। যার অর্থ ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ্বের নিয়ত ঘুরিয়ে তামাত্তুর নিয়ত করে ফেলা। তবে ঐ ক্বেরান পালনকারীর ক্ষেত্রে এই নির্দেশ, যে সঙ্গে কুরবাণীর পশু আনেনি। কিন্তু যে সঙ্গে পশু এনেছে সে হালাল হতে পারবেনা।

বিদায় হজ্জ্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপরোক্ত নিয়ম পালন করারই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই মর্মে বুখারী মুসলিমে বেশ কয়েকটি হাদীছ এসেছে।

সংক্ষেপে উমরার কাজগুলিঃ

১।মীক্বাতে এসে কিংবা বাড়ীতে ইহরামের জন্য সুন্দরভাবে গোসল ও ওযু করবে।

২।ইহরামের কাপড় পরিধান বরবে। পুরুষ লোকেরা সেলাই-বিহীন একটি লুঙ্গী দেহের নিচের অংশে পরিধান করবে এবং একটি উপরের অংশে পরিধান করবে।

মহিলাগণ সাধারণ অবস্থায় শরীয়ত সম্মত যেই পোশাক পরিধান করে সেই পোশাক পরিধান করবে।

৩। উমরার মনে মনে ইচ্ছা করে লাব্বায়কা উমরাতান বলে নির্দিষ্ট তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মক্কার অভিমুখে যাত্রা করবে।

৪। ইহরামের জন্য নিষিদ্ধ কাজগুলি থেকে বিরত থাকবে।

৫।বায়তুল্লাহর নিকটে পৌঁছে তাল্‌বিয়াহ পাঠ বন্ধ করে ওযু গোসল করে বায়তুল্লাহর সাত ত্বওয়াফ সম্পন্ন করবে। হাজ্‌র আস্‌ওয়াদ থেকে আরম্ভ করে সেখানেই শেষ করবে।

৬। ত্বওয়াফ শেষ করে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনের বা সুযোগ না পাওয়া গেলে মসজিদুল হারামের যে কোন স্থানে দুরাকাআত নামায আদায় করবে।

৭। নামায শেষ করে ছাফা মারওয়ায় সাত সাঈ পালন করবে। ছাফা থেকে আরম্ভ করে মারওয়াতে শেষ করবে।

৮। সাঈ শেষকরে মাথার চুল মোড়াবে কিংবা খাটো করবে। মহিলাগণ শুধু চুলের অগ্রভাগ থেকে অর্ধাঙ্গুলী পরিমান কাটবে।

৯। মাথার চুল মুণ্ডিয়ে বা খাটো করে হালাল হয়ে গেলেই উমরাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

قســم الحــج
হজ্জ অংশ

أشهر الحج- হজ্জের সময় সীমাঃ উমরাহ যেমন বছরের যে কোন মাসে পালন করা যায়; হজ্জ্ব তেমন করা যায় না। হজ্জ্বের জন্য আল্লাহ নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই নির্ধারিত সময়ের ভিতর ছাড়া হজ্জ্বের কোন একটি কাজও করা ছহীহ হবেনা।

আল্লাহ বলেন- الحج أشهر معلومات" سورة البقرة / ١٩٧

অর্থাৎ- হজ্জ্বের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস রয়েছে। (সূরা বাক্বারাহ - ১৯৭)।

সকলের ঐক্যমতে এই নির্দিষ্ট কয়টি মাস হলো- শাউওয়াল, যুলক্বা'দাহ ও যুলহাজ্জ্বাহ্।

কিন্তু যুলহাজ্জ্ব নিয়ে একটু মতভেদ আছে। ইব্‌নু উমার ইব্‌নু আব্বাস ও ইব্‌নু মাসউদ প্রমুখগণ বলেছেন যুল হাজ্জ্ব মাসের সম্পূর্ণই হজ্জ্বের সময়ে গণ্য। ইহাই হলো চার ইমামের তিনজনের মত, আবু হানিফা, শাফিঈ, আহ্‌মাদ রহেমাহুমুল্লাহ। কিন্তু ইমাম মালেক (রাঃ) বলেছেন শুধু যুল হজ্জের প্রথম দশদিন হজ্জ্বের সময়ের ভিতর গণ্য হবে। (ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৫৪৯)।

ইমাম মালেককে শ্রদ্ধা করলেও বলবো এখানে তাঁর কথা গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ১৩ তারিখ পর্যন্ত হাজ্জ্বের কাজ করেছেন। এমন কি বিলম্ব করে ১৩ (তের) তারিখে কংকর মেরে গেছেন এবং ইহাকেই উত্তম বলে গেছেন। তাহলে প্রতিয়মান হলো যে যুলহাজ্জ মাসের পূরো দিন গুলিই হজ্জ্বের সময়। এতে ঋতুবতী মহিলাদের বা গর্ভপাতুত্তোর স্রাব বিশিষ্ট মহিলাদের দীর্ঘ মেয়াদি স্রাব হলে তাদের জন্য ত্বওয়াফে ইফাযার সময় যুলহজ্জ মাসের শেষ পর্যন্ত থাকবে।

Goto List

أنـــواع الحـــج
হজ্জের প্রকার ভেদ

হজ্জ তিন প্রকারঃ যথা (১) তামাত্তু' (২) ক্বেরান (৩) এফরাদ।

حج التمتع- তামাত্তু'হজ্জঃ -তামাত্তু' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো উপকৃত হওয়া। আর হজ্জের ক্ষেত্রে তামাত্তু' অর্থ- হজ্জের মাসে উমরাহ পালন করে ঐ বছরই হজ্জের মাস গুলির ভিতরেই হজ্জ পালন করা। এই ক্ষেত্রে তাঁর উমরাহ হজ্জের প্রথম অংশ বলে গন্য হবে।

صفة التمتع-তামাত্তু' হজ্জ সম্পাদনের পদ্ধতিঃ - মনে মনে হজ্জের উদ্দেশ্য থাকলেও মীক্বাত থেকে শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে সেই অনুযায়ী লাব্বায়কা উম্‌রাতান -لَبَّيْكَ عُمْرَةً-বা লাব্বায়কা বি-উমরাতিন -لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ- বলে তালবিয়াহ পাঠ করে এসে বায়তুল্লাহর সাত ত্বওয়াফ, মাকামে ইব্রাহীমে দ'ুরাকআত নামায আদায়, ছাফা মারওয়ার সাত সাঈ পালন করে, চুল মুন্ডিয়ে বা ছোট করে হালাল হয়ে যাবে।

অতঃপর যুলহজ্জ মাসের ৮তারিখে আবার হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে সেই দিন যোহর থেকে পরেরদিন ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে, সময় মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে,৯তারিখে আরাফাতের মাঠে যোহর ও আছর দু'ওয়াক্ত নামায একত্রিত ভাবে আদায় করে মাগরিব পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত অবস্থান করে নামায আদায় না করেই মুযদালেফাহ এসে সেই মাগরিব ও এশার নামায একত্রে অর্থাৎ- এক আযানে, দুই একামতে ও দুই সালামে আদায় করে সেখানে রাত্রি যাপন করে পরেরদিন তথা ১০তারিখ আবার মিনায় এসে জাম্‌রাতুল আক্বাবাহকে পাথর মেরে কুরবাণী করে মাথার চুল ফেলে হালাল হয়ে আবার সে দিন কিংবা পরের দিন মক্কা যেয়ে বায়তুল্লাহর

ত্বওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ করে ১১ ও ১২ তারিখে মিনায় রাত্রি যাপন করে ও দিনের বেলা কংকর মেরে হজ্জ্ব সম্পন্ন করবে এবং বাড়ী যাওয়ার পূর্বে ত্বওয়াফে বিদা' করবে।

এই হজ্জকে এই জন্য তামাত্তু' বা উপকারী হজ্জ বলা হয় যে, হজ্জের মাসেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উমরাহ ও হজ্জ্ব করতে পারা যায়। এর পর হজ্জের প্রথম অংশ উমরাহ করে ৮তারিখ পর্যন্ত অনেক বাধা-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবন-যাপন করতে পারা যায়, যেটা ক্বেরান বা ইফ্‌রাদ হজ্জ্বের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

معنى القران- ক্বেরাণ হজ্জ্বঃ

ক্বেরানের শাব্দিক অর্থ হলো মিলানো বা সংযুক্ত করা। হজ্জ্বের ক্ষেত্রে একই ইহ্‌রামের মাধ্যমে উমরাহ্ ও হজ্জ্ব উভয়টাকে একত্রে পালন করা।

صفة القران -ক্বেরান সম্পাদনের পদ্ধতিঃ - মীক্বাত থেকে উমরাহ ও হজ্জ্ব একই সংঙ্গে পালনের নিয়ত করে ইহ্‌রাম বেঁধে সেই অনুযায়ী লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জাতান لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً- অথবা লাব্বায়কা বি-উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিন لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ- অথবা লাব্বয়কা উমরাতাম ফী-হাজ্জাতির لَبَّيْكَ عُمْرَةً فِىْ حَجَّةٍ- বলে নির্দিষ্ট তাল্‌বিয়াহ পাঠ করতে করতে মক্কায় পৌঁছবে এবং তামাত্তু' হজ্জ পালনকারীর মতই ত্বওয়াফ, সাঈ করবে, কিন্তু হালাল হবে না। সেই ইহ্‌রামেই অবশিষ্ট থেকে ৮তারিখে অন্যান্য হজ্জ পালনকারীদের সাথে মিনা, আরাফাহ্, মুয্‌দালেফাহ্‌র কাজ-গুলি পালন করে আবার মিনায় এসে অর্থাৎ ১০তারিখ জাম্‌রায় পাথর মেরে ক্বুরবাণী করে হালাল্ হবে। অতঃপর সেই দিন কিংবা পরের দিন মক্কায় এসে ত্বওয়াফে ইফাযাহ করবে। ত্বওয়াফ সম্পন্ন করার পর এবং ১১ ও ১২তারিখ মিনায় রাত্রি যাপন ও কংকর মারার পর হজ্জ্বে ক্বেরান

সম্পন্ন হয়ে যাবে। এর পর বাড়ী ফেরৎ যাওয়ার পূর্বে ত্বওয়াফে বিদা' করবে।

এই হজ্জ্বকে ক্বেরাণ এই জন্য বলা হয় যে, একত্রে একই কাজের মাধ্যমে উমরাহ ও হজ্জ্ব উভয়টাই সংযুক্ত ভাবে আদায় হয়ে যায়।

معنى الإفراد ইফ্‌রাদ হজ্জ্বঃ - ইফ্‌রাদ অর্থ একক করণ। হজ্জ্বের ক্ষেত্রে উমরাকে জড়িত না করে একক ও স্বতন্ত্র ভাবে শুধু হজ্জ্ব পালন করাকে ইফ্‌রাদ বলা হয়।

صفة الإفراد ইফ্‌রাদ হজ্জ্ব পালন করার পদ্ধতিঃ মীক্বাত থেকে শুধু হজ্জ্ব পালনের নিয়ত করে সেই অনুযায়ী লাব্বায়কা হাজ্জ্বাতান -لَبَّيْكَ حَجَّةً-বা লাব্বায়কা বি-হাজ্জ্বাতিন لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ-বলে তাল্‌বিয়াহ পাঠ করতে করতে মক্কায় আসবে। আসার পর ঠিক ক্বেরাণ হজ্জ্ব পালনকারী যেইভাবে যা-যা করেছে ঠিক তাই করবে। শুধু ১০ তারিখে একটি কাজ করতে হবেনা। আর সেটা হলো কুরবানী।

وجوه الاتفاق والاختلاف بين الأ نواع الثلاثة

তিন প্রকার হজ্জ্বের পরস্পর মিল ও পার্থক্যের দিক গুলিঃ

তিন প্রকার হাজ্জ্বের মিলের দিক হলো (১) সবগুলোই আশহুরুল হজ্জ্ব বা হজ্জ্বের নির্দিষ্ট মাসে পালন করতে হয় কোনটিরও কোন কাজ অন্য মাসে করা চলবেনা। হজ্জ্বে তামাত্তুর দুই অংশ আলাদা আলাদা আদায় করার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও উহার প্রথম অংশ- উমরাহকে অন্য মাসে পালন করা চলবেনা। (২) আরো একটি মিলের দিক এই যে, হজ্জ্ব, অর্থ নির্দিষ্ট এবাদত পালনের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ তথা মক্কায় যাওয়া, এই উদ্দেশ্য সকল প্রকার হজ্জ্বে বিদ্যমান।(৩) তৃতীয় মিল এই দিক দিয়ে যে, সকল প্রকার হজ্জ্ব পালন কারীকে মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়।

(৪) নামে মিল থাকা, সব গুলিকে হজ্জ্ব বলা হয়।

তামাত্তু, ক্বেরানের মাঝে মিলঃ

(১)দুটির মাধ্যমেই হজ্জ্ব ও উমরাহ উভয়টাই আদায় করা হয়। তবে তামাত্তু'হজ্জ্বে পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করার মাধ্যমে এবং ক্বেরান হজ্জ্বে একই কাজের মাধ্যমে সংযুক্ত অবস্থায়।

(২) উভয় প্রকার হজ্জ্বে কুরবাণী করতে হয়।

ক্বেরান ও ইফ্‌রাদের মিলঃ

(১) ক্বেরাণ ও ইফ্‌রাদের জন্য একবারই ইহরাম বাঁধতে হয়,মীক্বাত থেকে।

(২) মক্কায় এসে একইরূপ কাজ করতে হয়, শুধু কুরবাণী ব্যতীত।

(৩) ত্বওয়াফে কুদুমের সাথে ছাফা মারওয়ার সাঈ করে থাকলে উভয়শ্রেণীর হজ্জ্ব পালনকারীকে ত্বওয়াফে ইফাযার পর সাঈ করা লাগবেনা। তবে না করে থাকলে লাগবে।

তিন প্রকার হজ্জ্বের মধ্যে পার্থক্য সমূহঃ

(১) তামাতত্তু' হজ্জ্বের জন্য প্রথম উমরার ইহরাম বাঁধা হয় এবং ক্বেরানে উমরাহ ও হজ্জ্ব উভয়টার ইহরাম বাঁধা হয়। ইফ্‌রাদে শুধু হজ্জ্বের ইহরাম বাঁধা হয়।

(২) তামাত্তু' হজ্জ্বে দুইবার ইহরাম বাঁধতে হয়, একবার মীক্বাত থেকে উমরার জন্য এবং আর একবার ৮তারিখে মক্কা থেকে। কিন্তু ক্বেরান ও ইফ্‌রাদ হজ্জ্বে একবারই ইহরাম বাঁধতে হয়।

(৩) তামাত্তু' হজ্জ্বের প্রথমে ছাফা মারওয়াহ সাঈ করে হালাল হওয়া যায় কিন্তু ক্বেরান ও ইফ্‌রাদ হজ্জ্বে হালাল হওয়া যায় না।

(৪) তামাত্তু' পালনকারীকে ত্বওয়াফে ইফাযার পর আবার ছাফা মারওয়াহ সাঈ করতে হয়, কিন্তু ক্বেরান ও ইফ্রাদ পালনকারী যদি ত্বওয়াফে কুদুমকালে সাঈ করে থাকে তবে ইফাযার পর সাঈ করা লাগবেনা।

তামাত্তু'ও ক্বেরানের মাঝে পার্থক্যঃ

(১) তামাত্তুতে দুইবার ইহরাম বাঁধতে হয় এবং ক্বেরাণে একবার ইহরাম বাঁধতে হয়।

(২) তামাত্তু'তে উমরাহ ও হজ্জ্ব দুই ইহরামে পৃথক পৃথক কাজ করার মাধ্যমে পালন করা যায় এবং ক্বেরাণে এক ইহরামে একই কাজের মাধ্যমে উমরাহ ও হজ্জ্ব উভয়টাকে সংযুক্ত ভাবে পালন করা হয়।

(৩) তামাত্তু' হজ্জ্বের প্রথমে মক্কা এসে ত্বওয়াফ, সাঈ করে হালাল হওয়া যায় কিন্তু ক্বেরাণ হজ্জ্বকারী হালাল হতে পারেনা।

(৪) তামাত্তু পালনকারীকে ত্বওয়াফে ইফাযার পর ছাফা মারওয়াহ সাঈ করতে হবে, কিন্তু ক্বেরানকারী ত্বওয়াফে কুদুমের সাথে সাঈ করে থাকলে ত্বওয়াফে ইফাযার পর সাঈ করা লাগবেনা। কিন্তু না করে থাকলে লাগবে।

তামাত্তু'ও ইফ্রাদের মধ্যে পার্থক্য সমূহঃ

(১) তামাত্তু' হজ্জ্ব পালনকারীকে মীক্বাত থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে আসতে হয় এবং ইফরাদ পালনকারীকে হজ্জের ইহরাম 'বেঁধে আসতে হয়।

(২) তামাত্তু' পালনকারী হজ্জ্ব ও উমরাহ উভয়টাই লাভ করে। কিন্তু ইফ্রাদকারী শুধু হজ্জ্বই করতে পারে।

(৩) তামাত্তু' পালনকারী প্রথম মক্কায় এসে ত্বওয়াফ, সাঈ করে হালাল হতে পারে, কিন্তু ইফরাদ পালনকারী হালাল হতে পারেনা।

(৪) তামাত্তু' পালনকারীকে ত্বওয়াফে ইফাযার পর ছাফা মারওয়াহ সাঈ করতে হবে। কিন্তু ইফরাদ পালনকারী যদি ত্বাওয়াফে কুদুমের সাথে ছাফা মারওয়ার সাঈ করে থাকে তবে ত্বওয়াফে ইফাযার পর সাঈ করা লাগবেনা, তবে না করে থাকলে লাগবে।

ক্বেরাণ ও ইফরাদের মধ্যে পার্থক্যঃ

(১) ক্বেরানকারী হজ্জ্ব ও উমারাহ্ উভয়টারই ইহ্রাম বেঁধে আসে, কিন্তু ইফ্রাদ পালনকারী শুধু হজ্জ্ব এর ইহ্রাম বেঁধে আসে।

(২) ক্বেরান পালনকারীকে কুরবাণী দিতে হবে। কিন্তু ইফ্রাদ পালনকারীকে কুরবাণী দিতে হবেনা।

ماهو أفضل أنواع الحج
তিন প্রকার হজ্জ্বের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম

তিন প্রকার হজ্জ্বের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম এই ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। প্রত্যেক প্রকার হজ্জ্বকে কেউ না কেউ উত্তম বলেছেন এবং প্রত্যেকেই যথাসাধ্য দলীল ও যুক্তির মাধ্যমে নিজের গৃহীত মতকে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু সেই সকল মতামতের অবতারণা না করে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনামুলক সব চাইতে শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে যেই হজ্জ্ব উত্তম হওয়ার দাবী রাখে সেইটিকে উত্তম বলাই ন্যায় সংগত হবে। আর শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে যা পাওয়া যায় তাহচ্ছে এই যে, হজ্জ্বে তামাত্তু' সব চেয়ে উত্তম। আর উহা সকলের জন্য সহজসাধ্য। কারণ ক্বেরান হজ্জ্বের জন্য শর্ত হলো দেশ থেকে কুরবাণীর পশু আনা যেমন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ও তাঁর কিছু সহচর এনেছিলেন।

যেই দিনে মানুষের আসাই প্রায় অসম্ভবের মত সেই দিনে পশু সাথে নিয়ে এসে হজ্জ্ব পালন করা কত সুকঠিন ব্যাপার সেটা সহজেই অনুমেয়। আজ পাসপোর্টের প্রচলন হলেও পশুর পাসপোর্টের এখনো কোন দেশে ব্যবস্থা হয়নি।

এসবই যুক্তির কথা। ধর্ম যেহেতু যুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, তাই যুক্তি ছেড়ে দলীলের দিকে যাওয়াই উত্তম। কারণ যদি আল্লাহ ও রাসূল (ছঃ) পশু সাথে নিয়ে এসে হজ্জ্ব করা নির্ধারিত করে দিতেন এবং বিকল্প হিসাবে ঐ দুই প্রকার হজ্জ্বের ব্যবস্থা না রাখা হতো তবে যতই যুক্তির পরিপন্থী মনে হতো ধার্মিক ব্যক্তিকে যে কোন মূল্যে পশু সাথে আনতেই হতো।

দলীলের দিক দিয়ে তামাত্তু' উত্তম, এই জন্য বলে এসেছি যে, বুখারী মুসলিমের বেশ কয়েকটি হাদীছে এসেছে- বিদায় হজ্জ্বে যত ছাহাবী ইফ্‌রাদ বা ক্বেরানের ইহরাম বেঁধে এসেছিলেন, মক্কা আসার পর নবী (ছাঃ) সকলকে ত্বওয়াফ, সাঈ করে হালাল হয়ে যেতে বলেছিলেন। অর্থাৎ ক্বেরান ও ইফ্‌রাদকে বদলিয়ে তামাত্তু' করতে বলেছিলেন। একমাত্র ঐ ক্বেরানকারীদেরকে হালাল হতে নিষেধ করেছিলেন, যারা তাঁর মত দেশ থেকে কুরবাণীর পশু নিয়ে এসেছিলেন। এর পরও তিনি এই বলে তামাত্তু'র আকাংখ্যা পোষণ করেছিলেন।

قدعلمتم أنى أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولاهدى لحللت كما تحلون فحلوا، لواستقبلت من أمرى مااستدبرت ماأهديت،،

متفق عليه.

তোমরা জানো আমি তোমাদের ভিতর আল্লাহর সবচেয়ে পরহেযগার বান্দা এবং তোমাদের চেয়ে অধিক সত্যবাদী ও সৎ কর্মশীল, অথচ যদি আমার কুরবাণীর পশু না থাকতো তবে তোমরা যেমন ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হচ্ছো আমিও হালাল হয়ে যেতাম। আহ! যদি আগে জানতাম, যা পরে

জানতে পারলাম তবে আমি পশু নিয়ে আসতামনা। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় পশু আনা সহজ সাধ্য হলেও তামাত্তু'ই উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পশু আনা সত্বেও তামাত্তু'র জন্য জোরালোভাবে আকাংখা ব্যক্ত করেছেন। কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, তামাত্তু' যদি এত উত্তম হলো তবে কেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পশু সাথে আনলেন? এই প্রশ্নের উত্তর উপরোক্ত হাদীছে পরিস্ফুটিত হয়েছে। পশু পাঠানোর সময় পর্যন্ত তিনি জানতেন না যে তামাত্তু' উত্তম, বরং মক্কা আসার পর তাকে তামাত্তু' উত্তম বলে জানানো হয়েছে।

হাদীছটি একটি উজ্জ্বল প্রমান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি কত দয়াবান এবং তাদের জন্য তিনি কত সহজ চান। সত্যই বলেছেন রাহীমুর রহমান। يريدالله بكم اليسر ولايريدبكم العسر"- আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না। (সূরা বাকারাহ- ১৮৫)

حكم فسخ النوع من الحج إلى الأخر بعدالوصول إلى مكة
মীক্বাত থেকে এক প্রকার হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে এসে মক্কা পৌঁছে অন্য প্রকার হজ্জ পালনের হুকুমঃ

মীক্বাত থেকে কোন এক প্রকার হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে এসে মক্কায় পৌছার পর অন্য প্রকার হজ্জ্ব পালন করা যায়, তবে সাধারণভাবে নয়, বরং কিছু শর্ত ও বিশেষ অবস্থা সাপেক্ষে ও প্রকার বিশেষে।

প্রথমতঃ-فسخ الإفرادإلى التمتع- ইফ্রাদকে তামাত্তুঃ

ইফ্রাদ হজ্জ্ব পালনের নিয়তকারী নির্দিধায় বিনা শর্তে কোন ব্যতিক্রম অবস্থার সৃষ্টি ছাড়াই ইফ্রাদের নিয়ত ঘুরিয়ে

তামাত্তু' করতে পারবে, বরং হাদীছের দলীলের দৃষ্টিতে ইহা-ই উত্তম। অনেকে এমন করাকে ওয়াজিবও বলেছেন। এমনকি ইফ্রাদের নিয়তে অবশিষ্ট থেকে তৃওয়াফ, সাঈ শেষ করার পরও নিয়ত ঘুরিয়ে হালাল হয়ে তামাত্তু' করতে পারবে। (মানাসিকুল হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ আলবাণী ৬ ও ৭পৃঃ, আশ্ শারহুল মুমতি, আলা-যাদিল মুস্তাক্বনির ৭/৮৫, ৮৬, ১০৯)।

দ্বিতীয়তঃ فسخ القران إلى التمتع-ক্বেরানকে তামাত্তুঃ

ক্বেরান হজ্জ্ব পালন করার জন্য নিয়ত করে ইহ্রাম বেঁধে আসা হাজী মক্কায় এসে নিয়ত ঘুরিয়ে তামাত্তু' হজ্জ্ব করতে পারবেন এই শর্তে যদি তিনি দেশ থেকে কুরবাণীর পশু না এনে থাকেন। যদি পশু না এনে থাকেন তাহলে ক্বেরানের নিয়তে তৃওয়াফ, সাঈ করে থাকলেও নিয়ত ঘুরিয়ে তামাত্তুর নিয়ত করে চুল মুন্ডিয়ে বা ছোট করে হালাল হয়ে যেতে পারবে, এমনকি ইহা কেবল জায়েযই নয় বরং উত্তম ও সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। অনেক বিদগ্ধ আলিমে দ্বীন এমন করাকে ওয়াজিব বলেছেন। (মানাসিকুল হাজ্জ্ব ওয়াল উমরাহ আল্বাণী-৬৭পৃঃ, ইব্নু উছাইমীন প্রনীত আশ্ শারহুল মুম্তি আলা-যাদিল মস্তাক্বনি- ৭ খঃ ৮৫-৮৬, ১০৯)।

এবার উভয় প্রকার হজ্জ্বের নিয়ত ঘুরিয়ে তামাত্তু' করার দলীল দেখুন-

عن عائشة رضى الله عنهاقالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة:فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وفي رواية لأنس أنه أهل بالحج والعمرة جميعا- وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة،

وفى رواية لها– قالت فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة فحل الناس إلامن معه الهدى قالت:فكان الهدى مع النبى صلى الله عليه وسلم، وأبى بكروعمروذوى اليسارة ثم أهلواحين راحوا،، رواه مسلم

আয়েশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন - আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত হজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি-লাম। তিনি বলেছিলেন, যে ইচ্ছা হজ্জ্ব উমরাহর ইহরাম বাধুক যে ইচ্ছা শুধু হজ্জ্বের ইহরাম বাঁধুক, এবং যে ইচ্ছা উমরাহর অর্থাৎ তামাত্তুর ইহরাম বাঁধুক। আয়েশাহ বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন, আনাস (রাঃ) এর বর্ণনায় এসেছে তিনি হজ্জ্ব উমরাহ উভয়েরই ইহরাম বেঁধেছিলেন। কিছু মানুষ হজ্জ্বের ইহরাম বেঁধেছিল, কিছু মানুষ হজ্জ উমরাহ উভয়েরই ইহরাম বেঁধেছিল, কিছু মানুষ উমরাহর অর্থাৎ তামাত্তুর ইহরাম বেঁধেছিল। আমি ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম যারা উমরাহর ইহরাম বেঁধেছিল। অন্য বর্ণনায় এসেছে যখন মক্কায় এসে পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল প্রকার হজ্জ্ব পালনকারী ছাহাবাদেরকে হালাল হয়ে উমরা সম্পন্ন করতে বললেন। একমাত্র যাদের নিকট পশু ছিল তাদেরকে নয়। তিনি বলেন, পশু ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবু বাকর, উমার ও কিছু সামর্থবানদের নিকট। অতঃপর সেই ইহরাম ভঙ্গ করে উমরাহ সম্পন্ন কারীগণ মিনা যাওয়ার সময় আবার ইহরাম বেঁধেছিল। (মুসলিম)

পরবর্তী হাদীছটিও এ বিষয়ের উপর দলীল হিসাবে ধরা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ – فسخ التمتع إلى القران – তামাত্তুকে ক্বেরানে রূপান্তরিত করাঃ

মীক্বাত থেকে তামাত্তু’ হজ্জ্বের নিয়তে উমরার ইহরাম বেঁধে এসে উমরাহ পালনে বাধা প্রাপ্ত হলে, উমরার নিয়ত ঘুরিয়ে সংযুক্ত ভাবে হজ্জ্ব আদায়ের অর্থাৎ ক্বেরান হজ্জ্বের নিয়ত করে ফেলবে। তবে ইহা সাধারণভাবে জায়েয বা সুন্নাত নয় বরং ব্যক্তি ও অবস্থা বিশেষে হতে পারে। যেমন কোন মহিলা তামাত্তু’র নিয়তে উমরার ইহরাম বেঁধে ছিল, কিন্তু এমন সময় ঋতু এসেছে বা গর্ভপাত হয়েছে যে, যদি সে উমরার জন্য অপেক্ষা করে তবে উকুফে আরাফাহ ছুটে যাবে। আর উকুফে আরাফাহ ছুটে গেলে ঐ বছর হজ্জ্ব করতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে ঐ মহিলা তামাত্তু’র নিয়াত ঘুরিয়ে ক্বেরানের নিয়ত করে ফেলবে। তাতে সুবিধা এই যে স্রাব অবস্থায় ত্বওয়াফ নিষিদ্ধ ছিল, এখন আর ত্বওয়াফ সাঈ লাগবেনা। বরং উকুফে আরাফাহ ও দশ তারিখের কাজের পর একেবারে ত্বওয়াফ ও সাঈর মাধ্যমে উমরাহ ও হজ্জ্বের ত্বওয়াফ করে ফেলবে। এক ত্বওয়াফ (সাত চক্কর) ও এক সাঈ (সাত চক্কর)ই উমরাহ ও হজ্জ্বের জন্য যথেষ্ট।

এই অবস্থার পাশাপাশি ঐ পুরুষ ব্যক্তিকে এই মাসয়ালার আওতায় আনা যাবে যে ব্যক্তি তামাত্তু’ হজ্জ্ব পালনের জন্য উমরার নিয়ত ও ইহরাম বেঁধে মীক্বাত থেকে রওয়ানা দিয়েছিল, এরপর কোন অপরাধের কারণে তাকে দশ দিনের জন্য বন্দি করা হলো বা এমন সময় রাস্তায় গাড়ী নষ্ট হয়ে গেলো যে, গাড়ী ঠিক করে যেতে ৯তারিখের উকুফে আরাফাহ ছুটে যাওয়র আশংকা, এই ব্যক্তিও তামাত্তু’র নিয়ত ঘুরিয়ে ক্বেরান করে ফেলবে। অতঃপর উকুফে আরাফাহ ও ১০তারিখে যাবতীয় কাজ করে ত্বওয়াফ ও সাঈর মাধ্যমে হজ্জ্ব ও উমরাহ সম্মিলিত ভাবে সম্পন্ন করবে।

দেখুন আশ্‌শারহুল মুম্‌তি আলা যাদিল মুসতাক্বনি, ইব্‌নু উছাইমীন -৭/১১০ ও ১১১ পৃঃ। উপরোক্ত অবস্থায় তামাত্তু'কে ক্বেরানে রূপান্তরিত করার দলীল দেখুনঃ

উক্ত বিষয়ের উপর বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বহু হাদীছ এসেছে, তম্মধ্যে বুখারী মুসলিমের সম্মিলিত ভাবে বর্ণিত একটি হাদীছ উদ্ধৃত হলো।

عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة (أي متمتعا بها إلى الحج) ومنا من أهل بحج (أي مفردا به) وفى رواية : ومنا من أهل بحجة وعمرة - فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلايحل حتي يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه،، قالت: فحضت - وفي رواية : فلما كنا بسرف حضت - فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلابعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك وقضيت حجي. اللؤلووالمرجان فيمااتفق عليه الشيخان سوى الروايات المتداخلة. -١/٣١٨-٣١٩

হযরত আয়েশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা বিদায় হজ্জ্বে নবী (ছাঃ) এর সহিত হজ্জ্বে বেরিয়েছিলাম, আমাদের মাঝে কেউ (তামাত্তুর উদ্দেশ্যে) উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, কেউ (ইফ্‌রাদের ইদ্দেশ্যে) শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিল, অন্য বর্ণনায় এসেছে আমাদের কেউ (ক্বেরানের উদ্দেশ্যে) হজ্জ্ব-উমরাহ উভয়টারই ইহরাম বেঁধেছিল। যখন মক্কায় এসে পৌঁছলাম তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যে উমরার অর্থাৎ তামাত্তুর ইহরাম বেঁধে এসেছে এবং কুরবাণীর পশু সাথে আনেনি সে যেন হালাল হয়ে যায়। আর যে উমরার ইহরাম বেঁধে এসেছে এবং সাথে কুরবাণীর পশু-ও এনেছে সে যেন হালাল না হয়। সে হালাল হবে তার কুরবাণীর পশু জবাই করে। আর যে শুধু

হজ্জ্বের অর্থাৎ হজ্জ্বে এফ্‌রাদের ইহরাম বেঁধে এসেছে সে যেন হালাল না হয়, ঐ ইহরামেই বহাল থেকে তার হজ্জ্ব পূর্ণ করে। আয়েশাহ (রাঃ) বলেন আমি ঋতুবতী হয়ে গেলাম, কোন বর্ণনায় এসেছে যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে উপণীত হলাম ঐ স্থানে আমি ঋতুবতী হয়ে গেলাম। এমনকি ঋতুবতী অবস্থায় আরাফার দিন উপস্থিত হয়ে গেল, অথচ আমি (তামাত্তুর উদ্দেশ্যে) একমাত্র উমরার ইহরাম বেঁধে এসেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে মাথার বেণী ভেঙ্গে সিঁথা করে হজ্জ্বের ইহরাম বাঁধতে অর্থাৎ নিয়ত করতে বললেন এবং তামাত্তু' ছেড়ে দিতে বললেন। অতঃপর আমি তাই করলাম এবং হজ্জ্ব ব্রত সম্পন্ন করলাম। আল্‌লু'লু ওয়াল মারজান ফীমাত্‌তাফাক্বা আলায়-হিশ্‌ শাইখান- ১/৩১৮ ও ৩১৯ পৃঃ।

চতুর্থঃ তামাত্তু'ও ক্বেরানকে ইফ্‌রাদে রূপান্তরিত করাঃ

এমন করার বৈধতার দলীল নেই। কাজেই উহা চলবেনা। একদিকে তো এমন করার দলীল নেই, অপর দিকে ইহা যুক্তিরও পরিপন্থী। কারণ একটি বস্তুকে অপরটির দ্বারা তখন পরিবর্তন করা হয় যখন দেখা যায় যে, প্রথমটির অপেক্ষা দ্বিতীয়টি উত্তম। তামাত্তু'ও ক্বেরান হজ্জ্ব ইফ্‌-রাদের চেয়ে উত্তম, কারণ এই দুটির মধ্যে হজ্জ্ব উমরাহ দুটিই আদায় হয়, কিন্তু ইফ্‌রাদে শুধু হজ্জ্বই আদায় হয়, কাজেই উত্তম ছেড়ে অধমে আসার কোন যুক্তিই থাকেনা।

এই জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে মক্কা ফতেহ হলে বায়তুল মাক্বদাসের, মসজিদুল আকছাতে নামায আদায়ের মান্নত করলে বলেছিলেন এখানেই (মক্কাতেই) আদায় কর। কারণ মক্কাহ বায়তুল মাক্‌দাসের চেয়ে উত্তম। কাজেই মক্কা ছেড়ে বায়তুল মাকদাসে নামায আদায় করা অযৌক্তিক। এই ঘটনাটি ইমাম আহ্‌মাদ, আবুদাউদ, দারেমী

ত্বহাবী, বায়হাকী ও হাকিম হযরত জাবের(রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

أنواع الحج التى يجب فيها الهدى أوالصيام عند فقده
যেই প্রকার হজ্জে কুরবাণী বা অপারগতার কারণে রোযা রাখা ওয়াজিবঃ

তিন প্রকার হজ্জের দুই প্রকার হজ্জে কুরবাণী ওয়াজিব। ঐ দুই প্রকার হচ্ছে তামাত্তু ও ক্বেরান। হজ্জে ইফ্‌রাদে কুরবাণী ওয়াজিব নয়। কারণ তামাত্তু'ও ক্বেরান হজ্জে কুরবাণী করার কথা কুরআন হাদীছে উল্লেখ হয়েছে কিন্তু ইফ্‌রাদকারীর জন্য কুরবাণীর কথা উল্লেখ হয়নি। তবে তামাত্তু' ও ক্বেরানকারী যদি মক্কা বা হারামের অধিবাসী হয় তাহলে তার জন্য কুরবাণী বা রোযা লাগবেনা।

তামাত্তু'ও ক্বেরান হজ্জে কুরবাণী বা অপারগের কারণে রোযা পালন ওয়াজিব হওয়া কুরআনের আয়াতের দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছেঃ আল্লাহ বলেন -

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجدفصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعةإذارجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام،، سورة البقرة-١٩٦

যে ব্যক্তি উমরাহর মাধ্যমে হজ্জ্ব পর্যন্ত উপকৃত হয় অর্থাৎ তামাত্তু' বা ক্বেরান হজ্জ্ব করে তাহলে যা সহজ সাধ্য হয় কুরবাণী করবে, আর যে ব্যক্তি উহা পারবেনা হজ্জের মাঝে তিনটি রোযা পালন করবে এবং সাতটি যখন বাড়ী ফেরৎ যাবে তখন পালন করবে। এই হলো পরিপূর্ণ দশ। এই বিধান তার ক্ষেত্রে- যার পরিবার মসজিদুল হারামের (মক্কার) উপস্থিত অধিবাসী নয়। সূরা বাকারাহ- ১৯৬ আঃ।

ক্বেরানে কুরবাণী ওয়াজিব হওয়ার খাছ দলীলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ

ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ،،

যে ব্যক্তি উমরাহ সহ হজ্জ্ব করার ইহরাম বেঁধে এসেছে এবং কুরবাণীর পশু পাঠিয়েছে সে যেন হালাল না হয়। সে হালাল হবে তার পশু জবাই করে। (বুখারী ও মুসলিম)

পশু জবাই করার স্থান ও সময় সীমাঃ

যুল হজ্জ্বের ১০তারিখে জাম্‌রাতুল আকাবাহকে-সাতটি পাথর মেরে পশু জবাই করবে, আর জাম্‌রাকে পাথর মারার সময় হয়; ১০ তারিখের সূর্য উঠার পর। তাহলে ধরা যায় সূর্য উঠার পর পাথর মারতে যতটুকু সময় লাগে তার পরই পশু কুরবাণী করা যায়। আর এই কুরবাণীর শেষ সময় সীমা হলো ১৩ তারিখ সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ ঈদের দিন থেকে শুরু করে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত। দেখুন দলীল সহ মানাসিক ইব্‌নু উছাইমীন- ৩১পৃঃ।

আর এই পশু মিনাতেও জবাই করা যায়, মক্কাতে-ও। উভয় জায়গার ব্যাপারে হাদীছে এসেছে। দেখুন দলীল সহ মানাসিক আল্‌বাণী -৩৫পৃঃ ও ইব্‌নু উছাইমীন -৩১ পৃঃ

পশুর বিবরণঃ পশু সকল প্রকার খুঁত ও ত্রুটি মুক্ত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে, তবে অতি বৃদ্ধ নয়।

এক পশুতে কয়জন শরীক হতে পারেঃ

একজন একাধিক পশু কুরবাণী করতে পারে, আবার গরু ও উট হলে সাতজন শরীক হতে পারে। মুসলিম শরীফ সহ বিভিন্ন হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জ্বে এক শত উট কুরবাণী দিয়েছিলেন। আবার বুখারী মুসলিমে এও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সকল স্ত্রীর পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবাণী করেছিলেন।

এই নিয়ম শুধু হজ্জ্ব সফরের জন্য কিংবা ঐ স্থানের জন্য প্রযোজ্য যেখানে বিভিন্ন পরিবারের একেক জন করে সদস্য থাকে। কিন্তু মুক্বীম অবস্থায় এই নিয়ম পাওয়া যায়না। বরং প্রত্যেক পরিবার একটি করে পশু কুরবাণী করবে। চাই সেটা ছাগল হোক, চাই গরু হোক, চাই উট হোক। একটি পশু জবাই করলেই পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে, যতই সদস্য থাকুক না কেন। (মুসলিম আবু দাউদ ও তিরমিযী)।

উত্তম হলো নিজে জবাই করা, তবে অন্যকেও জবাই এর জন্য ওয়াকীল বানানোর যায়, কারন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৩৬ কিংবা ৬০টি নিজে জবাই করার পর বাকীগুলি জবাই করার জন্য আলী (রাঃ)কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। (মুসলিম)

জবাই করার নিয়মঃ

আবু দাউদ ও বায়হাক্বীর হাদীছে এসেছে- পশুকে জবাই করার সময় ক্বেবলামূখী অবস্থায় জবাই করতে হবে।
আর গরু-ছাগল ও মহিষকে বামকাত করে ফেলে ডান পার্শ্বে পাঁ রেখে মুজবুত করে চেপেধরে জবাই করবে। উট হলে তাকে ক্বেবলামূখী করে বাম পাঁকে বেঁধে তিন পাঁয়ের উপর খাড় অবস্থায় নহর (জবাই) করবে। এই নিয়ম বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ ও মুওয়াত্বা মালেকে রয়েছে। দেখুন মানাসিক আল্‌বাণী ৩৫ ও ৩৬ পৃঃ।

জবাই করার পূর্বে অবশ্যই বিস্‌মিল্লাহ বলতে হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেন-

" ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " الانعام- ١٢١

ঐ পশু থেকে কিছু খাবেনা, যাকে জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, নিশ্চয় উহা পাপাচারী কাজ। (সূরাহ আন্‌ আম- ১২১ আঃ)।

পরিবারের সদস্যদের বা শরীক ব্যক্তিদের ধারাবাহিক ভাবে নাম উচ্চারণ করার কথা হাদীছে নেই, তাই উহা বিদআত হবে। তবে হাদীছে যতটুকু বলা হয়েছে সাধারণ ভাবে পরি বারের পক্ষ থেকে কথাটা উল্লেখ করা যাবে। যেমন আল্লাহর রাসূল বলতেন -

هذا منى ومن أهل بيتى ومن لم يضح من أمتى

অর্থাৎ- হে আল্লাহ ইহা আমার, আমার বাড়ীর পরিবার এবং আমার উম্মতের ভিতর যারা কুরবাণী দেয়ার সামর্থ রাখেনি তাদের সকলের পক্ষ থেকে। (আবুদাউদ, তিরমিযী)

এর পর বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে জবাই করবে। ইচ্ছা করলে এই কথাটা বৃদ্ধি করে বলতে পারবে -

اللهم إن هذا منك ولك اللهم تقبل منى ،، رواه مسلم وأبوداود

হে আল্লাহ এই পশু তোমার নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং তোমার জন্যই উৎস্বর্গ করছি, হে আল্লাহ তুমি আমার পক্ষ থেকে কবুল কর। (মুসলিম ও আবু দাউদ)

উহার খাদ্য ও বন্টনঃ

কুরবাণীর পশু থেকে খাওয়া বিতরণ করা, ছদাকাহ করা ও জমা রাখা সবই সুন্নাত। আল্লাহ বলেছেন -

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير،، الحج- ٢٨

অতঃপর উহা হতে ভক্ষণ কর এবং ফকীরকে ভক্ষণ করাও। (সূরা হজ্জ্ব -২৮ আঃ)

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) বলেছেনঃ ভক্ষণ কর, ভক্ষণ করাও ও জমা রাখ। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরবাণীর পর হুকুম দিয়েছিলেন প্রত্যেক পশু থেকে কিছু কিছু করে কেটে এনে পাক করার জন্য। সেই পাককৃত গোশ্‌ত ভক্ষণ করেছিলেন এবং তার ঝোল পান করেছিলেন।(হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম)

সমাজে তিনভাগে বন্টন করার প্রচলন দেখা যায়-একভাগ নিজের বাড়ীর জন্য, একভাগ ফকীর-মিস্কীনের জন্য ও একভাগ আত্নীয়-স্বজনের জন্য। এটার ব্যাপারে ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নেই। তবে উহা দোষণীয় নয়। প্রয়োজনে ভাগের ভিতর ও পরিমানে কম-বেশীও করতে পারে।

অপারগ হলে রোযা পালন করার নিয়মঃ

তামাত্তু' বা ক্বেরান হজ্জ্ব পালনকারী যদি ক্বুরবাণী করার ক্ষমতা না রাখে তবে সে হজ্জ্বের অন্তবর্তী কালে তিনটি রোযা পালন করবে এবং বাড়ী গিয়ে সাতটি রোযা পালন করবে। একাধারেও রাখতে পারে এবং পৃথক পৃথক ভাবেও রাখতে পারে। তবে তামাত্তু ও ক্বেরাণ পালনকারী যদি হারামের বা তার আশে-পাশে বসবাসকারী হয় তবে ক্বুরবাণী যেমন লাগবেনা, তেমন রোযাও রাখা লাগবেনা। দলীল ইতি পূর্বে উল্লেখিত আয়াত।

হজ্জ্বে পালনীয় তিনটি রোযার সময়ঃ

যদি অপারগতা পূর্ব থেকেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে তবে উমরার কাজ পালনের পর হজ্জ্বের মাঝে আরাফাতের পূর্বেও রাখতে পারে এবং ঈদের পর আয়ইয়ামে তাশরীক তথা ১১ ১২, ১৩ তারিখেও রোযা রাখতে পারবে। তবে ঈদের দিনে রাখা নিষেধ, এই দুই সময়ের কথা হাদীছে এসেছে।

عن عائشة وابن عمر قالا لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن إلالمن لايجد الهدى،، رواه البخارى وغيره..

হযরত আয়েশাহ ও ইব্নু উমার বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়ইয়ামে তাশরীকে রোযা পালনের অনুমতি কাউকেও দেয়া হয়নি একমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে ব্যক্তি পশু ক্বুরবাণী করার সামর্থ রাখেনা। বুখারী ও অপরাপর গণ বর্ণনা করেছেন। আরো দেখুন মানাসিক ইব্নু উছাইমীন ২৮-পৃঃ

অন্য এক হাদীছে এসেছে-

دخلت العمـرة فـی الحـج إلـی يـوم القيامـة فمن صـام الثـلا ثـة فـی العمرة فقد صامها فی الحج ،، مناسك الحج والعمرة لابن عثيمس -٢٨

উমরাহ কেয়ামত পর্যন্ত হজ্জ্বের ভিতর প্রবেশ করেছে। অতএব যে ব্যক্তি তিনটি রোযা উমরাহর মধ্যে রাখবে সে হজ্জ্বের ভিতর রেখেছে বলে গণ্য হবে। মানাসিক ইব্‌নু উছাইমীন- ২৮

সাবধানঃ কেউ যেন উহার একটিও ঈদের দিনে না রাখে, কেননা ঈদের দিনে রোযা পালন করাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম ঘোষণা দিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

أعمال الحج
হজ্বের কার্যাদীর তালিকা

প্রথমতঃ أركان الحج- হজ্জ্বের ঐ সমস্ত জরুরী কাজ যার একটি ছুটে গেলে হজ্জ্ব ছহীহ হয়না যে-গুলিকে আরকান বলা হয়। আর উহা চারটিঃ -

(১) ইহরাম বাঁধা।

(২) আরাফাতে অবস্থান বা উকুফে আরাফাহ করা।

(৩) ত্বওয়াফে ইফাযাহ বা ত্বওয়াফ করা।

(৪) ছাফা-মারওয়ার সাঈ করা।

দ্বিতীয়তঃ واجبا ت الحج- হজ্জের ঐ সমস্ত জরুরী কাজ, যার একটি ছুটে গেলে দম দ্বারা উহার ত্রুটি পূর্ণ হয়ে হজ্জ্ব ছহীহ হয়। আর উহা ৮টি, যথাঃ -

(১) মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা।

(২) সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢোলার পর থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা।

(৩) ঈদের রাত্রি তথা যিল হজ্জ্বের ১০তারিখের রাত্রি মুযদালেফায় যাপন করা।
(৪) ঈদের দিন জাম্‌রাতুল আকাবাহকে পাথর মারা। এবং ঈদের পরের দুদিন তিনটিকে পাথর মারা।
(৫) কুরবাণী করা, কুরবাণী করতে অপারগ হলে, হজ্জ্বের ভিতর তিনটি ও বাড়ীতে সাতটি রোযা পালন করা। ইহা তামাত্তু ও ক্বেরাণ পালনকারীর জন্য।
(৬) মাথার চুল মুন্ডানো বা কাটা।
(৭) ১১ ও ১২ তারিখের রাত্রি মিনায় যাপন করা।
(৮) ঋতুবতী ও গর্ভপাতুত্তোর স্রাব বিশিষ্ট নারী ব্যতীত অন্যদের জন্য ত্বওয়াফে বিদা করা।
উপরোক্ত কাজগুলি ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত কাজ সুন্নাত।

صفة الحج
হজ্জ্ব পালনের বিস্তারিত বিবরণ

হজ্জ্বের প্রথম কাজ হলো ইহরামঃ যিলহজ্জ্ব মাসের ৮তারিখের দিন সকাল বেলা তামাত্তু পালনকারীগণ তাদের নিজ নিজ অবস্থান স্থল থেকে পূর্বে বলে আসা নিয়মানুযায়ী ইহরাম বেঁধে ফেলবে।

ইহরাম বাঁধার জন্য মসজিদুল হারাম বা অন্য কোন মসজিদে যেতে হবে না এবং উহা কোন সুন্নাত, মুস্তাহাবও নয়।

মুসলিম শরীফে এসেছে- বিদায় হজ্জ্বের সময় ছাহাবাগণ আবত্বহ নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং ৮তারিখে ঐ আবত্বহ্ থেকেই ইহরাম বেঁধেছিলেন।

আর ক্বেরান ও ইফ্‌রাদ পালনকারী তার পূর্বের ইহরা-মেই প্রস্তুত হয়ে যাবে। এর পর সকলেই তালবিয়াহ্ পাঠ করতে করতে মিনার দিকে রওয়ানা করবে। এই তালবিয়াহ্

পাঠ সর্বাবস্থায় যথারীতি বহাল রাখবে, ১০ তারিখে জাম্‌রা-তুল আকাবাহকে পাথর মারা পর্যন্ত। আজকের তালবিয়ার প্রথমে সকলেই বলবে লাব্বায়কা হাজ্জান -لبيك حجا- এর পর পূরো তালবিয়াহ পাঠ করতে থাকবে।

ইচ্ছা করলে বা হজ্জ্ব পালন করতে বাধাগ্রস্থ হওয়ার আশংকা থাকলে পূর্বে যেই শর্তের কথা বলা হয়েছে ঐ শর্ত করবে। তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে সকলে মিনায় এসে পৌছবে।

মিনায় করনীয়ঃ

মিনায় এসে হজ্জ্ব পালনকারীগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায তথা যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায সময় মত জামাতবদ্ধভাবে কছর করে আদায় করবে। কছরের ক্ষেত্রে এখানে মিনা ও মক্কার হজ্জ্ব পালনকারীগণ সবাই সমান।

কারণ বিদায় হজ্জ্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)মিনায় মক্কাবাসী সহ সকলকে নিয়ে চার রাকআ'ত বিশিষ্ট নামাযগুলিকে কছর করে আদায় করেছিলেন এবং তাদের কাউকেও পূর্ণ করে পড়তে বলেননি, যেমন ফত্‌হে মক্কার সময় বলেছিলেন। কিন্তু কছর করলেও কোন দুই ওয়াক্ত নামাযকে জমা করে আদায় করেননি বরং প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করেছেন। মানাসিক ইবনু উছাইমীন৫৫পৃঃ এই মর্মে একটি হাদীছ দেখুন -

عن جابر رضى الله عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأ هلوا بالحج وركب النبىصلى الله عليه وسلم، فصلى بها الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر،، رواه مسلم.

হযরত জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন তারবিয়ার দিন অর্থাৎ ৮-ই যিলহজ্জ্ব উপস্থিত হলো, সকলে মিনার অভিমুখে যাত্রার জন্য হজ্জ্বের ইহরাম বেঁধে নিলো।

(অতঃ পর যাত্রা শুরু করলো) নবী(ছাঃ) তাঁর বাহণে চড়ে মিনায় এলেন। অতঃপর সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায আদায় করেছিলেন। (মুসলিম)
ইমাম বুখারী ইব্নু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন-
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبوبكر وعمر وعثمان صدرامن خلافته ولم يكن يجمع فى منى بين الصلاتين فى الظهر، والعصر، والمغرب والعشاء،، رواه البخارى.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিনায় (চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামায গুলি) দুরাকাআ'ত করে পড়তেন এবং আবু বাকর, উমার ও উছমানও তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে। নবী (ছাঃ) মিনাতে দুই নামাযের তথা যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার মধ্যে জমা করতেন না।

ফজরের নামায আদায় করার পর আরাফায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করবে। সূর্য উঠার পর তাল্বিয়াহ পাঠ করতে করতে আরাফার অভিমুখে যাত্রা করবে। তাল্বিয়ার মাঝে মাঝে তাকবীরও পাঠ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবগণ উভয়টাই পাঠ করতে করতে যেতেন, যেমনটি বুখারী মুসলিমে পাওয়া যায়। মানাসিক আলবাণী-২৯পৃঃ

আরাফায় যা করনীয়ঃ

আরাফার নিকটে পৌছার পর সুন্নাত হলো আরাফার সীমানার বাইরে নামেরাহ নামক স্থানে বসে সূর্য ঢোলার অপেক্ষা করবে। সূর্য ঢোলে যাওয়ার পর খুৎবাহ শুনার পর এক আজানে দুই এক্বামতে জামাআত বদ্ধভাবে যোহরের প্রথম ওয়াক্তে যোহর ও আছর উভয় ওয়াক্তের নামাযকে পর পর জমা ও কছর করে আদায় করবে। এই দুই ওয়াক্ত নামাযের মাঝে কোন সুন্নাত, নফল নামায পড়বেনা কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পড়েননি। অতঃপর আরাফার মাঠে

নেমে মহান আল্লাহর সমীপে বিনম্র ও বিনয়ী ভাবে নিজেকে সঠিকভাবে সমর্পণ করে দুআ'ও প্রার্থনায় মশগুল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, যোহর-আছর একত্রিত করে পড়ে নেয়ার কারণই হলো দুআর জন্য অবসর গ্রহণ করা। অতএব যেই ব্যক্তি এই অবসরকে গুরুত্বসহ কাজে না লাগাবে তার নিকট এই জমা ও কছর অনর্থক। এইস্থানে মন উজাড় করে ইহকাল ও পরকালের সার্বিক শান্তি, সমৃদ্ধি, মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করবে। জীবনে বৈধ সকল চাওয়া-পাওয়ার জন্য অন্তর খুলে প্রার্থনা করবে।

আরবী দুআ'জানা না থাকলে নিজের মাতৃভাষায় নিজের যাবতীয় আবেদন-নিবেদন পেশ করবে। আল্লাহ সবার ভাষা সমানভাবে বুঝেন।

আরাফাতের ফযীলতঃ

আরাফার মাঠে আল্লাহর সমীপে এই বৃহৎ জন সমাবেশের কারণে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ভাবে এই দিনটিকে মর্যাদাবান ও ফযীলত মন্ডিত করেছেন। এমনকি এর অসীম ফযীলত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সকল মুসলিম নর-নারী আসতে সক্ষম হয়নি তাদের প্রতিও পরিব্যাপ্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন-

صوم يوم عرفة يكفر السنتين ماضية ومستقبلة،، متفق عليه.

আরাফার দিনের ১টি রোযা বিগত ও আগত দুই বৎসরের পাপরাশি মোচন করে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীছে যে রোযার কথা বলা হয়েছে এই রোযা শুধু ওদের জন্য যারা হজ্জ্ব করতে আসেনি। হাদীছে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোযা বিহীন অবস্থায় উকুফ করেছিলেন এবং হজ্জ্ব পালনকারীদেরকে-ও এই রোযা পালন করতে নিষেধ করেছিলেন। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৬১০ পৃঃ।

সম্মানিত হজ্জ্ব পালনকারীগণ এবার একটু চিন্তা করে দেখুন এই দিনে এই মাঠে আপনার দাঁড়ানোর কারণে যদি হজ্জ্বে না এসেও তারা এত প্রচুর ফযীলতের ভাগী হতে পারে, তবে আপনি স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে এই মাঠে কি পরিমান ফযীলত ও নেকী লাভ করতে পারেন। কাজেই একটি সেকেন্ডও যেন আপনার অবহেলায় না কাটে। নামাযের পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের যিকির-আযকার, দুআ-দুরুদ, কুরআন তিলাওয়াত, তওবাহ-ইস্তিগফার, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদির কোন একটা করতে থাকবেন।

নিজের মাতা-পিতা, ছেলে-সন্তান, পরিবার-পরিজন, মৃত আত্মীয়-স্বজন, বিপদ গ্রস্থ মুসলিম, জাতি, দেশ, ধর্মও সাধারণ ভাবে সকল মুসলিমদের জন্য দুআ' করবেন।

এই দিন বান্দাগণ আল্লাহর দরবারে ভিড় জমানোর কারণে এবং তার নিকট বিনীত ভাবে লুটিয়ে পড়ার কারণে তাদেরকে নিয়ে ফেরেশ্তাদের নিকট গৌরব ও অহংকার করেন। এই জন্য শয়তান নিজেকে দারুন ভাবে বঞ্চিত লাঞ্চিত, অপমানিত ও বিতাড়িত মনে করে।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীছে এসেছে-

عن عائشةٌ رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدامن النار من يوم عرفة، وإنه ليدنوعز وجل ثم يباهى الملائكة فيقول: ماأرادهوَلاَء؟ رواه مسلم.

হযরত আয়েশাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী(ছাঃ) বলেছেন- কোন এমন দিন নেই যেই দিন আল্লাহ সবচেয়ে অধিক পরিমান বান্দাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন আরাফাতের দিন অপেক্ষা। (তিনি আল্লাহ) নিকটবর্তী হন এবং তাদের কে নিয়ে ফিরিশ্তাদের নিকট গৌরব প্রকাশ করে বলেন,এরা কি চাই। (মুসলিম)

আরো হাদীছে এসেছে -

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: وقف النبى صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تئوب فقال: يا بلال أنصت لى الناس فقام بلال فقال! انصتوالرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت الناس فقال: يا معشر الناس، أتانى جبريل عليه السلام آنفا فاقرأنى من ربى السلام وقال: إن الله عزوجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعرالحرام وضمن لهم التبعات،، فقه السنة ٦٠٧/١-

হযরত আনাস বিন্ মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী (ছাঃ) আরাফায় অবস্থান করেছিলেন। সূর্য যখন ডুবুডবু অবস্থা ঐ সময় বেলালকে বললেন আমার জন্য লোকদেরকে নিরব কর। বেলাল (রাঃ) বললেন হে জনমন্ডলী তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর (বক্তব্য শ্রবণের) জন্য নিরব হও। লোক সকল নিরব হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন- লোকসকল আমার নিকট জিব্রীল এসে আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে সালাম দিয়ে বলে গেলেন যে, আল্লাহ আরাফাতবাসী ও মাশআরুল হারাম বাসীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের ছেড়ে আসা আপনজনদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।ফিক্বহুস্সুন্নাহ- ১/৬০৭

এই জন্যই শয়তান সেদিন এত বঞ্চিত ও বিতাড়িত হয়। নবী (ছাঃ) বলেছেন-

ماروى الشيطان يوماهوفيه أصغرولاأدحر ولاأغيظ منه فى يوم عرفة وما ذالك إلا لمارأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب إلا مارى من يوم بدر، قيل ومارأى يوم بدريا رسول الله؟ قال: أماإنه رأى جبريل يزع الملائكة،، رواه مالك مرسلا والحاكم موصولا.

আরাফাতের দিন অপেক্ষা আর কোন দিন শয়তানকে এত অপমানিত, বিতাড়িত ও ক্রোধান্বিত দেখা যায়না।আর উহা এইজন্য যে, সেদিন সে দেখে রহমত অবতীর্ণ হতে

এবং আল্লাহ কর্তৃক গুণাহ মাফ হতে, শুধু এমন দেখা গিয়েছিল বদরের যুদ্ধের দিন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল সে বদরের দিন কি দেখেছিল? সে দিন জিব্রীল (আঃ)কে যুদ্ধের ময়দানে ফিরিশ্তাগণকে পরিচালনা করতে দেখেছিল। হাদীছটি ইমাম মালিক মুর্সাল ভাবে ও হাকীম মুত্তাছ্ছিল ভাবে বর্ণনা করেছেন।

অতএব হজ্জ্ব পালনকারীদের জন্য উচিত বেশী বেশী আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে ও আল্লাহর মহানত্ব, প্রশংসা ও তাওহীদের ঘোষণা দিয়ে শয়তানকে আরো বঞ্চিত ও লাঞ্চিত করা।

দুআ' ও অবস্থানের সময় সঠিক ভাবে আরাফাতের সীমা চিহ্নিত করে অবশ্যই আরাফাতের মাঠের ভিতর থাকবেন, এবং সূর্য ডুবা পর্যন্ত মাঠের ভিতরেই অবস্থান করবেন। যদি কেউ আরাফাতের মাঠ চিহ্নিত নাকরে বাহিরে অবস্থান করে তার হজ্জ্ব বাত্বিল বলে গন্য হবে।
কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন -

" الحج عرفة.... " رواه أبوداود وابن ماجة.

আরাফাই হলো হজ্জ্ব। কেউ যদি কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ দিনের বেলা আরাফায় অবস্থান করতে ব্যার্থ হয় তবে ১০তারিখের রাত্রিতে অবস্থান করে মুযদালেফায় ফজরের নামায আদায় করতে পারলে হজ্জ্ব হয়ে যাবে। (আবু দাউদ, ইব্নু মাজাহ)

আরাফাতের মাঠের জন্য কিছু দু আঃ

এবার হাজী ভাইদের উপকারার্থে কিছু দু'আ' চয়ণ করে উদ্ধৃত করা হলো। দু'আর অর্থ জেনে পাঠ করা বাঞ্চনীয়, কারণ যেটা নিজে না বুঝা যায় সেটা কারো নিকট থেকে লাভ করা সম্ভব নয়। এই জন্য আরবী দু আর সাথে তার অর্থগুলিও পড়বেন কিংবা শুধু অর্থই পড়বেন। প্রথমে এমন

দু আ পড়া ভালো যে সমস্ত দু আয় আল্লাহর প্রশংসা ও তার একত্ববাদের ঘোষণা আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর উপর দুরুদ পাঠ করবেন। এই নিয়ম মেনে দু আ করলে দুআ ক্ববুল হয় বলে হাদীছে এসেছে। তাওহীদ ও আল্লাহর প্রশংসা সম্মিলিত দু আকে আরাফাতের দু আ বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন-

خير الدعاء دعاءعرفة وخيرماقلت أناوالنبيون من قبلى: لاإله إلاالله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير،، رواه الترمذى ..

সর্বোৎকৃষ্ট দু আ হলো আরাফাতের দু আ, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যত কথা বলেছে তম্মধ্যে সর্বোৎ-কৃষ্ট কথা হলো- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়া-হুওয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর।।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কেউ উপাস্য হওয়ার উপযোগী নয়, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সকল রাজ্য ও সকল প্রশংসা। আর তিনি সবকিছুরই উপর ক্ষম-তাবান। (তিরমিযী)

এর পর দুরুদে ইব্রাহীম পাঠ করবে। অতঃপর নিম্মের দুআগুলি একটার পর একটা পড়তে থাকবে। আরাফাতের মাঠে জাবালুর রহমার পাদদেশে দাঁড়িয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে একাকী ভাবে হাত উঠিয়ে দু আ করা উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)একাকী ভাবে হাত উঠিয়ে দু আ করেছেন। (তিরমিযী)

قال أسامة بن زيد كنت ردف النبى صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو،، رواه النسائى ..

উসামাহ বিন্ যায়েদ বলেন- আমি নবী (ছাঃ) এর বাহণের পিছে বসেছিলাম। তিনি হাত উঠিয়ে দুআ' করছিলেন। হাদীছটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।

যদি জাবালুর রহমাতে যাওয়া ও পাদদেশে দাঁড়িয়ে দু আ করা সম্ভব না হয় তবে আরাফাতের যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে দু আ করবে।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন-

وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف،، رواه أحمد ومسلم وأبوداود.

আমি যদিও এখানে দাঁড়ালাম কিন্তু আরাফার প্রত্যেকটি জায়গা দাঁড়ানোর স্থান। হাদীছটি ইমাম আহমাদ, মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।

প্রথমতঃ কুরআন থেকেঃ

১। ربناآتنا فى الدنيا حسنةوفى الأخرة حسنةوقنا عذاب النار،،سورة البقرة

উচ্চারণঃ রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতাঁউ-ওয়াফিল আখেরাতে হাসানাতাঁউ-ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থঃ হে-আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দুনিয়াতে সার্বিককল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও সার্ভিক কল্যাণ দান কর। আর রক্ষা কর আমাদেরকে অগ্নিকুন্ডের আযাব থেকে। (সূরাহ বাক্বারাহ)

২। ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوابربكم فآمنا، ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

উচ্চারণঃ রব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়ান ইয়ুনাদী লিল-ঈমানি আন্ আমিনূ বিরব্বিকুম ফাআ-মান্না, রব্বানা ফাগ্‌ফির লানা যুনূবানা ওয়া কাফ্‌ফির আন্না সায়য়ি আ-তিনা ওয়া তাওয়াফফানা মাআল আব্‌রার। রব্বানা ওয়া আ-তিনা মা অআত্তানা আলা রুসুলিকা অলা তুখ্‌যিনা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীআদ।

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক নিশ্চয় আমরা আহব্বান

কারীর আহব্বান ‘‘তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো’’শুনেছি। অতএব আমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা করে দাও, আমাদের গুণাহগুলিকে মোচন কর এবং আমা-দেরকে সৎব্যক্তিগণের সহিত মৃত্যু দান কর। হে আমাদের প্রতিপালক দান কর আমাদেরকে উহা, যার তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তোমার রাসূলগণকে নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না। (আ-লু ইম্‌রান)

৩। ربنااغفرلناذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ،، سورة آل عمران – ١٤٧

উচ্চারণঃ রব্বানাগ্‌ফির লানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফী-আম্‌রিনা ওয়া ছাব্বিত আক্বদামানা অন্‌ছুর্‌না আলাল ক্বউ-মিল কাফিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দাও ও আমাদের সকল বাড়াবাড়ী মার্জনা কর। আর আমাদের পদগুলি দৃঢ় কর ও কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর। (আ-লু ইম্‌রান - ১৪৭)

৪। " ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين " ا لاعراف – ٢٣

উচ্চারণঃ রব্বানা যলাম্‌না আন্‌ফুসানা অইল্লাম তাগ্‌ফি-র্‌লানা অতারহাম্‌না লানাকূনান্‌না মিনাল খাসিরীন’’।

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমরা অত্যাচার করেছি আমাদের আত্মার উপর, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর এবং করুনা না কর তবে নিশ্চিত ভাবে আমরা ক্ষতি গ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। (সূরা আরাফ-২৩)

৫। " رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء،، ربنااغفرلى ولوالدى وللمؤ منين يوم يقوم الحساب "
سورة ابراهيم– ٤٠–٤١

উচ্চারণঃ রব্বিজ্‌আলনী মুক্বীমাছ্‌ছালাতি ওয়ামিন্ যুর্‌রিয়াতী রব্বানা অতাক্বব্বাল দুআ, রব্বানাগ্‌ফিরলী অলি ওয়ালেদাইয়া অলিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বুমুল হিসাব।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং আমার বংশধর থেকেও, হে আমাদের প্রতি পালক আর দুআও কবুল কর। হে আমাদের প্রতিপালক আমাকে আমার পিতা-মাতাকে ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করে দিও যেদিন হিসাবের দিন অনুষ্ঠিত হবে। (সূরা ইব্রাহীম -৪০ ও ৪১)

৬। " رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا " سورة الاسراء -٤٢

উচ্চারণঃ রব্বির হাম্ হুমা কামা রব্বাইয়াণী ছগীরা।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক তাঁদের দু'জনকে (অর্থাৎ আমার পিতা-মাতাকে) রহম কর, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশব কালে লালন-পালন করেছেন। (সূরা ইস্‌রা -৪২)

৭। ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ،، الفرقان -٧٤

উচ্চারণঃ রব্বানা হাব্‌লানা মিন্ আয্‌ওয়াজিনা আমিন্ যুর্‌-রিইয়াতিনা কুর্‌রাতা আ'ইয়ুনিন্ অজ্‌-আল্‌না লিল্‌মুত্তাক্বীনা ইমামা।

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এমন স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানাদি দাও যাতে চক্ষু শীতল হয়, আর আমাদেরকে মুত্তাক্বী বান্দাদের নেতা বানিয়ে দাও। সূরা ফুরক্বান-৭৪আঃ

৮। ربنااصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ،، سورة الفرقان -٦٥ -٦٦

উচ্চারণঃ রব্বানাছ্‌রিফ্ আন্‌না আযা-বা জাহান্নামা, ইন্না আযা-বাহা কানা গারামা। সূরা আল-ফুরক্বান-৬৫, ৬৬ আঃ

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাবকে ফিরিয়ে নাও, নিশ্চয় উহার আযাব (উহার হক্বদা-

রদের সহিত) স্থায়ীভাবে বিজড়িত থাকবে। নিশ্চয় উহা বাস-স্থান ও অবস্থান হিসাবে নিকৃষ্টতম জায়গা। সূরা ফুর্ক্বান- ৬৫ ও ৬৬ আঃ

৯। ربناتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التـواب الرحيـم ،، سـورة البقـرة - ١٢٧ /١٢٨

উচ্চারণঃ রব্বানা তাক্বব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামীউল্ আলীম্-অতুব আলায়না ইন্নাকা আন্‌তাত্ তাউওয়াবুর রহীম।

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের থেকে (যেই সমস্ত দু'আ' করলাম) ক্ববুল কর, নিশ্চয় তুমি অতি শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। আর আমাদের তাওবাহ্ ক্ববুল কর, নিশ্চয় তুমি অতি তাওবাহ্ ক্ববুলকারী ও দায়ালু। সূরা বাক্বারাহ ১২৭,২৮

দ্বিতীয়ঃ হাদীছ থেকেঃ

১। ইমাম তিরমিযী হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে-ছেন যে, নবী(ছাঃ) আরাফায় অবস্থানের সময় এই দু'আটি বেশী বেশী পড়তেন।

اللهم لك الحمد كالذى نقول وخيرامما نقول: اللهم لك صلاتـى ونسكى ومحياى ومماتى وإليـك مـآبى ولـك رب تراثـى، اللهـم إنـى أعوذبك من عذاب القبرو وسوسة الصـدر وشتات الأمـر اللهـم إنـى أعوذبك من شرماتهب به الريح ،، رواه الترمذى .

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হাম্‌দু কাল্লাযী নাকূলু ওয়া খায়রান্ মিম্মা নাকুলু, আল্লাহুম্মা লাকা ছলাতী, অনুসুকী, অমাহ্ইয়ায়া অমামাতী অ'ইলায়কা মাআবী অলাকা রব্বি তুরাছী, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন্ আযাবিল ক্ববরি ওয়া অস্ অসাতিছ্ ছাদ্‌রি অশাতাতিল আমরি, আল্লাহুম্মা আউযুবিকা মিন শার্‌রি মা তাহুব্বু বিহির্ রীহু।

অর্থঃ হে আল্লাহ তোমারই জন্য সকল প্রশংসা- যেভাবে বলছি-তার চেয়েও ভাল ভাবে। হে আল্লাহ তোমারই জন্য

আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন আমার মরণ, আর তোমারই নিকট হবে আমার প্রত্যাবর্তন। তোমারই জন্য হে প্রতিপালক আমার অধিকৃত সম্পদ, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, কবরের আযাব থেকে, অন্তরের প্ররোচণা থেকে ও কাজের বিক্ষিপ্ততা থেকে। হে আল্লাহ তোমার নিকট আশ্রয় চাই ঐ বস্তুর অনিষ্ট থেকে যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে আসে। (তিরমিযী)

২। لاإله إلالله وحده لاشريك له له الملك ولـه الحمد يحيى ويميت وهوعلى كل شيئ قدير. رواه أحمد والترمذى

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা আল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্‌মুলকু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক! তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব একমাত্র তাঁরই অধিকার ভূক্ত। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। তিনিই জীবিত করেন, তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (আহ্মাদ ও তিরমিযী বর্ণ্না করেছেন)।

রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) হতে ছহীহ্ সনদে আরও বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন, আল্লাহর নিকট চারটি কথা সর্বাধিক প্রিয়, আর উহা হচ্ছে সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আল্লাহু আরবার।

৩। " سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم " رواه البخارى ومسلم.

উচ্চারণঃ সুব্‌হানাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী, সুব্‌হানাল্লাহিল আযীম।

অর্থঃ পাক-পবিত্র আল্লাহ্, তাঁরই প্রশংসা জ্ঞাপন করতেছি, যিনি সর্বদোষ মুক্ত মহান ও মহীয়ান। (বুখারী ও মুসলিম)

৪। لاإله إلاالله ولانعبد إلاإياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلاالله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون،رواه مسلم

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লল্লাহু ওয়ালা-না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন্ নে'মাতু ওয়া লাহুল ফায্লু ওয়া লাহুছ্ছানাউল হাসানু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখ্লিছীনা লাহুদ্‌দ্বীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরুন।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আমরা তাঁকে ছাড়া অপর কারো ইবাদত করিনা, যত নিয়ামত অনুগ্রহরাশি রয়েছে সমস্তই তাঁরই প্রদত্ত, আর তাঁরই জন্য উত্তম প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, একমাত্র তাঁরই জন্য দ্বীনকে সম্পূর্ণ খালেছ ও নির্ভেজাল করি, যদিও উহা কাফিরদের নিকট অপছন্দনীয়। (মুসলিম)

৫। لاحول ولاقوة إلابا لله،، رواه البخارى ومسلم

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ।

অর্থঃ কারো শক্তি নেই, দুঃখ-কষ্ট ফিরাবার, আর কারো ক্ষমতা নাই সুখ-সম্পদ প্রদানের- একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। (বুখারী ও মুসলিম)

৬। اللهم أصلح لى دينى الذي هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياي التى فيها معاشي وأصلح لى آخرتي التى فيها معادى واجعل الحياة زيادة لىفى كل خير والموت راحة لى من كل شر، (رواه مسلم.)

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আছ্লিহ্-লী দ্বীনী আল্লাযী হুয়া ইছ্-মাতু আম্‌রী ওয়া আছ্লিহ্-লী দুন্ইয়া-য়া আল্লাতী ফিহা মাআশী ওয়া আছ্লিহ্ লী আখিরাতী আল্লাতী ফীহা-মাআদী ওয়াজ্ আলিল হায়া-তা যিয়াদা-তাল্লী ফী-কুল্লি খায়রিন ওয়াল মাওতা রা-হাতাল্লী মিন্ কুল্লি শার্‌রিন।

অর্থঃ হে আল্লা! আমার দ্বীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও- যার ভিতর নিহিত রয়েছে আমার সমুদয় কাজে

আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করে দাও আমার পার্থিব জীবনকে যার ভিতর রয়েছে আমার জীবিকা, আর আমার আখিরাতকে তুমি করে দাও বিশুদ্ধ যেখানে আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর আমার আয়ুকে প্রত্যেক ভাল কাজে বর্ধিত হওয়ার উপকরণ কর এবং মৃত্যুকে যাবতীয় অমঙ্গল হতে অব্যাহতি পাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। (মুসলিম)

৭। أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ،، متفق عليه .

উচ্চারণঃ আ'উযু বিল্লা-হি মিন জাহ্‌াদিল বালায়ি ওয়া দারাকিশ্ শিক্বায়ি ওয়া সূয়িল ক্বাযা-য়ি ওয়া শামা-তাতিল আ'দায়ি।

অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, বালা-মুছীবতের ভয়াবহতা ও দর্ভাগ্য গ্রস্ত হওয়া থেকে, আর মন্দ অদৃষ্ট এবং দুশমনের হাসি-মস্কারা থেকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৮। اللهم إني أعوذبك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال ،، رواه مسلم .

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্‌নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুয্‌নি ওয়া মিনাল আজ্‌যি ওয়াল্ কাসালি ওয়া মিনাল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়া-মিনাল মা'ছামি ওয়ালমাগ-রামি ওয়া মিন গালাবাতিদ্ দায়নি ওয়া ক্বহ্‌রির রিজা-লি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা ও উদ্বেগ হতে, অক্ষমতা ও অলসতা হতে, ভীরুতা ও কৃপণতা হতে, আর আশ্রয় চাচ্ছি পাপাচার ও কর্জ গ্রহণ হতে এবং ঋণের গুরুভার ও জনবৃন্দের দুর্দম অপ প্রভাব হতে। (মুসলিম)

৯। أعوذبك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ،، رواه أبو داود.

উচ্চারণঃ আ'উযুবিকা আল্লা-হুম্মা মিনাল বারাছি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুযামি ওয়া মিন সাইয়েয়িল আসক্বামি।

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি ধবল রোগ, কুষ্ঠ রোগ এবং পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য হতে এবং দূরারোগ্য জটিল ব্যাধি হতে। (আবু দাউদ)

১০। اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،، رواه الترمذى

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল আফ্ওয়া ওয়াল্ আ-ফিয়াতা ফিদ্দুনিয়া-ওয়াল আ-খিরাতি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অপরাধ মার্জনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে বিপদ-আপদ হতে নিরাপত্তা চাই। (তিরমিযী)

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بيني يدى ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذبعظمتك أن أغتال من تحتي،، رواه أبوداود وابن ماجة.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফ্ওয়া ওয়া-ল আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুনিইয়ায়া ওয়া আহ্লী ওয়া মালী।

আল্লা-হুম্মাস্তুর আওরা-তী ওয়া আ-মিন রাওআতী ওয়াহ্ ফায্নী মিম্বাইনি ইয়া দাইয়্-ইয়া ওয়া মিন খাল্ফী ওয়া আন ইয়ামীনী ওয়া আন শিমালী ওয়া মিন্ ফাওক্বী ওয়া আউযু বি- আয্-মাতিকা আন উগ্তালা মিন্ তাহ্তী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই মার্জনার, আর কামনা করি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার এবং পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা।

হে আল্লাহ! আমার গোপন দোষসমূহ তুমি ঢেকে রাখ, ও আমাকে ভয়-ভীতি হতে সংরক্ষণ কর, আমাকে সম্মুখ-পশ্চাত, ডান-বাম ও উপর দিক হতে আসা বিপদ থেকে

রক্ষা কর। আমি তোমাদের মহানত্বের অসীলায় আশ্রয় চাই তেছি আমার নিম্মদেশ থেকে মাটি ধ্বসে ধ্বংস হওয়া থেকে।

১২। اللهم اغفرلى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفرلى جدي وهزلي وخطئى وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفرلي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيئ قدير،، رواه البخارى ومسلم.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাগ্-ফিরলী খাতীআতী ওয়া জাহ্লী ওয়া ইসরাফী ফী আম্‌রী ওয়া মা-আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্‌নী।

আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী জিদ্দী ওয়া-হাযলী ওয়া-খাত্বয়ী ওআমাদী ওয়া কুল্লু যা-লিকা ইন্‌দী।

আল্লা-হুম্মাগ্‌[

মা আসরার্‌তু ওয়া মা-আন্‌তা আ'লামু বিহী মিন্‌নী আন্‌-তাল মুক্বাদ্ দিমু ওয়া আনতাল মুআখ্‌খির ওয়া আন্‌তা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দাও আমার ভুল-ত্রুটি ও অজ্ঞতা, আর আমার কাজ-কর্মে সীমালঙ্ঘনতা এবং আমার তরফ হতে সংঘটিত সেই সব অপরাধ যার সম্পর্কে তুমি আমার অপেক্ষা অধিক অবহিত রয়েছ।

হে আল্লাহ! মাফ করে দাও তুমি আমার দ্বারা সংঘটিত ভারত্বের সাথে ও হাসি-তামাশায় কৃত পাপ, আমার ভুল-ভ্রান্তি ও সংকল্পিত অনাচার। আর ওগুলি সবই আমার নিকট রয়েছে।

হে আল্লাহ!আমাকে তুমি মাফ করে দাও যে অন্যায় আমি পূর্বে করেছি, পরে করেছি, গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি, আর যে গুনাহ সম্পর্কে তুমি আমার অপেক্ষা বেশী জান। তুমিই তো যাকে ইচ্ছা আগিয়ে দাও আর যাকে ইচ্ছা পিছিয়ে দাও এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (বুখারী ও মুসলিম)

১৩। اللهـم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشـد وأسـألك شـكر نعمتك وحسـن عبـادتك. وأسـألك قلبا سليما ولسـانا صادقا وأسألك من خير ماتعلم وأعوذبك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب،، رواه أحمد والترمذى وابن حبان.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আস্‌আলুকাছ্ ছাবা-তা ফিল্ আমরি ওয়াল্ আযীমাতা আলাররুশ্‌দি ওয়া আস্‌আলুকা শুক্‌রা নে'মাতিকা ওয়া হুস্‌না ইবা-দাতিকা ওয়া আস্‌আলুকা ক্বালবান সালীমান্ ওয়া লিসা-নান ছাদিক্বান, ওয়া আস্-আলুকা মিন খাইরি মা-তা'লামু ওয়া আউযুবিকা মিন্‌শাররি মা তা'লামু ওয়া আসতাগ্‌ফিরুকা লিমা তা-লামু ইন্নাকা আল্লামুল গুয়ুব।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট দ্বীনের কাজে আমি চাই অনড় অবিচলতা, সৎপথে দৃঢ় নিষ্ঠা, আর তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার নেয়ামতের শুকুরগুযারী, আর তোমার এবাদত সুন্দর সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার তাওফীক, আমি তোমার নিকট আরো চাই-নির্ভেজাল হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ বাক-শক্তি আর প্রার্থনা জানাই সেই মঙ্গলের জন্য যা তুমি আমার জন্য ভাল জান, আর আশ্রয় প্রার্থনা করি সেই অনিষ্ট থেকে যে সম্পর্কে তুমি সুবিদিত, আর আমি মাগফিরাত চাই সেই অন্যায় অপকর্ম হতে যা তুমিই জান, নিশ্চয় তুমি গায়েব সম্পর্কে অতি পরিজ্ঞাত। (হাদীছটি আহ্‌মাদ, তিরমিযী ও ইব্‌নু হিব্বান বর্ণনা করেছেন)।

১৪। ،اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كـل شـيئ فـالق الحـب والنـوى منزل التـوراة والإنـجيـل والفرقان أعوذبك من شركل شـيئ أنـت آخـذ بناصيتـه، أنـت الأول فليس قبلك شيئ وأنت الأخر فليس بعدك شيئ وأنت الظـاهر فليـس فوقـك شـيئ وأنـت البـاطن فليـس دونـك شـيئ اقـض عنـي الديـن واغنني من الفقر،، رواه مسلم.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা রব্বাস্ সামাওয়াতি ওয়া রব্বাল আরযি, ওয়া রব্বাল আরশিল আযীম, রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শাইয়িন ফা-লিক্বাল হাব্বি ওয়ান্-নাওয়া মুনায্যিলাত্ তাওরাতি ওয়াল ইন্জীলে ওয়াল কুরআ-নি আউ'যুবিকা মিন শার্‌রি কুল্লি শাইয়িন আন্‌তা আখিযুন্ বি'নাছিয়াতিহী আন্‌তাল আউওয়ালু ফালাইসা ক্বলাকা শাইউন ওয়া আন্-তাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইউন ওয়া আন্-তায্ যা'হিরু ফালাইসা ফাওকাকা শাইউন ওয়া আনতাল্ বাত্বিনু ফালাইসা দুনাকা শাইউন ইক্বযি আন্নিদ্‌দায়না ওয়া আগ্‌নিনী মিনাল ফাক্বরি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আকাশমন্ডলীর প্রভু, পৃথিবীর প্রভু,মহান আরশের প্রভু, এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভু। জীব ও আঁটিকে চিরে চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত ও ইঞ্জীল এবং কুরআন কারীমের নাযিলকারী তুমি, প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি। তুমি উহার ললাট তোমার হাতে ধারণ করে আছ। তুমিই আদি-তোমার পূর্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, ছিলনা; তুমিই অন্ত-তোমার পরে কোন কিছুই নেই থাকবে না। তুমি প্রকাশ্য সকল বস্তুর উপর বিজয়ী তোমার উপরে কিছুই নেই। তুমি গোপন-তোমার চেয়ে গোপন আর কিছুই নেই, আমার যত ঋণ আছে তুমি-হে প্রভু! উহা পরিশোধ করে দাও। আর আমাকে দারিদ্র হতে মুক্তি দিয়ে মুকাপেক্ষি হীন করে দাও!

১৫। اللهم إني أعوذبك من العجز والكسـل والجبـن والبخـل والهرم وعذاب القبر، اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خـير مـن زكاها أنت وليها ومولاها ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومـن قلـب لايخشع ومن نفس لاتشبع ومن دعوة لايستجاب لها ،، رواه مسلم .

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ আজযি ওয়াল কাসালি ওয়াল যুব্নি, ওয়াল বুখলি, ওয়াল হারামি, ওয়া আযাবিল্ ক্বরি।
আল্লা-হুম্মা আ'তি নাফ্সী তাক্ব্ওয়া-হা ওয়া যাক্কিহা আন্তা খাইরু মান্ যাক্কা-হা, আন্তা ওয়ালিই- য়ুহা ওয়া মাওলা-হা।
আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ইল্মিল্ লা-ইয়ান্ফাউ ওয়া মিন ক্বালবিল্ লা-ইয়াখশাউ' ওয়া মিন নাফসিল্ লা-তাশবাউ' ওয়া মিন দুওয়ায়িল্ লা-ইয়ুস্তাজাবু লাহা।
অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা হতে, তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি ভীরুতা কাপুরুষতা, বার্ধক্যের অপারগতা এবং কৃপণতা হতে আর তোমারই আশ্রয় চাই-কবরের আযাব হতে।
হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে দাও তোমার ভয়-ভীতি ও তাক্ওয়া পরেহেযগারী, আর কুলুষমুক্ত কর আমার অন্তরকে, উহাকে নিষ্কলুস করার সর্বোত্তম সত্তা যে একমাত্র তুমিই। তুমিই উহার ওলী এবং মালিক।
হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাইতেছি এমন ইলেম হতে যা কোন উপকারে আসেনা, এমন হৃদয় হতে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না, এমন অন্তর হতে যা কোন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ হতে যা ক্ববুল হয় না। (মুসলিম)

১৬। اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خا صمت أعوذبعزتك أن تضلنى لاإله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون،، رواه البخارى.

উচ্চারণঃ অল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আমান্তু ওয়া আলায়কা তাওয়াক্কাল্তু ওয়া ইলায়কা আনাবতু

ওয়াবিকা খা-ছাম্‌তু আউ'যুবিইয্‌যাতিকা আন্‌তুযিল্‌ লানী লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তাল্‌ হাইয়ূল্‌ লাযী লা-ইয়ামূতু ওয়ালজিন্‌নু ওয়াল ইন্‌সু ইয়ামূতূন।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমারই আনুগত্য বরণ করেছি, তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছি, আর তোমারই জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। পথ ভ্রষ্ট হওয়ার দূর্ভাগ্য হতে তোমার ইয্‌যতের অসীলায় তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি। তুমি ভিন্ন কোন ইলাহ নেই, তুমি এমন চিরঞ্জীব যার কখনো মৃত্যু নেই-অপর পক্ষে সমুদয় জিন এবং মানবকুল মরণশীল।

১৭। ‹‹اللهم جنبنى منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء›› رواه ابن حبان والطبرانى والحاكم .

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা জান্‌নিবনী মুনকারাতিল্‌ আখ্‌লা-ক্বী ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহ্‌ওয়া-য়ি ওয়াল আদওয়া-য়ি।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে তুমি দূরে রাখ ঘৃণিত স্বভাব এবং অবাঞ্ছিত আচরণ হতে আর আমাকে রক্ষা কর কুপ্র-বৃত্তির তাড়না এবং দৈহিক রোগ হতে।(ইব্‌নু হিব্বান, ত্বব-রাণী ও হাকিম)।

১৮। اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرنفسي››رواه الترمذى.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আলহিম্‌নী রুশদী ওয়া আইয্‌নী মিন শাররি নাফসী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত দ্বারা অনুগৃহীত কর এবং আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে আমাকে রক্ষা কর। (তিরমিযী)

১৯। اللهم اكفنى بحلا لك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، (رواه الترمذى.)

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মাক্‌ফিনী বি-হালা-লিকা আন হারামিকা অগ্‌নিনী বি-ফাযলিক্বা আম্মান সি-ওয়াকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে রেখে আমাকে তোমার হালাল বস্তুর মাধ্যমে অভাবমুক্ত রাখ আর তুমি ব্যতীত অন্য সব কিছু হতে আমাকে তোমর অনুগ্রহ-রাশি দ্বারা মুখাপেক্ষিহীণ করে দাও। (তিরমিযী)

২০। اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،،
(رواه مسلم والترمذى)

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্‌নী আছআলুকাল্ হুদা-ওয়তত্‌তুক্বা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি হিদা-য়াত, সংযমতা, সততা এবং অভাবশূন্যতা। (মুসলিম ও তিরমিযী)

২১। اللهم إني أسألك من الخيركله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذبك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك من خير ماسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذبك من شرما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أوعمل وأعوذبك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً ،، رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان والحاكم.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী আ'জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা আলিম্‌তু মিন্‌হু অয়ামা লাম্ আ'লাম ওয়া আউযুবিকা মিনাশ্‌শাররি কুল্লিহী আজিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা আলিমতু মিন্‌হু ওয়ামা লাম আ'লাম ওয়া আসআলুকা মিনাল খাইরি মা সাআ-লাকা মিনহু আবদুকা ওয়া নাবিইয়ুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আউ'যুবিকা মিন্ শাররি মাস্তা আ-যা মিনহু আবদুকা ওয়া নাবিয়ুকা মুহাম্মাদুন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা ম।
আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল জান্নাতা ওয়ামা ক্বর্‌রাবা ইলায়হা মিন ক্বওলিন আওআমালিন ওয়া আউ'- যুবিকা মিনান্না-রি ওয়ামা ক্বর্‌রাবা ইলায়হা মিন ক্বওলিন আও আমালিন ওয়া আসআলুকা আন্ তাজআলা-কুল্লা ক্বাযা-য়িন ক্বযায়তাহু লী খাইরান্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী-যার সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যার সম্পর্কে আমি অবিদিত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সর্ব প্রকার অনিষ্ট হতে-যা সন্নিকটে এবং যা দূরে অবস্থিত-যার সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যার সম্পর্কে আমি অনবহিত। আর আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণের আকাঙ্খী যার প্রার্থনা জানিয়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মদ (ছাঃ) আর আমি সেই অক-ল্যাণ হতে তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি যে অকল্যাণ হতে তোমার নিকট পানাহ চেয়েছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)।
হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই জান্নাতের, আর সেই কথা ও সৎ কাজের যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে। আর প্রার্থনা করি জাহান্নামের আগুন হতে তোমার নিকট আশ্রয়ের জন্য এবং সেই কথা ও কাজ হতে যা আমাকে উহার নিকটবর্তী করে। আর আমার জন্য তুমি যা নির্ধারিত করে রেখেছ সেই নির্ধারিত বস্তুকে আমার নিমিত্ত মঙ্গলময় করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই। (আহ্মাদ ইব্‌নু মাজাহ্ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন)।

২২। سبحان الله والحمدلله ولاإله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লা-হি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বারু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আলিইয়িল আযীম।

অর্থঃ পাক-পবিত্র আল্লাহ্, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্, নেই ক্ষমতা কারো কোন কল্যাণ করার, নেই কোন শক্তি বিপদ-আপদ দূর করার।

২৩। اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد - اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت علىإبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ছাল্লি'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা-ইব্‌রাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা-ইবরা-হীমা ওয়া আলা আ-লী ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মদ (ছাঃ)এর প্রতি এবং মুহাম্মদ (ছাঃ) এর বংশধরের প্রতি যেমন তুমি রহমত বর্ষণ করেছ ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরের প্রতি, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন।

হে আল্লাহ! তুমি বরকত সমৃদ্ধ কর মুহাম্মদ(ছাঃ)কে এবং তাঁর বংশধরকে, যেমন বরকত সমৃদ্ধ করেছ তুমি ইব্রাহীম (আঃ)কে এবং তাঁর বংশধরকে,নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন।

মুযদালেফা গমণ (ঈদের রাত্রি-১০ই যিল হজ্জ):
আরাফার মাঠে অবস্তানরত অবস্থায় সূর্য ডুবার পর মাগ-রিবের নামায আদায় না করেই মুযদালেফার দিকে তাল্‌বি-য়াহ ও তাক্‌বীর পাঠ করতে করতে যেতে থাকবে।
মুয্‌দালেফা যাওয়ার সময় ধীর শান্ত গতিতে চলবে, তবে ফাঁকা জায়গা গুলিতে জোরে চলা যাবে।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষকে ধীরেচলার জন্য- এই বলে তাকিদ দিতেন -
يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البرليس بالإيضاع أى الإسراع ،، رواه البخارى ومسلم .
অর্থঃহে জনমন্ডলী শান্ত গতিতে চলো, দ্রুত চলা সৎকাজ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)
এই ভাবে ধীর শান্তভাবে চলার নির্দেশ এই জন্য দিয়ে-ছিলেন যাতে কেউ কারো দ্বারা কষ্ট না পায়। অন্যথায় কষ্ট দেয়া থেকে মুক্ত থেকে ফাঁকা পরিবেশ পেলে দ্রুতও চলা যাবে।
কারণ হাদীছে এসেছে-
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجدفجوة نص ،، رواه الشيخان.
রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) ধীরগতিতে চলতেন আর যখনই ভিড়মুক্ত ফাঁকা জায়গা পেতেন দ্রুত চলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুযদালেফায় যা করনীয় ঃ
মুযদালিফায় পৌঁছে প্রথমে রাত্রি যাপনের স্থান নির্বাচন করে নিবে। অতঃপর, আরাফায় ছেড়ে আসা মাগরিবের নামায ও এশার নামায এক আযান ও দুই এক্বামতে পরপর আদায় করে নিবে। মাগরিব তিন রাকাআত ও এশা দুরাকাআত।

অনেকে মুযদালেফায় এসেই কংকর কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে যায় এই মনে করে যে, এটাই এখানের প্রথম কাজ, এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) মিনার উদ্দেশ্যে গমন শুরু করার পর তার জন্য পাথর কুড়াতে বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এখানে প্রথম কাজ হলো মাগরিব ও এশার নামায আদায় করে খানা-পানি খেয়ে ঘুমানো।
অতঃপর ফজরের পূর্বে উঠে ফজরের নামায আদায় করে দাঁড়িয়ে দুআ, তাল্‌বিয়াহ পাঠ করতে করতে খুব সকাল করে ফেলবে।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবাগণ এরূপই করেছিলেন।
عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فا ستقبل القبلة فدعاه . وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر الفجرجدا ودفع قبل أن تطلع الشمس،، رواه مسلم وغيره .

হযরত জাবির(রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (ছাঃ) আরাফা থেকে মুযদালেফায় এসে মাগরিব ও এশার নামায আদায় করলেন এক আজান ও দুই ইকামতে, এর মাঝে কোন সুন্নাত নফল ছলাত আদায় করেননি। অতঃপর শুয়ে পড়লেন। ফজর হলে উঠে ফজরের ছলাত আদায় করে কাছওয়া নামক বাহণে চড়ে মাশ্‌আরুল হারাম (একটি পাহাড়ের নাম) নামক স্থানে এসে ক্বেবলামূখী হয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ' করলেন, তাঁর মহানত্ব ও একত্ববাদের ঘোষণা দিলেন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যখন খুব সকাল হয়ে গেল তখন সূর্য উঠার পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা দিয়েছিলেন। (মুসলিম ও অপরাপর মুহাদ্দিছগণ বর্ণনা করেছেন।

যদিও রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) মাশ্‌আরুল হারামে অবস্থান করে-ছিলেন কিন্তু সেখানে অবস্থান করা জরুরী নয়। বরং মিনার যেখানেই অবস্থান করবে তার অবস্থান বিশুদ্ধ হবে, এতে কোন ত্রুটি আসবেনা। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাশ্‌আরুল হারামে অবস্থান করার পর বলেছিলেন -

وقفت هاهنا والمزدلفة كلها موقف ،، رواه مسلم.

আমি যদিও এখানে দাঁড়ালাম কিন্তু মুযদালেফাহ সমস্তই দাঁড়ানোর জায়গা। (মুসলিম)

কিন্তু কেউ যেন বাত্বনু মুহাসসারে অবস্থান না করে, কারণ উহা মুযদালেফার বাইরে। (ইবনু মাজাহ)

প্রকাশ থাকে যে, কোন হাজীর জন্য মুযদালেফায় ফজরের নামায আদায় না করে যাওয়া ঠিক নয়। তবে দূর্বল অসুস্থ ও অতিরিক্ত মোটার কারণে ভারি শ্রেণীর লোকদের জন্য জায়েয আছে রাত্রিকালে মাশ্‌আরুর হারামে উকুফ করে মিনায় যাত্রা করা। এমনকি আনুসাঙ্গিক ভাবে ঐ-দূর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তিদের সাথে তাদের সুস্থ অবিভাবকরাও যেতে পারবে। হাদীছে এসেছে-

عن ابن عباس رض الله عنهما قال: بعث بى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحرمن جمع ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه مسلم.)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাত্রির শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে আগেই মুয্দালেফাহ থেকে তার পরিবারের ভারি সদস্যদের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। (ছহীহ মুসলিম)

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عندالمشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدألهم ثم يدفعون فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجرومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة،، متفق عليه.

ইব্‌নু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লা (ছাঃ) তার পরিবারের দূর্বলশ্রেণীর লোকদেরকে ফজরের পূর্বেই পাঠিয়ে দিতেন। তাঁরা রাত্রি বেলাতেই মাশ্‌আরুল হারামে অবস্থান করতেন। যতটুকু ইচ্ছা আল্লাহর যিকির করার পর মিনায় গমন করতেন। তাদের কেউ কেউ মিনাতে এসে ফজরের ছলাত ধরতেন এবং কেউ কেউ ফজরের পরে এসে পৌছ-তেন। যখন তারা এসে পৌঁছতেন তখনই তারা জামারায় পাথর মারতেন। (বুখারী মুসলিম, মানাসিক উছাইমীন -৬৩) তবে অন্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁরা পাথর মার-তেন সূর্য উঠার পর [১]।

সুস্থ লোকেরা ফজরের ছলাত আদায় করে উকুফে মুযদা-লেফাহ সম্পন্ন করে তাল্‌বিয়াহ ও তাক্ববীর পাঠ করতে করতে মিনার দিকে গমন শুরু করবে। যাওয়ার সময় মিনার প্রথম কাজ জাম্‌রায় পাথর মারার জন্য সাতটি পাথর কুঁড়িয়ে নিবে। পাথর বুটের সমান কিংবা তার চেয়ে একটু বড় সাইজের হবে। বড় পাথর দিয়ে জাম্‌রাকে মারা রাসূলু-ল্লাহ (ছাঃ) এর ভাষায় দ্বীনের ভিতর বাড়াবাড়ি। (আহ্‌মাদ ও নাসাঈ)

মুয্‌দালেফার সীমানা পার হওয়ার সাথে সাথে যে নিচু ভুমি রয়েছে তাকে ওয়াদি মুহাস্‌সার বলা হয়। এই স্থানে দ্রুতচলা সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই স্থানে তার উটনীকে দ্রুতগামী করেছিলেন। (মুসলিম) [২]

---

[১]-কারণ হাদীছে এসেছে -

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله وقال: لاترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس،، رواه الترمذى وصححه.

নবী (ছাঃ)তার পরিবারের দূর্বলদেরকে ফজরের পূর্বে পাঠিয়েছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন, সূর্য উঠার পূর্বে জামারাতুল আক্বাবাহকে পাথর মারবে না। (হাদীছটি তিরমিযী বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন)

[২] এখানে দ্রুত চলার দুটি কারণ, একটি-এই স্থান হলো কা'বাহ ধ্বংস করার জন্য আগত আবরাহার হস্তী বাহীনির নিপাত স্থান। =

১০ই যিলহজ্জ্ব ঈদের দিন মিনায় যা করনীয়ঃ

মিনায় পৌঁছার পর, ধারাবাহিক ভাবে ১০তারিখের কাজগুলি পালন করার চেষ্টা করবে। প্রথম- জাম্‌রায় পাথর মারবে, তারপর কুরবাণী ওয়াজিব থাকলে কুরবাণী করবে, অতঃপর চুল মুন্ডিয়ে কিংবা ছোট করে হালাল হবে। ইহা-কে প্রথম হালাল হওয়া বলা হয়। অতঃপর মক্কায় যেয়ে ত্বওয়াফে ইফাযাহ করে এবং তামাত্তুকারী হলে ছাফা মারওয়াহ সাঈ করে পূর্ণ হালাল হবে।

জামরাতুল আক্বাবাহকে পাথর মারার নিয়মঃ

জামরাতুল আক্বাবাহ, যাকে জাম্‌রাহ কুব্‌রাহও বলা হয়, ঐ জাম্‌রাহটিকে বলা হয় যেটি মক্কার দিকে এবং মিনার শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

১০ই যিলহজ্জ্ব- অর্থাৎ ঈদের দিন সর্ব প্রথম কাজ হলো সূর্য উঠার পর তাল্‌বিয়াহ ও তাকবীর পাঠ করতে করতে যেয়ে শুধু জাম্‌রাতুল কুব্‌রাহকে সাতটি পাথর মারবে পাথর মারার পূর্বে তাল্‌বিয়াহ বন্ধ করবে।

যেহেতু এটাও এবাদত এই জন্য আদবের সাথে আল্লাহর জন্য বিণীত ভাবে পাথর মারবে। প্রতিটি পাথর ছুঁড়ার সময় আল্লাহু আকবার বলবে। (মুসলিম)

পাথর মারার সময় কোনরূপ চিল্লা-চেঁচা করবেনা বা গালী-গালাজ করবে না। জাম্‌রায় পাথর মারাটাও আল্লাহর আনুগত্যের চিহ্ন বা প্রতীক, কাজে সম্মান জনক ভাবে আদায় করবে, জুতা-সেন্ডেল, ছাতা ইত্যাদি মারবেনা।

আল্লাহ বলেন -

ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ،، سورة الحج-٣٢

= ২য়টি হলো এই যে, জাহিলিয়াতের যুগে জাহিলীগণ এখানে অবস্থান করে তাদের বাপ-দাদাদের গুনকীর্তণ ও স্মৃতিচারণ করতো। এই জন্য তাদের বিরুধিতা করে দ্রুত চলেছিলেন। (আশ্‌শারহুল মুমতি' -৭/৩৪৯, ৩৫০)

যে ব্যক্তি আল্লাহর চিহ্ন সমূহকে তা'যীম ও সম্মান করে উহা অন্তরের তাক্বওয়ারই পরিচয়। (সূরা হাজ্জ্ব -৩২)
হাদীছে এসেছে -

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بـالبيت وبالصفا والمـروة ورمـى الجمـار لإقامـة ذكـر اللـه ،، رواه أحمـد وأبوداود والترمذى والحاكم وصححه والدارمى.

নবী (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফ, ছাফা মারওয়াহর সাঈ এবং জাম্‌রাহ সমূহে পাথর মারার বিধান জারি করা হয়েছে আল্লাহর যিকির কায়েম করার জন্য। হাদীছটি ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, দারেমী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী ও হাকিম ছহীহ্ বলেছেন।

পাথর মারার সুন্নতী ত্বরীকা এই যে, সুযোগ ও সম্ভব হলে বাত্বনুল ওয়াদি থেকে মারবে। অর্থাৎ কা'বাহ ঘরকে বামে ও মিনাকে ডানে রেখে মারলেই বাত্বনুল ওয়াদি থেকে মারা হয়ে যাবে।
এই মর্মে হাদীছে এসেছে -

عن ابن مسعودرضى الله عنه أنه انتهـى إلىالجمـرة الكبرى فجعل البيت عـن يسـاره ومنـى عـن يمينـه ورمـى بسـبع، وقـال: هكذارمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة – متفق عليه.

হযরত ইবনু মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি যখন জাম্‌রা তুল কুবরার নিকট এলেন তখন কা'বাহকে বামদিকে ও মিনাকে ডানদিকে রেখে সাতটি পাথর মারলেন এবংবললেন এই ভাবেই ঐ ব্যক্তি পাথর মেরেছিলেন, যার উপর সূরা বাক্বারাহ অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য, পাথর উপর থেকেও মারা যায়। উমার (রাঃ) উপর থেকে পাথর মেরেছেন। ফিক্বহুস্ সুন্নাহ - ১/৬১৯

পাথর মারার প্রথম ও শেষ সময়ঃ

প্রথম উত্তম সময় হলো সূর্য উঠার পর, কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য উঠার পর মেরেছিলেন এবং এই সমাতেই মারতে বলেছিলেন। কিন্তু কেউ যদি ঈদের রাত্রির শেষ ভাগের পর থেকে সূর্য উঠার পূর্বে মেরে ফেলে তবে জায়েয হবে, কিন্তু উহা উত্তমের পরিপন্থী। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মু সালামাহকে রাত্রেই মারার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাই তিনি ফজরের পূর্বে পাথর মেরে ত্বওয়াফে ইফাযাও করে ফেলেছিলেন। (আবু দাউদ)

এবং এই দিনের দুপুর পর্যন্ত মারা উত্তম সময়ের শেষ সময়। কিন্তু এর পরে মারলে চলবে তবে উত্তমের পরিপন্থী হবে। জায়েয সময় সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। কারণ বশতঃ সন্ধ্যার পরও যদি মারে তবুও চলবে। বুখারী শরীফে এসেছে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি সন্ধ্যার পর পাথর মেরেছি তিনি বলেছিলেন মার কোন অসুবিধা নেই।

পরের দুই দিন বা তিনদিন দুপুরের পরে মারতে হবে। হযরত জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

يرمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده ورمى بعدذالك بعد زوال الشمس،، رواه مسلم.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে কুরবাণীর দিন দুপুর বেলা একাকী জামরাকে পাথর মারতে দেখেছি এবং পরের দিন গুলিতে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢোলার পর। (মুসলিম)

পাথর নিক্ষেপের বিবরণঃ

পাথর দ্বারা নিক্ষেপ স্থল খুঁটিকে মারতে হবে। খুঁটির সাইড দিয়ে পাথর আটকানোর হাউজে পড়লেই মারা হয়েছে বলে গন্য হবে।

উহার ভিতর অবশিষ্ট থাকা শর্ত নয়, নিক্ষিপ্ত হয়ে বাইরে ছিটকে পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। তবে হাউজের বাইরে পড়লে ঐ পাথর পূনরায় মারতে হবে। দেখুন আত্‌তাহক্বীক ওয়াল ঈযাহ্ শাইখ বিন্ বায -৪২

পরিবর্তে পাথর নিক্ষেপঃ

দূর্বল রুগী, বৃদ্ধ ও বাচ্চাদের পক্ষ থেকে পাথর মারা যায়।

عن جابر رضى الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم،، رواه ابن ماجة.

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত যখন হজ্জ করি, আমাদের সাথে মহিলা, শিশু সকলেই ছিল। আমরা শিশুদের পক্ষ থেকে তালবিয়াহ পাঠ করেছিলাম এবং পাথর মেরেছিলাম। (ইব্‌নু মাজাহ)

কুরবাণী করা ও মাথার চুল মুন্ডানো বা খাটো করাঃ

পাথর মারার পর যারা ইফরাদ হজ্জ্ব করেছেন তারা মাথার চুল মুন্ডিয়ে বা ছোট করে হালাল হবেন। আর যারা তামাত্তু' ও ক্বেরান পালনকারী তারা কুরবাণী করে হালাল হবেন। কিন্তু যদি নিয়াবতের নিয়ম অনুযায়ী কুরবাণীর টাকা জমা দিয়ে থাকেন তবে পাথর মেরে সরাসরি মাথার চুল মুন্ডিয়ে বা খাটো করে হালাল হয়ে যাবেন। পূরা মাথার চুল

বরাবর ভাবে সমান করে কাটবে। মহিলারা শুধু চুলের অগ্রভাগ থেকে এক ইঞ্চ পরিমান কাটবে [১]। পুরুষদের জন্য চুল মুন্ডানো উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যারা মাথা মুন্ডায় তাদের জন্য তিনবার রহমতের দু'আ' করেছেন এবং যারা খাটো করেছেন তাদের জন্য একবার রহমতের দু'আ' করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এই হালালকে তাহাল্লুল্ আউওয়াল বা প্রথম হালাল হওয়া বলা হয়। এই হালালের মাধ্যমে ইহরামের কারণে হারাম সবই হালাল হবে শুধু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যৌন মিলন হালাল হবেনা। এই হালালের পর সুগন্ধী মাখা সুন্নাত। হযরত আয়েশাহ বলেছেন! আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে সুগন্ধী মাখাতাম ইহরামের পূর্বে এবং হালাল হওয়ার পর ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ করার পূর্বে। (বুখারী মুসলিম)

১০তারিখে যদি কেউ সূর্য ডুবার পূর্বে মক্কা এসে ত্বও-য়াফে ইফাযাহ করে, তবে হালাল অবস্থায় স্বাভাবিক পোশাক পরেই ত্বওয়াফ করতে পারবে।কিন্তু যদি সূর্য ডুবে যায় আর ইতি পূর্বে ইহরাম খুলে ফেলে তবে আবার ইহরাম বেঁধে পাথর মারার পূর্বে যে সব বিষয় হারাম ছিল তা হারাম জানবে এবং ইহরাম অবস্থায় ত্বওয়াফে ইফাযাহ করবে। অতঃপর ত্বওয়াফ করে হালাল হবে, এর জন্য কোন দম লাগবেনা

নবী (ছাঃ) বলেন-

إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ماحرمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت

---

[১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন -ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير-،، رواه أبوداود মহিলাদের জন্য চুল মোড়ানো প্রযোজ্য নয়, তাদের জন্য প্রযোজ্য হলো খাটো করা। (আবু দাউদ)

صرتم حرما لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوبه،،
صحيح أبى داود (١٧٤٥) وشرح معاني الآثار، مناسك الحج
والعمرة للألبانى - ٣٤

নিশ্চয় আজকের দিন (১০তারিখ) তোমাদের জন্য অনুমতির (সুবিধার) দিন। যখন তোমরা জম্‌রায় পাথর নিক্ষেপ করে ফেলবে তোমাদের জন্য স্ত্রী ব্যতীত সব হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি ত্বওয়াফের পূর্বে সন্ধ্যা হয়ে(সূর্য ডুবে) যায় তবে জামরায় পাথর মারার পূর্বে যেমন ইহরাম অবস্থায় ছিলে ত্বওয়াফ না করা পর্যন্ত ঐ অবস্থায় প্রত্যাবর্তীত হবে। ছহীহ আবু দাউদ ও শারহু মাআনিল আ-ছার।

ত্বওয়াফে ইফাযাহ ও সাঈঃ

ক্বুরবাণী করার পর মক্কা এসে ত্বওয়াফে ইফাযাহ করবে। ইফ্‌রাদ ও ক্বেরান হজ্জ পালনকারীগণ শুধু কা'বাহ শরীফে সাত ত্বওয়াফ ও দুরাক্‌'আত নামায আদায় করে ক্ষান্ত হবে[১]। আর তামাত্তু' পালনকারীগণ ছাফা মারওয়া-ও সাঈ করবেন।

মুসলিম শরীফের হাদীছে জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী (ছাঃ) এবং তাঁর মতো যারা ক্বেরান করেছিল সেই ছাহাবাগণ একবারই ত্বওয়াফ করেছিলেন প্রথম দিকে ঐ ত্বওয়াফ দ্বারা ছাফা মারওয়ার সাঈকরা বুঝানো হয়েছে।

---

[১]ফরয, সুন্নাত,নফল সর্ব প্রকার ত্বওয়াফ শেষে দু'রাক্‌আত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ম আছে। ইব্‌নু উমার (রাঃ)বলেছেন- "على كل سبع ركعتان" رواه عبدالرزاق-প্রত্যেক সাত ত্বওয়াফ শেষে দু'রাক্‌আত নামায রয়েছে। হাদীছটি আব্দুর রায্‌যাক স্বীয় মুছান্নাফ গ্রন্থে ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমা-দেরকে রাসূলুল্লা (ছাঃ) তারবিয়াহর দিন সন্ধ্যা বেলা হুকুম করেছিলেন হজ্জের ইহরাম বাঁধতে, অতঃপর আমরা ইহরাম বেঁধে যখন হজ্জের সমস্ত কাজ সমাধা করেছিলাম, (আবার) ছাফা মারওয়াহ ত্বওয়াফ করেছিলাম। এই ভাবে আমরা হজ্জ পূর্ণ করেছিলাম শুধু কুরবাণী বাদ রেখেছি-লাম। (বুখারী, মানাসিক, ইব্‌নু উছাইমীন-৬৭, আত্‌তাহকীক ওয়ালাঈয়াহ্ -৪৫ পৃঃ)

প্রকাশ থাকে যে, ত্বওয়াফে ইফাযাহ ও ত্বওয়াফে বিদা'র সময় ইহরামের কাপড় পরা, ইযতিবা ও রামল কিছুই নেই। তবে ছাফা মারওয়াহর নীল বাতীর সময় দৌড়াবে। ইব্‌নু আব্বাস বলেছেন সাঈ শেষে মাথার চুল মুড়াতে বা খাটো করতেও হবেনা।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত কাজগুলি ১০তারিখে বর্ণিত ধারা (সিরিয়াল) অনুযায়ী পালন করা সুন্নাত। যদি উলট পালট হয়ে যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

ইব্‌নু আব্বাস ও ইব্‌নু উমার আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কুরবাণীর দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে যে কোন কাজ আগে-পিছে সম্পাদন করার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তিনি সে কাজেরই ব্যাপারে বলেছি-লেন কর; কোন অসুবিধা নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

মিনায় প্রত্যাগমন ও ১১,১২,১৩ তারিখে রাত্রি যাপন এবং পাথর নিক্ষেপঃ

ত্বওয়াফে ইফাযাহ ও সাঈ শেষে সকলে রাত্রি যাপনের জন্য আবার মিনায় ফেরৎ আসবে। ফেরৎ আসার পর

কাজ হলো ১১, ১২, ও দেরী করলে ১৩ তারিখে মিনায় রাত্রি যাপন করবে [১] এবং দিনের বেলা সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢোলে যাওয়ার পর তিনটি জাম্‌রাহকে পাথর মারবে। সর্বপ্রথম ছোট, তারপর মধ্যম ও শেষে বড়টিকে পাথর মারবে।

প্রতিটি পাথর মারার সাথে আল্লাহু আরবার বলবে। (আবু দাউদ)

বুখারীতে এসেছে প্রতিটি পাথর ছুঁড়ার পর আল্লাহু আকবার বলবে।

ছোট জাম্‌রাহকে পাথর মারার পর সামনে বেড়ে ডানদিকে ক্বিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে একাকী ভাবে দু'আ করা সুন্নাত। যত দীর্ঘক্ষণ করতে পারবে ততই ভাল।

এমনি ভাবে দ্বিতীয়টিকে পাথর মেরে সামনে বেড়ে বামদিকে ফাঁকা জায়গা দেখে হাত উঠিয়ে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করা সুন্নাত। কিন্তু বড়টিকে পাথর মেরে দাঁড়াবেনা দু'আও করবে না। এইভাবেই ইমাম বুখারী ইবনু উমার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আবু দাউদ-ও হযরত আয়েশাহ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

---

[১] মা'যুর তথা গ্রহণ যোগ্য আপত্তি বিজড়িত ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সুবিধা রয়েছে। তাদের জন্য মিনায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব নয়। আব্বাস (রাঃ) হাজীদেরকে পানি পান করানো উদ্দেশ্যে মিনার পরিবর্তে মক্কায় রাত্রি যাপনের জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। বুখারী, মুসলিম ও আরো অনেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উট চারণকারীদেরকে রাত্রিকালে পাথর মারার অনুমতি দিয়েছিলেন। বায়হাকী ও বাযযার বর্ণনা করেছেন। (হাদীছটি হাসান, মানাসিক আলবাণী- ৪১ পৃঃ)

উট চারণকারীদেরকে মিনায় রাত্রি যাপন করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ঈদের পরের দিন ১১তারিখেই এক সঙ্গে দু'দিনের পাথর মারার অনুমতিও দিয়েছিলেন। সুনান প্রণীতাগণ সকলেই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

১২তারিখে পাথর মারা হলেই মিনায় হজ্জ্বের ওয়াজিব কাজ পূর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় দিনের ব্যাপারে প্রত্যেক হাজী ইচ্ছা স্বাধীন। তবে ১৩তারিখে পাথর মেরে যাওয়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১৩তারিখেও পাথর মেরেছিলেন। কেউ যদি ১২তারিখে পাথর মেরে সূর্য ডুবার পূর্বে মিনা থেকে বের না হয় তবে তার জন্য ১৩তারিখেও পাথর মারা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

এই মর্মে ইব্‌নু উমার থেকে ইমাম মালিক তার মুওয়াত্তা গ্রন্থে হাদীছ এনেছেন। মানাসিক ইব্‌নু উছাইমীন-৭১পৃঃ

ত্বওয়াফে বিদা'

ইহা ঋতুবতী ও প্রসবুত্তোর স্রাব বিশিষ্ট মহিলাদের ছাড়া সকলের উপর ওয়াজিব। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন-

لاينفرن أحد حتى يكون أخرعهده بالبيت،، رواه مسلم .

কেউ যেন গমন না করে বায়তুল্লাহর শেষ দেখা নাকরে। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেও এই ত্বওয়াফ না করে মদীনা গমন করেননি। মানাসিক ইব্‌নু উছাইমীন -৭২পৃঃ

ত্বওয়াফে বিদা' করার পূর্বে কোন মহিলার যদি মাসিক স্রাব এসে যায় কিংবা সন্তান প্রসব হয়ে যায় তবে তাদের ক্ষেত্রে এই ত্বওয়াফ ওয়াজিব নয়, তারা এই ত্বওয়াফ না করেই রওয়ানা করতে পারবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছে এসেছে -

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون أخرعهدهم بالبيت إلاأنه خفف عن الحائض،، متفق عليه.

ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি লোকদেরকে বায়তুল্লাহর শেষ সাক্ষাতের নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু ঋতুবতী-

দের জন্য হাল্কা করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম শরীফে এসেছে- আয়েশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবীপত্নী ছাফিয়াহ ত্বওয়াফে ইফাযাহর পর ঋতুবতী হয়ে গেলে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট এই কথাটা উল্লেখ করলাম, তিনি বললেন তবে কি সে আমাদেরকে আঁটকাবে? আমি (আয়েশাহ) বললাম হে আল্লাহর রাসূল সে কিন্তু মিনা থেকে ফিরে এসে বায়তুল্লাহর ত্বওয়াফে ইফাযাহ করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন তাহলে বেরিয়ে পড়ুক।

গর্ভপাতুত্তোর স্রাব বিশিষ্ট মহিলারাও উক্ত ক্ষমায় শামিল, কারণ ইসলামে তাদের ও ঋতুবতী মহিলাদের একই বিধান।

হজ্জের কাজগুলি সংক্ষিপ্ত ভাবে

প্রথম দিনের কাজ (৮ই যিল হজ্জ্ব)ঃ

(১) গোসল করে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সুগন্ধি থাকলে মেখে ইহরামের কাপড় পরে নিজ অবস্থান স্থল থেকে মনে মনে হজ্জ্বের নিয়ত করে লাব্বায়কা হাজ্জাতান বলে- নির্দিষ্ট তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে মিনায় যাবে।

(২) মিনায় যোহর থেকে ৯তারিখ ফজর পর্যন্ত অবস্থান করবে। পাঁচ'ওয়াক্ত নামায সময়মত জামাতে আদায় করবে। চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায গুলিকে কছর (কমিয়ে) দু'রাকাআত করে পড়বে। মাঝে মাঝে তাল্‌বিয়াহ ও অন্যান্য দু'আ' পাঠ ও যিকির করবে।

দ্বিতীয় দিনের কাজ (৯ই যিল্‌হজ্জ্ব)ঃ

(১)আরাফাতের সংশ্লিষ্ট কাজঃ সূর্য উঠার পর আরাফাতের দিকে গমন করবে। রাস্তায় উচ্চ কণ্ঠে বেশী বেশী তাল্‌বিয়াহ

পাঠ করতে থাকবে। সূর্য ঢোলে পড়ার পূর্বে পৌঁছলে আরাফাতের বাইরে নামেরাহ নামক স্থানে আবস্থান করবে।
(২) সূর্য ঢোলার পর সম্ভব হলে খুৎবাহ শুনে যোহর ও আছরের নামায কছর করে এক আযানে ও দুই একামতে পর পর আদায় করে আরাফাতের মাঠে অবতরণ করবে। তাল্‌বিয়াহ, তাক্‌বীর, দু'আ' যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে সূর্যাস্তমিত হওয়ার পর পর্যন্ত অবস্থান করবে।
(৩) সূর্যাস্তমিত হওয়ার পর মাগরিবের নামায আদায় না করে মুযদালেফায় গমন করবে। রাস্তায় উচ্চকণ্ঠে তাল্‌বিয়াহ ও তাক্‌বীর পাঠ করবে। শান্ত শিষ্টভাবে চলবে।

মুযদালেফাহর সংশ্লিষ্ট কাজ (১০ই যিল্‌হজ্জ্ব ঈদের রাত্রি)ঃ

(১) মুযদালেফায় পৌঁছে, প্রথমে মাগরিব ও এশার নামায এক আযানে দুই এক্বামতে আদায় করবে। মাগরিবের তিন রাকাআত ও এশার দুই রাক্‌আত। এর মাঝে কোন সুন্নাত নফল নামায আদায় করবেনা। নামায আদায় করে ঘুমাবে।
(২) ফজরের সময় উঠে ফজরের নামায আদায় করে তাল্‌বিয়াহ, তাকবীর, দু'আ' যিকির-আযকারে মুশগুল হবে। সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থায় কাটাবে, অতঃপর সূর্য উঠার পূর্বেই মিনা গমন করবে। দুর্বল ও ভারী লোকদের জন্য ফজরের পুর্বেও উকুফ করে মিনা যাওয়া বৈধ।

তৃতীয় দিন (১০ই যিল্ হজ্জ্ব-ঈদের দিনের কাজ সমুহ)ঃ

(১)মুযদালেফাহ থেকে বেরিয়ে মিনায় আসবে। পথে সাতটি পাথর কুড়াবে। মুযদালেফাহ পার হওয়ার পর ওয়াদি মুহাসসারে দ্রুত গতিতে চলবে।

(২) মিনায় পৌঁছে সূর্য উঠার পর জামরাতুল আক্বাবাহ বা জামরাহ ক্বুব্রাহ্কে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে।
(৩) তামাত্তু' ও ক্বেরানকারীগণ ক্বুরবাণী করবে।
(৪) সকলেই মাথার চুল মুন্ডাবে বা পুরা মাথার চুল সমান ভাবে খাটো করবে। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক ইঞ্চি পরিমান কাটবে। এরপর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যৌনক্রিয়া ব্যতীত সব হালাল হয়ে যাবে।
(৫) ঐ দিনই মক্কা যেয়ে ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ করবে। তামাত্তু' পালনকারী ত্বওয়াফে ইফাযাহ্র পর ছাফা মারওয়াহ সাঈ করবে। ত্বওয়াফ ও সাঈ-রাত্রে বা পরের দিনও করা জায়েয, তবে উত্তমের পরিপন্থী। ত্বওয়াফ সাঈর পর সব কিছুই হালাল হয়ে যাবে, যৌন সম্ভোগও।

চতুর্থ দিন (১১ই যিল্হজ্জের কাজ)ঃ

(১) ত্বওয়াফে ইফাযাহ্ ও সাঈ করে মিনায় ফেরৎ এসে রাত্রি যাপন করবে।
(২) দিনের বেলা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢোলার পর তিনটি জামরাহকে পাথর মারবে। ছোট থেকে আরম্ভ করে বড়তে যাবে। প্রথম ও মধ্যমটিকে মেরে ক্বিবলা মুখী হয়ে হাত তুলে দু'আ' করা সুন্নাত।

পঞ্চম দিন-১২ই যিল্ হজ্জের কাজঃ

(১) মিনায় রাত্রি যাপন করবে।
(২) দিবসের বেলায় সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢোলে পড়ার পর তিনটি জামরাহ্কে পাথর মারবে। পূর্বে বর্ণিত নিয়ামানুযায়ী পাথর মারবে ও দু'আ' করবে।
(৩) ১২তারিখেই মিনা ত্যাগ করে বাড়ী সফর করতে চাইলে বা মক্কা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে সূর্য পশ্চিম

আকাশে ঢোলে পড়ার পর পাথর মেরে ফেলবে। পাথর মেরে সূর্য ডুবার পূর্বে মিনা ত্যাগ করে মক্কা আসবে।
(৪) মক্কা এসে ত্বওয়াফে বিদা' করবে। ঋতুবতী ও সদ্য সন্তান প্রসবিণীর জন্য এই ত্বওয়াফ ওয়াজিব নয়।

ষষ্টদিন (১৩ই যিল্হজ্জের কাজ):
(১) ১৩-তারিখেও পাথর মারার ইচ্ছা করলে, কিংবা ইচ্ছা ছিলনা কিন্তু মিনাতে সূর্য ডুবে গেছে তাহলে ঐ রাত্রি মিনাতে যাপন করে দিনের বেলা সুর্য ঢোলার পর পূর্বের দু'দিনের নিয়মে পাথর মারবে।
(২) মক্কায় এসে ত্বওয়াফে বিদা' করবে।

الأخطاء التي يقع فيها الحجاج أثناء أداء مناسك الحج والعمرة

মানুষ উমরাহ ও হজ্জ্ব পালনকালে যে সমস্ত ভুল করে থাকে:

এক নং ভুল: এক সফরে নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্য একাধিক উমরাহ্ করা।

এক সফরে একাধিক উমরাহ করার তিনটি সময় পরিল-ক্ষিত হয়।

প্রথম: শুধু উমরাহ করতে এসে নিজের জন্য উমরাহ পালন করার পর পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্নীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে উমরাহ করতে দেখা যায়।

দ্বিতীয়: হজ্জের সময় যারা তমাত্তু' করেন, তারা উমরাহ শেষ করে ৮-তারিখের পূর্ব পর্যন্ত অবসর সময়ে বেশ কিছু উমরাহ করেন।

তৃতীয়: হজ্জ্ব শেষ করে বিভিন্ন আত্নীয়-স্বজনের নামে উমরাহ করতে দেখা যায়।

প্রথমতঃ এক সফরে একাধিক উমরাহ করার হুকুমঃ

রাসূলুল্লা (ছাঃ) এবং আনুসাঙ্গিক ভাবে তাঁর ছাহাবাগণের একটি অনুসরণের দিক হলো সংখ্যা ভিত্তিক অনুসরণ। অর্থাৎ তাঁরা যেই সময় যত সংখ্যক এবাদত করেছেন ঠিক তত সংখ্যক এবাদত করা। এর বেশী করা হলে তাদের অনুসরণ না বলে বিরোধিতা বলা হবে। আর সংখ্যা বাড়ানোর দিক দিয়ে উহা ধর্মের ভিতর নবাবিস্কৃতের শামীল হওয়ায় উহা এবাদত না হয়ে জঘণ্যতম পাপ বা বিদ্‌আত বলে গণ্য হবে।

আমরা যদি নবী (ছাঃ) ও ছাহাবাগণের আমলের দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখা যায় যে, এক সফরে একাধিক উমরাহ করা জায়েয হওয়া তো দূরের কথা এক মাসে বা এক বৎসরে একাধিক উমরাহ করা জায়েয-নাজায়েয নিয়ে তাদের ভিতর মতানৈক্য।

বিখ্যাত তাবেঈ, হাসান বাছরী, ইব্‌নু সীরীন ও মালিক (রহিমাহুমুল্লাহু) বছরে দুইবার উমরাহ করাকে মাক্‌রুহ বলেছেন। বিখ্যাত তাবেঈ ইব্‌রাহীম নাখাঈ দাবী করে বলেছেন -

ماكانوايعتمرون في السنة مرتين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله،، المغني –٥/١٦

তাঁরা (ছাহাবাগণ) এক বৎসরে দুইবার উমরাহ করতেন না।কেননা রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) এমনটি করেননি। মুগনী-৫/ ১৬পৃঃ

উপরোক্ত মত পন্থীগণ অধিকাংশ ছাহাবাহ ও নবী (ছাঃ) এর বাস্তব আমলের দিকে লক্ষ করে এক বছরে একাধিক উমরাহ করা মাক্‌রুহ মনে করেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লা (ছাঃ) যদিও বছরে একাধিক উমরাহ করেননি কিন্তু তার মৌখিক বাণী থেকে উহার বৈধতার দলীল পাওয়া যায়।

قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما،، متفق عليه.

নবী (ছাঃ) বলেছেন এক উমরাহ থেকে আরেক উমরাহ পর্যন্ত সংঘটিত পাপ সমূহ উমরাহর ফযীলতেই মাআফ হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য, এই হাদীছে রাসূলুল্লা (ছাঃ) এক উমরাহ থেকে আর এক উমরাহর মাঝে সময়ের কোন ব্যবধান উল্লেখ করেননি। কাজেই এই হাদীছকে বছরে ও মাসে ভিন্ন ভিন্ন সফরে একাধিক উমরাহ করার বৈধতার উপর দলীল বলে গণ্য করা যেতে পারে। এর সমর্থনে হযরত আলীর উক্তি ও হযরত আনাসের আমল রয়েছে। (মুগ্নী -৫/ ১৭, মুসনাদুশ শাফিঈর উদ্ধৃতিতে)।

কিন্তু এক সফরে পর পর একাধিক উমরাহ করা ছাহাবা ও তাবেঈগণের নিকট অপছন্দনীয়। হযরত আনাস, আলী আত্বা, ইকরিমাহ (রাঃ) ও সালাফে ছালিহীনের নিকট চুল মোড়ানোর পর আবার মোড়ানোর উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত উমরাহ করা অপছন্দনীয়। (মুগ্নী ৫/ ১৭)

উপরোক্ত আলোচনার পর ইব্নু কুদামাহ বলেন -
وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه ولأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما وإنما نقل عنهم إنكار ذلك، والحق فى اتباعهم. قال طاؤوس: الذين يعتمرون من التنعيم ماأدرى يؤجرون عليها أويعذبون ....
وقداعتمر النبى صلى الله عليه وسلم أربع عمرفى أربع سفرات لم يزدفى كل سفرة على عمرة واحدة ولاأحدممن معه، ولم يبلغنا أن أحدامنهم جمع بين عمرتين فى سفر واحد إلاعائشة حين حاضت فأعمرها من التنعيم لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ولهذا قالت: يارسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنابحج، فأعمرها لذلك، ولو كان فى هذا فضل لما اتفقواعلى تركه،،
(المغنى-١٧/٥)

পূর্বসুরীগণ তথা নবী (ছাঃ) ছাহাবাহ ও তাবেঈগণের কথা ও অবস্থা এটাই প্রমাণ করে যা আমরা কিছুক্ষণ পূর্বে বলেছি। (অর্থাৎ এক সফরে একাধিক উমরাহ করা নিষেধ) কেননা নবী (ছাঃ) ও ছাহাবাহদের থেকে পরষ্পর দুই উমরাহ করা, চাই নিজের জন্য বা অন্যের জন্য বর্ণিত হয়নি, বরং তাদের থেকে উহার প্রতিবাদ এসেছে। আর তাদের অনুকরণই হলো সত্যের উপর থাকার একমাত্র পন্থা।

বিখ্যাত তাবেঈ ত্বঊস বলেছেন- যারা তান্ঈম (আয়েশাহ মসজিদ) থেকে ইহ্রাম বেঁধে উমরাহ পালন করে জানিনা তারা পূণ্যের অধিকারী না আযাবের অধিকারী?.............. নবী (ছাঃ) চারটি উমরাহ করেছিলেন চার সফরে, এক সফরে একটি উমরাহর বেশী করেননি, নবী (ছাঃ) নন, তার কোন সহচরও নয়। ছাহ্বাদের কেউ এক সফরে দুটি উমরাহ করেছেন বলে কোন হাদীছ আমাদের নিকট পৌঁছেনি। শুধু মাত্র হযরত আয়েশাহ ছাড়া। কারণ তিনি তামাত্তু' হজ্জ্বের নিয়তে উমরার ইহ্রাম বেঁধে এসেছিলেন কিন্তু ঋতু আসার কারণে বাধ্য হয়ে নিয়ত পাল্টিয়ে ক্বিরান করায় স্বতন্ত্র উমরাহ পালন করতে ব্যার্থ হয়েছিলেন। যদিও আনুসাঙ্গিক ভাবে উমরাহ পালিত হয়েছিল কিন্তু তাতে তাঁর মন না ভরায় ঐ পূর্বের নিয়তকৃত উমরাহ তান্ঈম থেকে পালন করেছিলেন। তাঁর ধারণায় ক্বিরান পালন করার কারণে উমরাহ বাদ হয়ে গেছে যার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট এই বলে নিবেদন করেছিলেন, মানুষ হজ্জ্ব ও উম-রাহ উভয়টাই পালন করে ফেরৎ যাচ্ছে আর আমি শুধু হজ্জ্ব পালন করে ফেরৎ যাব? এই জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে তাঁর আত্মতৃপ্তির জন্য তান্ঈম থেকে উমরাহ পালন করার অনুমতি দিয়েছিলেন। অন্যথায় এক সফরে একাধিক উমরাহ পালন যদি লাভজনক বা ফযীলতের কাজ হতো

তাহলে তাঁদের সকলের থেকে উহা পরিত্যাগ করার উপর ঐক্য মত হতে দেখা যেতনা। (এই আলো¯চনা দেখুন মুগ্নী গ্রন্থে- ৫/ ১৭পৃঃ)।

আজও যদি কোন মহিলার অবস্থা হযরত আয়েশার মত হয় তবে শান্তনা লাভের জন্য হজ্জ্ব শেষে পরিত্যাক্ত উমরাহ করতে পারে। তবে এর অতিরিক্ত নয়। দেখুন আত্তাহ্কীক ওয়াল ঈযাহ্, আব্দুল আযীয বিন্ বায প্রণীত - ১৯ পৃঃ।

দ্বিতীয়তঃ হজ্জের জন্য মক্কা এসে তামাত্তু' পালনকারীগণ নিজেদের হজ্জ্বের উমরাহ পালন করে হজ্জ্বের (৮তারিখের) পূর্বে অবসর সময়ে বিভিন্ন আত্নীয়-স্বজনদের জন্য অনেক উমরাহ পালন করেন। ইহা সাধারণ সমাজে প্রচলিত রূঢ় প্রবাদ বাক্য- মাংনা পেলে আলকাতরা খাওয়ার মত ছাড়া আর কিছু নয়।

ধর্মীয় দৃষ্টিতে ইহা জঘণ্যতম বিদ্আত। এই সমস্ত উমরার কারণে আসল হজ্জ্ব পন্ড হওয়ার সম্ভবনাই বেশী। কারণ আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেকটি ফরয এবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোন এবাদতের নির্দিষ্ট সময়ে ঐ এবাদত একাধিকবার করা চলবেনা চাই নিজের জন্য চাই অপরের জন্য। এর চেয়ে আরো অসম্ভব সেই এবাদত পূর্ণ না করেই তার ভিতর ঐ জাতীয় এবাদাত আর কারো জন্য আলাদা ভাবে আদায় করা। কোন ক্ষেত্রে কোন এবাদত একবার আদায় করেও উহা দুই জনের পক্ষ থেকে আদায় বলে গণ্য হয় সেটা আলাদা কথা, উহা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।
কিন্তু একই এবাদতের সময় উহা দুই বা তদোধিকবার আদায় করার বিধান ইসলাম ধর্মে পরিলক্ষিত হয়না।

প্রতি ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্ধারিত রয়েছে, যোহর থেকে আছরের সময় প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত এক যোহরের

নামায আদায় করা যাবে, দুই যোহরের নামায আদায় করা যাবেনা। কাযা নামাযের কথা স্বতন্ত্র, কারণ উহা যখন তখন পড়া যায়। এমনি ভাবে বছরে এক মাস রোযা রাখা ফরয করা হয়েছে। আর তার জন্য রমযান মাসকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই এক মাসে দুই মাসের রোযা পালন করা যাবেনা। অপারগ ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন মিস্কীনকে ফিদ্ইয়ার মাধ্যমে রোযা পালন করালে এক সঙ্গে উভয়ের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে, এটা আল্লাহর বিশেষ রহমত। কিন্তু একই মাসে দুইবার ত্রিশটি করে ষাটটি রোযার ধারণ ক্ষমতা কোন মাসের নেই। যদি কেউ উহাকে সম্ভব মনে করে তবে পৃথিবীর মাঝে তারমত নির্বোধ আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবেনা।

অনুরূপভাবে হজ্জ্বও একটি বাৎসরিক এবাদত, আর এই এবাদতের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তিন মাস। আল্লাহ বলেন- "الحج أشهر معلومات"- হজ্জের সময় হলো নির্দিষ্ট কয়েকটি মাস। হাদীছে এসেছে নির্দিষ্ট কয়টি মাস হলো- শাউওয়াল, যুলক্বাদাহ ও যুলহাজ্জ্বাহ। একটি হজ্জ্বের জন্য এই তিনটি মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। যার অর্থ হলো এই যে, এই তিনটি মাসের ধারণ ক্ষমতা মাত্র একটি হজ্জ্ব। এর বেশী নয়। তামাত্তু' পালনকারী প্রথমে যেই উমরাহ পালন করে থাকে উহা হজ্জ্বেরই প্রথম অংশ, আর দ্বিতীয় অংশ পালন করা হয় ৮থেকে ১২কিংবা ১৩ই যিল্ হজ্জের মাঝের দিন গুলিতে। উহা হজ্জ্বেরই প্রথম অংশ এটা আরো স্পষ্টভাবে বুঝা যায় ক্বেরাণ পালনের সময়, কেননা এই প্রকার হজ্জ্বে উমরাহ পালন করার পর একই ইহরামের মাধ্যমে হজ্জ্বের দ্বিতীয় অংশও পালন করা হয়।

তামাত্তু' পালনকারীর উমরাহ ও উমরাহ পালনের পর ৮-তারিখের পূর্ব পর্যন্ত রেষ্ট নেয়া ঠিক চার রাকাআত বিশিষ্ট

নামাযের দু'রাকাআত আদায় করে তাশাহ্হুদের জন্য বসে রেষ্ট নেয়ার ন্যায়, যেমন এই অবসরে তাশাহ্হুদের পরিবর্তে শেষের দু'রাকাআত পূর্ণ করার পূর্বে নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্য আর কোন নামায আদায় করা যায়না। যদি কেউ সৎ নিয়তে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যেও এই কাজ করে তবে তার পূর্বের দু'রাকাআত ও মাঝের নামায এবং শেষের দু'রাকাআত সবই বাত্বিল বলে গণ্য হবে। কারণ একই এবাদতের মাঝে ঐ জাতিয় এবাদত দ্বারা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। ঠিক তেমনি তামাত্তু' পালনকারী হজ্জের প্রথম অংশ উমরাহ পালন করে ৮তারিখ থেকে ১২ বা ১৩তারিখের কাজ, যা-হলো হজ্জের দ্বিতীয় অংশ পালন না করার পূর্বে আবার নিজের জন্য বা অন্যের জন্য উমরাহ করা, ঐ চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের তাশাহ্হুদের স্থলে শেষের দু'রাকাআত পূর্ণ করার পূর্বে অন্য নামায পড়ার মতই। উক্ত পদ্ধতিতে নামায যদি বাত্বিল বলে গণ্য হয় তবে এই ধরণের হজ্জ্ব বাত্বিল হবেনা কেন?। তামাত্তু' হজ্জ্ব পালনকারীদের জন্য তাশাহ্হুদে যেমন আত্‌তাহিয়াতু ও দুরুদ পড়া যায় তেমনি উমরার পর ত্বওয়াফ করার অনুমতি রয়েছে।

তৃতীয়তঃ হজ্জ্ব শেষ করে অনেকে বিভিন্ন আত্নীয়-স্বজনের জন্য একাধিক উম্‌রাহ করে থাকেন, ইহাও বিদ্‌আত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সঙ্গে বিদায় হজ্জ্বে প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ছাহাবী থাকা সত্ত্বেও একজনও হজ্জের পর দ্বিতীয় উমরাহ নিজের জন্য কিংবা অন্যের জন্য করেছে বলে কোন ছহীহ হাদীছ তো দুরের কথা কোন দুর্বল হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়না, একমাত্র হযরত আয়েশাহ ছাড়া। আর ইতি পূর্বে হযরত আয়েশার উমরা-হর কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ বলতে পারে এত ছাহাবাহর মধ্যে কেউ করলেও হয়ত সেটা বর্ণিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর জিবদ্দশায় ছাহাবাহ্দের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করা তাদেরকে অপবাদ দেয়ারই নামান্তর। কারণ তারা একটিও ধর্মীয় কাজ বা এবাদত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রবর্তিত না হলে করতেন না। এমনকি তার প্রবর্তিত এবাদতের ভিতর একটু ব্যতিক্রম ঘটলে সংগে সংগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট উহা ব্যক্ত করে সমাধান চাইতেন। সম্মতি জানালে খুশী হতেন অসম্মতি জানালে সংগে সংগে প্রত্যাবর্তন করতেন। এই ব্যাপারে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত হাদীছের গ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনকি বিদায়' হজ্জ্বেও কেউ কেউ এসে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমি পাথর মারার পূর্বে কুরবাণী করেছি, কেউ বলেছিলেন আমি কুরবাণী করার পূর্বে মাথা মুন্ডিয়েছি, কেউ বলেছিলেন ঈদের দিন সূর্য ডুবার পর পাথর মেরেছি ইত্যাদি ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলের সমাধান বলেছিলেন।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, নিজের জন্য উমরাহ করা চলবে না, কিন্তু অন্যান্য আত্নীয়-স্বজনের জন্য চলবে। তাদেরকে বলা হবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ছাহাবাহর মধ্যে কারই কি আত্নীয়-স্বজন ছিলনা? নাকি ছিল কিন্তু তাদের অন্তরে আমাদের যুগের তথা কথিত হতভাগা কিছু মুসলি মদের ন্যায় আত্নীয়দের দরদ ছিলনা। এসব কিছু নয়, বরং তাদের নিকট বিদ্আতের কোন আশ্রয় ছিলনা। আর আমরা উহাকে হাসানাহ নাম দিয়ে স্বাগতম জানাই।

জরুরী জ্ঞাতব্যঃ

(১) সৌদী আরব থেকে মুদ্রিত ও বিতরণ কৃত শাইখ আব্দুল আযীয বিন্ বায প্রণীত ও আবু মুহাম্মাদ আলীমু-

দ্বীন কর্তৃক অনুদিত মাসায়েলে হজ্জ্ব, উমরাহ, যিয়ারত বই এর ২৫নং পৃষ্ঠার শেষ প্যারাতে অনুবাদকের ভুল বুঝার কারণে হজ্জ্বের পূর্বে একাধিক উমরার বৈধতার ইঙ্গিত বহ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ভুলের কারণে প্যারায় উল্লেখিত বিষয়টি পরস্পর বিরোধি হয়ে গিয়েছে।

ভুল বাক্যটি এইঃ ''হজ্জ্বের পূর্বে এরূপ (অধিক সংখ্যায়) উমরাহ করার দলীল থাকলেও হজ্জ্বের পর উহা না করাই উত্তম''। মূল বই'এ রয়েছে হজ্জ্বের পূর্বে উমরাহ করে থাকলে (আর সকলেই হজ্জ্বের অংশ হিসাবে হজ্জ্বের পূর্বে উমরাহ করেই থাকে – শুধু মাত্র মহিলাদের ভিতর যারা উমরার পূর্বে ঋতুবতী হয়ে যায় তারাই পারেনা। তারা হজ্জ্বের পর ঐ বাকী উমরাহ তান্‌ঈম বা জি'রানাহ থেকে করতে পারবে, এছাড়া হজ্জ্বের পূর্বে বা পরে একই সফরে) দ্বিতীয় উমরাহ করা শরীয়ত সম্মত হওয়ার কোন দলীল নেই, বরং উহা পরিত্যাগ করাই উত্তম, ইহাই দলীল সমূহের নির্দেশ, কারণ নবী (ছাঃ) ও তাঁর সহচর- বৃন্দ হজ্জ্ব সমাপ্ত করে কেউ-ই উমরাহ করেননি (শুধুমাত্র আয়েশাহ ছাড়া)। দেখুন শায়খ আব্দুল আযীয বিন্ বায প্রণীত আত্‌তাহক্বীক ওয়াল ঈযাহ্ - ১৮ ও ১৯ পৃঃ

(২) যারা তান্‌ঈম (আয়েশাহ মসজিদ) ও জি'রানাহ থেকে ইহরাম বেঁধে একাধিক উমরাহ পালন করেন, তারা অনাধি-কার চর্চার মত আরো একটি অন্যায় করেন। কারণ বহিরাগত হাজীদের জন্য ইহরাম বাঁধার মীক্বাত তান্‌ঈম ও জি'রানাহ নয় বরং দেশ ও অঞ্চল ভেদে পূর্বে বর্ণিত মীক্বাত সমূহ তাদের ইহরাম বাঁধার জায়গা। তান্‌ঈম ও জি'রানাহ হলো তিন শ্রেণীর লোকের জন্য ইহরাম বাঁধার জায়গা।

(ক) হারামের স্থায়ী অধিবাসী, যাদের বাড়ী রয়েছে হারাম এলাকার ভিতর।

(খ)যারা চাকুরী বা ব্যবসার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অবস্থানরত। দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করার জন্য তাদের ক্ষেত্রে মক্কার স্থায়ী অধিবাসীদের বিধান প্রযোজ্য হবে। এই মর্মে বিখ্যাত তাবেঈ ইব্‌নু সীরীন থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

قال ابن سيرين: بلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل مكة التنعيم،، مراسيل أبى داود كماعزاه إليه المزى فى تحفة الأشراف - ٣٥٧/١٣ ، والزيلعى فى نصب الراية -١٦/٣ ، المغنى- ٥٩/٥

ইব্‌নু সীরীন বলেছেন নবী(ছাঃ) মক্কাবাসীর জন্য তান্ঈ-মকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। (মারাসীল আবু দাউদ, মুগ্‌নী -৫/৫৯ পৃঃ)

অনুরূপভাবে ইব্‌নু আব্বাস থেকেও একটি মাওকুফ হাদীছ এসেছে।

قال ابن عباس: يا أهل مكة من أتى منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر،، المغنى -٥٩/٥

ইব্‌নু আব্বাস বলতেন হে মক্কাবাসী তোমাদের ভিতর কেউ উমরাহ পালন করতে চাইলে সেযেন তার মাঝে ও উমরার মাঝে বত্বনু মুহাস্‌সারকে রাখে। অর্থাৎ মুয্‌দালেফা-হর দিক থেকে কোন হালাল জায়গায় ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য বত্বনু মুহাস্‌সার পার হয়ে কোথাও যায়। (মুগ্‌নী -৫/৫৯ পৃঃ)

(গ) ঐ ব্যক্তিদের জন্যও ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান যারা হজ্জের সময় তামাত্তু' হজ্জ্বের জন্য উমরার নিয়ত করে এসেছিল কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ আরাফাতের দিনের পূর্বে উমরাহ করার সুযোগ পায়নি। আর এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশী ঘটে থাকে।পুরুষদের ক্ষেত্রে বাহণ নষ্ট হওয়ার কারণে

বা হাঠাৎ পথি মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে, কিংবা কোন অপরাধে কয়েকদিন বন্দি থাকার কারণে বিলম্বিত হওয়ায় আরাফার দিনের পূর্বে উমরাহ না করতে পারায় নিয়ত পাল্টিয়ে ক্বেরানের নিয়ত করে হজ্জ্ব পালন করে থাকলে।

হজ্জ্ব শেষ করে ইচ্ছা হলে আয়েশাহ্ মসজিদ বা জি'রানাহ বা হালাল যে কোন জায়গা থেকে ইহ্রাম বেঁধে সেই বাকী উমরাহটি করতে পারবে, যেমন হযরত আয়েশা-হ্ করেছিলেন।

এই তিনশ্রেণীর লোকের জন্য আয়েশাহ্ মসজিদ বা জি'রানাহ বা অন্য কোন হালাল স্থান থেকে ইহ্রাম বাঁধার মীক্বাত। এই তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া যারা এই মীক্বাতগুলি থেকে ইহ্রাম বেঁধে উমরাহ্র পর উমরাহ্ করতে থাকে তারা শুধু পরিশ্রম করে পাপেরই ভাগী হন। আল্লাহ তাদেরকে হজ্জ্ব- উমরাহ্ সহ সকল এবাদত সঠিক জ্ঞান সম্পন্ন ভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন। তাদেরকে পন্ডশ্রম চর্চার জন্য যে সমস্ত ছদ্দবেশী মুর্খ মওলবীরা ফতুওয়া দিয়ে থাকেন তাদেরকেও কুরআন ও হাদীছের স্বচ্ছ জ্ঞান দান করুন, আল্লাহুম্মা আমীন। কারণ এই ক্ষেত্রে ঐ সকল ব্যক্তিদের ইহ্রামই শুদ্ধ নয় তো উমরাহ্ শুদ্ধ হবে কি করে।

তবে হাঁ কেউ যদি নিজস্ব মীক্বাত থেকে ইহ্রাম বেঁধে এসে অন্য কারো নামে উমরাহ্ করে তাহলে শুদ্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু তার পরও দেখার বিষয় যে, এইভাবে নবী(ছাঃ) বা তাঁর ছাহাবাগণ কারো নামে উমরাহ্ করেছেন কিনা? কারণ বাড়ী বা অবস্থান স্থলে ফিরে না আসা পর্যন্ত যেখানেই যাক এক সফরই বলা হবে। তাছাড়া অন্যের পক্ষ থেকে উমরাহ করার জন্য কিছু শর্তও রয়েছে।

অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব উমরাহ শুদ্ধ হওয়ার শর্তঃ

বই এর প্রথম দিকে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব উমরাহ পালনের জন্য এক ধরনের শর্ত উল্লেখিত হয়েছে। অধিক ফায়েদার জন্য এখানে আবার উল্লেখ করা হচ্ছে, তবে দৃষ্টি ভঙ্গী আলাদা আলাদা। জীবিত কারো নামে উমরাহ্ বা হজ্জ্ব করতে চাইলে ঐ ব্যক্তির অনুমতি লাগবে। অনুমতি ছাড়া ঐব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় হবেনা। মুগ্নী ৫/২৭পৃঃ অনুমতি ছাড়া এই জন্য জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে উমরাহ্ বা হজ্জ্ব পালন করা শুদ্ধ হবেনা, কারণ নিয়ত ছাড়া কোন এবাদত আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়না। অনুমতি দেয়ার সময় ঐ ব্যক্তির উক্ত এবাদতের নিয়ত হয়ে যায় ফলে উহা তার পক্ষথেকে আদায় শুদ্ধ হবে। কিন্তু যদি অনুমতি না নেয়া হয় তবে ঐ এবাদতে তার নিয়ত করার কোন সুযোগই থাকেনা। আর নিয়ত ব্যতীত কোন এবাদতই শুদ্ধ হয়না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- " إنماالأعمال بالنيات" متفق عليه.

আমল সমূহের (শুদ্ধা শুদ্ধি) নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী মুসলিম)

কিন্তু মৃত ব্যক্তি ও শিশুদের পক্ষ থেকে উমরাহ্ বা হজ্জ্ব আদায় করলে আদায়কারীর নিয়তই যথেষ্ট। কারণ তাদের অনুমতি ও নিয়তের সুযোগ নেই। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিনা শর্তেই তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ্ব উমরাহ, ছাদাক্বাহ, খায়রাত, দু'আ ইস্তেগ্ফারের অনুমতি দিয়েছেন।

২নং ভুলঃ "ইহরামের ক্ষেত্রে"

(১) মীক্বাতের পূর্বে ইহরাম বেঁধে নেয়া। অবশ্য বাঁধা জায়েয আছে কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সুন্নাতের পরিপন্থী। প্লেনে আসলে ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে থাকবে এবং মীক্বাতের

বরাবর পৌঁছলেই নিয়ত করে তাল্‌বিয়াহ্ পাঠ আরম্ভ করবে। মীক্বাতের পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধা জায়েয এই মর্মে মুসনাদ আহ্‌মাদ, আবু দাউদ ও ইব্‌নু মাজাহতে হাদীছ এসেছে।

(২) মীক্বাত পার হয়ে ইহ্‌রাম বাধাঃ বিশেষভাবে যারা প্লেনে আসেন তারা অনেকে মীক্বাত পার হয়ে জিদ্দায় নেমে ইহ্‌রাম বাঁধেন। ইহা নিতান্তই ভুল, এর জন্য একটি দম দিতে হবে। কারণ এতে ওয়াজিব তরক হয়।

(৩) ইহ্‌রাম বাঁধার পর অনেকেই ডান বগল সব সময় খুলে রাখেনঃ এমন কি ঐ অবস্থায় নামাযও আদায় করেন। যারা এই অবস্থায় নামায আদায় করেন তাদের নামায শুদ্ধ হবেনা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন-

"لايصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ"

رواه البخارى ومسلم ولكن قال"على عاتقيه" نيل الأوطار– ١٤٧/٢

তোমাদের কেউ যেন এক কাপড়ে এমন ভাবে নামায আদায় না করে, যাতে স্কন্ধদেশে ঐ কাপড়ের কোন অংশ থাকেনা। বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তবে মুসলিম দুই স্কন্ধদেশের কথাই উল্লেখ করেছেন। নায়লুল আউত্বার - ২/১৪৭ পৃঃ।

অন্য হাদীছে এসেছে -

نهى رسول الله صلى اللـه عليه وسلم أن يصلى الرجل فى سراويل وليس عليه رداء،، رواه أبوداود والبيهقى .

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু পায়জামা পরে চাদর গায়ে দেওয়া ছাড়া মানায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও বায়হাক্বী।

ডান বগল বের করে রাখা শুধু ত্বওয়াফে ক্বুদুমে ইযতিবার সময় শরীয়ত সম্মত, আর অন্য কোন সময় নয়। হাঁ তবে

গরমের কারণে ঘাড় খুলে রাখা সেটা ভিন্ন কথা। অন্য সময় যেমন উহা জায়েয, হজ্জের মধ্যেও জায়েয।

৩ নং ভুল " ত্বওয়াফের ক্ষেত্রে":

(১) হাজ্রে আসওয়াদের পূর্বে ত্বওয়াফ শুরু করা। উহা নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে নামায শুরু করা ও রমযান মাস আসার পূর্বে রোযা রাখার ন্যায়, উহা ধর্মের ভিতর বাড়াবাড়ির শামিল।

(২) বেশী ভিড় দেখে অনেকে হিজ্র্ ইসমাঈল এর ভিতর দিয়ে ত্বওয়াফ করে। ইহা মারত্মক ধরণের ভুল। এই ভাবে ত্বওয়াফ করলে উহা ত্বওয়াফ বলে গণ্য হবেনা।

(৩) সাত চক্করে রাম্ল করা শরীয়ত বিরোধী। শুধু প্রথম তিন চক্করে রাম্ল করা (দ্রুতপদে চলা) সুন্নাত।

(৪) হাজ্রে্ আসওয়াদকে চুমু দেয়ার জন্য অতিশয় ভিড় সৃষ্টি করা। যার জন্য অনেক সময় গালা-গালি ও হাতা-হাতিও হয়ে যায়। এতে করে একটি সুন্নাত পালন করতে যেয়ে পূরা হজ্জ্বটাই ক্রটি পূর্ণ হয়ে যায়। এমনকি সেই ত্বওয়াফের একাগ্রতাও নষ্ট হয়ে যায়।

(৫) অনেকে হাজ্রে আসওয়াদ, রুকন্ ইয়ামানী ও বায়তুল্লাহকে স্পর্শ ও চুমু দিলে নেকী ছাড়াও অন্য উপ-কার আছে মনে করে, কিংবা উহা তাদেরকে বরকত দান করবে ধারণা করে। এই ধারণা করলে উহা শির্কের মত পাপ হবে। এমনকি বর্কত লাভের ধারণা ছাড়া বায়তুল্লাহকে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে স্পর্শ ও চুমু দিলে, এমনিভাবে রুকন্ ইয়ামানীকে চুমু দিলে বিদ্আত চর্চা করা হবে। কেননা এমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁর ছাহাবাহদের থেকে সাব্যস্ত হয়নি। তবে হাজ্র আসওয়াদকে চুমু দিলে ও স্পর্শ করলে এবং রুকন্ ইয়ামানীকে শুধু স্পর্শ করলে, গুনাহ মোচন হয়, যেমনটি ইতি পূর্বে হাদীছ থেকে জানা গেছে।

(৬) ত্বওয়াফ কালে জামায়াত বদ্ধ ভাবে কিংবা একাকী ভাবে উচু কণ্ঠে দু'আ ও যিক্র পাঠ করা। এতে পাঠকারী-দের যেমন একাগ্রতা নষ্ট হয় অন্য ত্বওয়াফকারীদেরও মনযোগ নষ্ট হয়।

(৭) প্রতি চক্কর ত্বওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট দু'আ' পাঠ করা ভুল। শুধুমাত্র রুক্ন ইয়ামানী ও হাজ্র আস্ওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে ''রাব্বানা আতিনা ....'' নির্দিষ্ট দু'আ' ছাড়া একেক ত্বওয়াফের জন্য আলাদা আলাদা দু'আ' কোন হাদীছ থেকে সাব্যস্ত হয়নি। বরং প্রত্যেক ত্বওয়াফকারী নিজ স্বাধীনভাবে প্রয়োজন অনুসারে আল্লাহর নিকট দু'আ' করবে। আরবী না জানলে নিজের ভাষায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে।

(৮) ত্বওয়াফ শেষে দুই রাকা্আত সুন্নাত নামায মক্বামে ইব্রাহীমের পেছনে কাবাহ মূখী হয়ে আদায় করার কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত। উহা ত্বওয়াফের সুন্নাত। কিন্তু অনেক হজ্জ্ব পালন কারীর ধারণা মক্বামে ইব্রাহীমের একেবারে সংলগ্ন আদায় না করলে উহা আদায় হবেনা। অথচ এমন কথা কোথাও শরীয়তে নেই। বরং মসজিদুল হারামের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আদায় করা যাবে। তবে মক্বামে ইব্রাহীমের পিছনে যত দুরেই হোকনা কেন পড়া উত্তম। এমনকি মসজিদের বাইরেও ঐ দু'রাকাআত নামায আদায় করা জায়েয। এই মর্মে ছাহাবাহদের থেকে মাওকুফ হাদীছ এসেছে -

روى الإمام البخارى عن أم سلمه رضى الله عنها أنها طـافت راكبة فلم تصل حتى خرجت،، فقه السنة – ١/ ٥٩٤

ইমাম বুখারী উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বাহণে আরোহণ করতঃ ত্বওয়াফ করে নামায না আদায় করেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ফিক্বহুস্সুন্নাহ- ১/৫৯৪

وقال البخارى: وصلى عمررضى الله عنـه خـارج الحـرام، وروى مالك: عن عمر رضى الله عنـه أنـه صـلا هما بذى طـوى،، فقـه السنة - ١/ ٥٩٤

বুখারী (রাহঃ) বলেন যে, উমার (রাঃ) ত্বওয়াফের নামায হারামের বাইরে আদায় করেছিলেন। ইমাম মালিক (রহঃ) উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি যী-ত্বুওয়া নামক স্থানে ত্বওয়াফের দু'রাকাআত নামায আদায় করেছিলেন ফিক্বহুস্ সুন্নাহ্ - ১/ ৫৯৪ পৃঃ

৪নং ভুলঃ "ছাফা মারওয়াহ সাঈর ক্ষেত্রে"

রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) ছাফা মারওয়াহ সাঈ করার সময় প্রথম ছাফা পাহাড়ে এসে ইন্নাছ ছাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআ-ইরিল্লাহ ...., আয়াত পাঠ করতেন। অতঃপর পাহাড়ে উঠে কা'বাহ ঘরের দিকে দৃষ্টি করে উহাকে সম্মুখে রেখে হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা, তাকবীর ও তাওহীদের দু'আ পাঠ করতেন। এর মাঝে ইচ্ছামত অন্যা-ন্য দু'আও করতেন। অতঃপর পাহাড় থেকে নেমে মারওয়াহ্র দিকে যেতেন, ছাফা থেকে নেমে নিচুস্থানে (বর্তমান নীল বাতি দ্বারা চিহ্নিত স্থানের) মাঝে দ্রুত গতিতে চলতেন। মারওয়ায় পৌঁছে ইন্নাছ্ ছাফা ...., আয়াত পড়তেন না কিন্তু হাত তুলে দু'আ' করতেন। অতঃপর আবার মারওয়াহয় আসতেন, ছাফায় পৌঁছার পূর্বে নীলবাতি দ্বারা চিহ্নিত স্থানে দৌড়াতেন (দ্রুত চলতেন)। এভাবে সাত সাঈ পালন করতেন। যাওয়া এক সাঈ ও আসা এক সাঈ ধরা হবে। সপ্তম সাঈ শেষ হবে মারওয়া-হর নিকট। এই হলো সাঈর সঠিক নিয়ম।

সাঈর মাঝে ভুল সমূহঃ

(১) পাহাড়ের নিকট এসে ক্বিবলামূখী হয়ে তিন তাকবিরের সাথে নামাযের ন্যায় দুই হাত উত্তোলন করে কা'বাহ ঘরের দিকে ইঙ্গিত করেন এটা একটা ভুল। হাত তুলে দু'আ' করার কথা হাদীছে এসেছে, নামাযের মধ্যে হাত তোলার মত করে কা'বাহ ঘরের দিকে ইঙ্গিত করার কথা আসেনি।
(২) শুধু নীল বাতির দ্বারা চিহ্নিত স্থানের মাঝে দ্রুত চলার নিয়ম আছে, কিন্তু অনেকে ছাফা মারওয়ার মাঝে সম্পূর্ণ পথ দ্রুত চলেন, ইহা ভুল।
(৩) অনেক মহিলা পুরুষদের ন্যায় দৌড়ায় এটা দলীল বিরোধী। মহিলাদের দৌড়ানোর ব্যাপারে কোন স্পষ্ট দলীল আসেনি। বরং ইব্নু উমার (রাঃ) থেকে একটি মাওক্বুফ হাদীছে ছাফা মারওয়ায় দৌড়ানো ও ত্বওয়াফে রাম্‌ল করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তিনি বলেছেন -

"ليس على النساء رمل بالبيت ولابين الصفا والمروة،، مناسك-٩٤

মহিলাদেরকে দৌড়াতে হবেনা, ত্বওয়াফেও নয়, ছাফা মারওয়াহর মাঝে সাঈ কালেও নয়। মানাসিক ইব্নু উছাইমীন - ৯৪ পৃঃ
(৪) প্রতি চক্করের জন্য নির্দিষ্ট দু'আ' পড়া ভুল। কোন চক্করের জন্য নির্দিষ্ট দু'আ' কুরআন হাদীছ থেকে পাওয়া যায়নি। তবে একটি দু'আ' অনির্দিষ্টভাবে যে কোন সাঈতে পড়ার দলীল পাওয়া যায়। সেই দু'আটি এইরূপ -

"رب اغفر وارحم إنك أنت الأعزالأكرم،، رواه ابن ابى شيبة
عن ابن مسعود وابن عمر رضىالله عنهما بإسنادين صحيحين
وعن المسيب ابن رافع الكا هلى وعروة بن الزبير، رواه الطبرانى
مرفوعا بسند ضعيف،، مناسك الحج والعمرة للألبانى - ٢٨

উচ্চারণঃ রব্বিগ্‌ফির অরহাম্ ইন্নাকা আন্‌তাল আ-আ'য্-যুল্ আকরাম।

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক ক্ষমা করুন ও রহম করুন নিশ্চয় আপনি অতি পরাক্রমশালী ও সম্মানিত। হাদীছটি ইব্‌নু আবী শাইবাহ স্বীয় মুছান্নাফ গ্রন্থে ইব্‌নু মাসউদ ও ইব্‌নু উমার থেকে দুটি ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে মুসায়্‌ইব বিন্ রাফি আল-কাহিলী ও উরওয়াহ বিন্ যুবাইর থেকেও। ত্ববারাণী উক্ত হাদীছকে মারফূ (সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত সম্পর্ক বিজড়িত) ভাবে দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন মানাসিক, আল-বাণী- ৬০নং টিকা সহ ২৮পৃঃ।

৫ নং ভুল "মাথার চুল কাটার ক্ষেত্রে ভুল"ঃ

হালাল হওয়ার জন্য মাথার চুল মুন্ডালে বা খাটো করলে বরাবরভাবে মাথার সমস্ত চুল কাটতে হবে। অনেকে কোন একদিকথেকে সামান্য কেটে হালাল হন ইহা নিতান্তই ভুল। হজ্জ্ব উমরাহ পালনের ক্ষেত্রে চুল মোড়ানো বা খাটো করা এবাদত, কাজেই এই এবাদতের সাথে রহস্য করা মোটেও ঠিক নয়। চুল মুন্ডানোর সময় যেমন কিছু চুল মোড়িয়ে কিছু চুল অবশিষ্ট রাখা হয়না এবং উহা শরীয়তেও নিষিদ্ধ (বুখারী মুসলিম, মানাসিক ইব্‌নু উছাইমীন-৬৫) তেমনি খাটো করার সময়ও কিছু কেটে কিছু অবশিষ্ট রাখা যাবেনা।

৬ নং ভুল "যমযমের পানি পান করার ক্ষেত্রেঃ

অনেকে যমযমের পানি পান করতে যেয়ে নফল নামায আদায় করে। ইহা একান্তই ভুল। যম্‌যমের পানি পান করে দু'আ' করার দলীল পাওয়া যায় কিন্তু নামাযের কোন দলীল পাওয়া যায়না। অতএব উহা বিদ্‌আত বলে গণ্য হবে। হাঁ

তবে যমযমের পানি দ্বারা ওযু করার পর তাহিয়াতুল ওযু হিসাবে দু'রাকাআত নামায আদায় করতে পারে,বরং উহা উত্তম, কিন্তু এই ক্ষেত্রেও অনেকে ভুল করে। কা'বাহ মুখী না দাঁড়িয়ে যমযম কুপের দিকে মুখ করে নামায আদায় করে,উহা সাংঘাতিক পর্যায়ের ভুল, ক্বেব্লামূখী হওয়া ছাড়া কারো নামায হবেনা। এটা জানার পর যদি কুপের দিকে মূখ করে নামায আদায় করে তবে কুফুরীর ন্যায় পাপ হতে পারে।

৭ নং ভুল "আরাফাতে অবস্থান সম্পর্কীয় ভুল":

আরাফাতে অবস্থান হজ্জ্বের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুক্ন। আর এই অবস্থানের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাঝে যদি কেউ অবস্থান না করতে পারে তার হজ্জ্ব হবেনা। যেমনটি ইতিপূর্বে হাদীছ থেকে জেনেছি।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন-
" الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك "
(رواه البخاري)

হজ্জ্ব তো আরাফা-ই,যে ব্যক্তি (রাত্রি কালেও আরাফাতে অবস্থান করে) ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে জামআ' (মুযদা-লেফাহ)তে পৌছতে পারবে সে হজ্জ্ব পেয়ে যাবে। (বুখারী)
কিন্তু হজ্জ্ব পলনকারীগণ এই গুরুত্ব পূর্ণ রুক্নটি পালনেও ভুল করেন।
(১) অনেকে আরাফাতের বাইরে অবতরণ করে সেখানেই সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করে সেখান থেকেই মুযদালেফাহ চলে আসেন। নিঃসন্দেহে এই সকল লোকের হজ্জ্ব হয়না। এই জন্য আরাফাতের সীমা রেখা চিহ্নিত করে অবস্থান করা বাঞ্চনীয়।
(২) অনেক হাজী ভাইগণ সূর্য না ডুবার পূর্বে আরাফাতের মাঠ থেকে বেরিয়ে মুযদালিফাহ ছুটেন। ইহাও মারাত্বক

ধরণের ভুল, যেই ভুলের কারণে দম্ (কুরবাণী) ওয়াজিব।
(৩) অনেকে মনে করেন যে, আরাফাহ পাহাড়ে (জাবালুর রহমাহ)তে না গেলে আরাফার অবস্থান ত্রুটিপূর্ণ হলো, ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। আরাফাতের পাহাড়ে যাওয়া কোন ওয়াজিব রুকন্ নয়। খুব জোর উহাকে সুন্নাত বলা যেতে পারে।
(৪) অনেকে পাহাড়ের উপরে চড়াকে সুন্নাত মনে করেন, আসলে উহা সুন্নাত নয়, কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাহাড়ের উপরে চড়েননি বরং উটে আরহিত অবস্থায় পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে পাহাড়কে ক্বিব্লা ও তার মাঝে রেখে হাত তুলে দু'আ' করেছিলেন।
(৫) অনেকে কা'বাহকে সম্মুখে না করে ঐ পাহাড়কে সম্মুখে রেখে দু'আ' করেন। ইহা নিতান্তই ভুল। নবী (ছাঃ) এমনভাবে দাঁড়িয়েছিলেন যাতে পাহাড় ও কা'বাহ উভয়ই তাঁর সম্মুখে ছিল।

৮নং ভুল "মুযদালেফায় রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে"ঃ

(১) অনেকের ধারণা মুযদালেফায় পৌছার পর প্রথম কাজ হলো পাথর কুড়ানো। ইহা নিতান্তই ভুল, বরং সর্ব প্রথম কাজ হলো অবস্থানের স্থান নির্ধারণ করে মাগরিব ও ই'শার নামায আদায় করা।
(২) মুয্দালেফায় ফজর পর্যন্ত অবস্থান করা ওয়াজিব। ফজরের নামায আদায় করে সূর্য উঠার পূর্বে মিনা গমন করবে। অথচ অনেকে অবস্থান না করে সরাসরি মিনায় চলে যায়, এটাও ভুল। এর মাধ্যমে ওয়াজিব তরক হয়। আর কোন ওয়াজিব তরক করলে দম ওয়াজিব হয়ে যায়। অবশ্য ওয্র বিশিষ্ট তথা দুর্বল, রুগী, ভারি মহিলা ও পুরুষদের জন্য মধ্য রাত্রেই মিনা যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এই সমস্ত ওয্র বিশিষ্টদের পরিচালকগণও তাদের সহিত যেতে পারবে।

৯নং ভুল "পাথর মারার ক্ষেত্রে"ঃ

(১) অনেকে বড় বড় পাথর ছুঁড়ে জাম্‌রাহকে মারেন। ইহা মারাত্মক পর্যায়ের ভুল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ধরণের আচরণকে ধর্মের ভিতর বাড়াবাড়ি বলে আখ্যা দিয়েছেন। মুস্‌নাদ আহ্‌মাদ, মানাসিক ইব্‌নু উছাইমীন -৯৬ পৃঃ

হাদীছে এমনও এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাথর মারার সময় বলতেনঃ

يا أيهاالناس لايقتل بعضكم بعضاً، وإذارميتم الجمرة فارموها بمثل حصا الخذف،، رواه أحمد وأبوداود. مناسك الحج والعمرة لابن عثيمين – ٩٦

হে জন সকল তোমরা এক অপরকে হত্যা করোনা, যখন জাম্‌রাহকে পাথর নিক্ষেপ করবে তখন দুই আঙ্গুলির মাঝে রেখে নিক্ষেপ উপযোগী (ছোট-বুটের চেয়ে একটু বড়) পাথর নিক্ষেপ করবে। আহ্‌মাদ, আবু দাউদ, মানাসিক ইব্‌নু উছাইমীন -৯৬ পৃঃ

(২) একথা সত্য হলেও যে, জাম্‌রাহকে পাথর মারার প্রচলন হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক শয়তানকে পাথর মারাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু পরবর্তীতে উহাকে এবাদ-তের জন্য স্থায়ী রাখা হয়েছে যেমনটি ইতি পূর্বে হাদীছ থেকে জানা গেছে। এর পর জাম্‌রাহ্ গুলিকে ছোট, মধ্যম ও বড় শয়তান নাম রাখা এবং শয়তান ধারণা করে মারা, ও সেই ধারণায় বেশী ঈমানদারী প্রদর্শন করে গালী দেয়া, জুতা-সেন্ডেল, লাঠি, ছাতা, বড় পাথর নিক্ষেপ করা এবং সেখানে হাসি-তামাশা করা মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। নিঃসন্দেহে এসব এবাদতের সাথে হাসি-তামাশা করার শামিল।

(৩) অনেকে বেরহমের মত অন্য মুসলিম ভাইকে দুঃখ-কষ্ট ও আঘাত দিয়েগায়ের বল-শক্তি খাটিয়ে হুড়ায়ে গুয়াতে

জাম্‌রার নিকটে যেয়ে পাথর মারে। ইহা মারাত্মক পর্যায়ের ভুল।

হযরত কুদামাহ বিন্ আব্দুল্লাহ বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমি কুরবাণীর দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে লাল রংগের উটণীতে আরোহিত অবস্থায় জাম্‌রাহকে পাথর মারতে দেখিছি। তিনি কাউকে আঘাত দিচ্ছিলেননা এবং এদিকে যাও ওদিকে যাও বলে কাউকে তাড়াচ্ছিলেনও না।(হাদীছটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান ছহীহ বলেছেন)।

(৪) অনেকে ১১, ১২ ও ১৩তারিখে ছোট ও মধ্যম জাম্‌রাহকে পাথর মেরে দু'আ' করেনা বা অনেকে তা জনেনা, ইহাও এক প্রকার ভুল। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছোট ও মধ্যম জাম্‌রাহকে পাথর মেরে ডানে কিংবা বামে সরে গিয়ে ফাঁকা জায়গায় ক্বিব্‌লামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ যাবত হাত উঠিয়ে দু'আ'করতেন। যেমনটি বুখারীতে ইব্‌নু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু জাম্‌রাতুল আকাবাহকে পাথর মেরে এমনটি করতেন না।

(৫) অনেকে মুষ্টিবদ্ধ ভাবে সাতটি পাথরকে এক সঙ্গে ধরে নিক্ষেপ করে দেয়। ইহা সাংঘাতিক পর্যায়ের ভুল। যারা এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করেন তাদের পাথর নিক্ষেপ করা হয়না। বড়জোর একটা ধরা হবে। নিয়ম হলো একটা একটা করে পাথর মারা এবং প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় তাক্‌বীর ধ্বণী উচ্চারণ করা।

(৬)পাথর নিক্ষেপের সময় অনেকে মনগড়া কিছু দু'আ' পাঠ করেন, আল্লাহুম্মাজ্ আলহা রিয্যান্ লির্ রহমান অ-গাযাবান লিশ্‌শায়তানে .... ইহা পাঠ করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে সাব্যস্ত না হওয়ায় বিদ্‌আত বলে গণ্য হবে, আরো জঘণ্য হবে যদি উহা পাঠ করতে যেয়ে তাকবীর পাঠ ছেড়ে দেয়-যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে সুসাব্যস্ত।

(৭) অনেকে সামর্থ তাকা সত্ত্বে-ও অলসতা করে অন্যের দ্বারা পাথর মারায় ইহা নিতান্তই ভুল। শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বে কারো মাধ্যমে পাথর মারালে উহা পাথর মারা বলে গণ্য হবেনা।

১০নং ভুল "বিদায় ত্বওয়াফের ক্ষেত্রে":

(১) অনেকে ১২তারিখে বা ১৩তারিখে পাথর মারার সাথে সাথে মক্কা থেকে বাহির্গমনের জন্য পাথর মারার পূর্বেই ত্বওয়াফে বিদা' করে নেয়। ইহাও ভুল। কারণ ইহা রাসূলু-ল্লাহ (ছাঃ) এর নির্দেশ ও আচরণের পরিপন্থী। তিনি পাথর মারার পর ত্বওয়াফে বিদা' করেছেন এবং সকলকে এই নির্দেশ দান করেছেন যে, কেউ যেন কা'কাহ ঘরের শেষ সাক্ষাৎ তথা ত্বওয়াফে বিদা' না করে, না যায়। কিন্তু জাম্‌রাহকে পাথর মেরে বিদায় নিলে শেষ সাক্ষাৎ জাম্‌রার সাথে হচ্ছে কাজেই ইহা আদৌ জায়েয হবেনা।

(২) অনেকে ত্বওয়াফে বিদা' করে মক্কাতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। ইহা-ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর আচরণ ও নির্দেশের পরিপন্থী। তবে সফরের আয়োজন করতে দেরী হওয়া, তথা আসবাব পত্র বাঁধা-বাঁধী করা, বাসের অপেক্ষায় দেরী করা, সাথী সঙ্গীদের একত্রিত করার জন্য অপেক্ষা করা এগুলিকে অবস্থান বলা হবেনা বরং উহা বহির্গমনে-রই প্রস্তুতি ধরা হবে।

(৩) অনেকে কা'বাহ ঘরের সম্মানার্থে কা'বাহ ঘরকে সামনে করে পিছনের দিকে উল্টাভাবে হেঁটে বের হয়, ইহা জঘণ্য পর্যায়ের বিদ্আত- যার আবিস্কর্তা হলো তথা কথিত ত্বাগুত পর্যায়ের কিছু ভন্ড পীর মুর্শিদগণ। আল্লাহ তাদের হিদায়াত দান করুন অন্যথায় তাদেরকে দুনিয়া থেকে হালাক করে মুসলিম সমাজের দ্বীন-ধর্ম হিফাজতের ব্যবস্থা করুন। আমীন!

মসজিদ নববী যিয়ারত প্রসংগেঃ

মদীনায় অবস্থিত মসজিদ নববী ঐ তিনটি মসজিদের অন্যতম যেই তিনটি মসজিদে এবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয। এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর হাদীছের প্রতি লক্ষ করুনঃ -

عن أبي هريرة رضي الله عنه –عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى " رواه البخاري ومسلم.

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর কোন স্থানে(এবাদত) এর উদ্দেশ্যে বাহণ প্রস্তুত করা যাবেনা। অর্থাৎ সফর করা যাবেনা। মসজিদু হারাম, আমার এই মসজিদ (মসজিদ নববী) এবং মসজিদুল আক্বছা। (হাদীছটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

উল্লেখ্য যে, অনুবাদের সময় ''এবাদত'' শব্দটা এই জন্য ব্রাকেটে বসানো হয়েছে যে, মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্য সচারচর এবাদতই হয়ে থাকে। বিশেষ ভাবে কষ্ট করে সফর করলে নিশ্চিত ভাবে এবাদতই হয়ে থাকে। আর যদি হাদীছে এবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেয়া হতো যেমন ভ্রমন, পরিদর্শন, অবিজ্ঞতা অর্জন ও বিভিন্ন দৃশ্য দেখে উপদেশ গ্রহণ ইত্যাদি তাহলে তিনটি মসজিদকে নির্দিষ্ট করার কোন যথার্তাতাই থাকেনা।কারণ উক্তউদ্দেশ্যে মসজিদ কেন, পৃথিবীর যে কোন স্থানেই যাওয়া যাবে, চাই উহা মর্যাদা পূর্ণ হোক চাই অমর্যাদা পূর্ণ হোক। তবে এই টুকু খেয়াল রাখতে হবে যেন উক্ত উদ্দেশ্য সমূহর বাস্তবায়ন করতে যেয়ে ইসলামের কোন নীতি-মালার বর্খেলাফ কিছু না ঘটে কিংবা দ্বীনের পালনীয়

আবশ্যক (ফরয) কাজগুলি ব্যাহত না হয়। উক্ত কথার দলীল সূরা আলু ইমরানের ১৩৭ নম্বর আয়াত ও সূরাহ আন আমের ১১ নম্বর আয়াত এবং এই বিষয়ের উপর অন্যান্য আয়াত সমূহ।

উপরোক্ত হাদীছের দাবী-যেমন এবাদতের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবেনা, উহা যত বৃহৎই হোকনা কেন, তেমনি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানেও এবাদতের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবেনা সেখানে যত সংখ্যাগরিষ্ট লোকেরই সমাগম হোকনা কেন।

পূর্বোল্লিখিত হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী ইহাও বুঝা যায় যে, কেউ যদি এবাদতের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ বা স্থানে যায় তবে ছাওয়াবের পরিবর্তে গুণাহ হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) এর হুকুম লংঘন করলে পাপ ছাড়া পূণ্যের আশা করা একজন মু'মিনের উচিত নয়।

এই হাদীছেরই আলোকে কোন কবর মাযার যিয়ারতের জন্য সফর করাও হারাম, এমনকি আমাদের নবী (ছাঃ) এর কবর যিয়ারতের জন্য-ও। যে কোন কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। সুতরাং ফরয এবাদত পালনের জন্য কোথাও সফর করা হারাম বা নিষিদ্ধ হলে সুন্নাত এবাদতের জন্য সফর করা আরো বেশী নিষিদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। আর একথা যেকোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের নিকট সহজেই বোধগম্য বলে আশা করি।

এছাড়াও বিশেষ ভাবে এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে -

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبوراو لاتجعلوا قبرى عيداوصلواعلى، فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم ،، رواه أحمد وأبوداود بإسناد حسن، رواته ثقات، صححه النووى فىالأذكار وحسنه ابن حجرفى تخريج الأذكار، الفتوحات ،

হযরত আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন তোমাদের বাড়ীগুলিকে কবরে পরিণত করোনা, অর্থাৎ কবরে কোন এবাদত করা হারাম তাই বাড়ীতে নফল এবাদতসমূহ না করলে কবরের সাদৃশ্য হয়ে যায়। আমার কবরকে ঈদে পরিণত করোনা, অর্থাৎ ধর্ণা দেয়ার স্থান বানিওনা, বার বার উহার নিকট আসিও না। আমার উপর ছলাত পাঠ কর, তোমাদের ছলাত আমার নিকট পৌঁছবে, যেখান থেকে পাঠ করোনা কেন।(হাদীছটি আহ্‌মাদ ও আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, বর্ণনাকারীগণ সকলে নির্ভর যোগ্য। ইমাম নববী ছহীহ বলেছেন। ইব্‌নু হাজর আল-ফুতূহাতুর রব্বানিয়াহ্‌তে হাসান বলেছেন। দেখুন আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত্ তাওহীদ, ইব্‌নু উছাইমীন -৩/৪৫৫-৪৬০ পৃঃ

এই মর্মে হুসাইন বিন্ আলীর পুত্র আলী বিন্ হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত- তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন- সে নবী (ছাঃ) এর কবরের ঘরের একটি ফুটা দিয়ে প্রবেশ করে সেখানে দু'আ' করছে। তিনি তাকে বললেন তোমাদেরকে ঐ হাদীছটি শুনাবনাকি, যেই হাদীছটি আমি আমার পিতা (হুসাইন) থেকে শুনেছি, তিনি আমার দাদা (আলী) থেকে শুনেছেন, তিনি (দাদা) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে শুনেছেন। তিনি (ছাঃ) বলেছেন আমার কবরকে ঈদ বা উৎসবের স্থানে পরিণত করোনা এবং তোমাদের ঘর গুলিকে কবরে পরিণত করোনা। আর আমার উপর ছলাত ও সালাম প্রেরণ কর।কারণ তোমাদের সালাম আমার নিকট পৌঁছে, যেখান থেকেই প্রেরণ করনা কেন?

হাদীছটি আব্দুল গানী আল-মাক্বদিসী, আল-আহাদীছুল মুখতারাহ্ নামক গ্রন্থে, ইমাম বুখারী তারীখুল কাবীর গ্রন্থে- হায়ছামী মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আল-কাওলুল মুফীদ -৩/৪৬২ পৃঃ

শুধু তাই নয়, বরং স্পষ্ট ভাবেই কবরকে এবাদতের

জায়গায় পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে বলতেন -

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،،

يحذر ماصنعوا ولولاذالك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا،،

رواه البخارى ومسلم.

ইয়াহুদ ও নাছাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক, কেননা তারা তাদের নবীগণের কবরগুলিকে মসজিদে (এবাদতের জায়গায়)পরিণত করেছে। এই বদ্দুআর মাধ্যমে উম্মতকে তাদের কৃতকর্ম থেকে সাবধান করেছেন, যদি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ না করতেন,তাঁর কবর বাইরে দেয়া হতো, কিন্তু তার কবরকে এবাদতের জায়গায় পরিণত করা হতে পারে, এই ভয়ে ঘরের ভিতরে দেয়া হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)।

এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)কে হযরত আয়েশাহ (রাঃ) এর ঘরের ভিতর কবর দেয়ার একটি কারণ জানা যায়, আরো একটি কারণও হাদীছ থেকে জানা যায়- যদিও অনেকেই হাদীছটিকে দুর্বল বলেছেন- কারণটি এই: নবী (ছাঃ) বলেছিলেন, প্রত্যেক নবীকে সেই স্থানে দাফন করা হয়েছে যেই স্থানে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী, ইব্নু মাজাহ। আল-কাউলুল মুফীদ-৩/৪০৩ পৃঃ

নবী(ছাঃ) শুধু তাঁর কবরের ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করেই ক্ষান্ত হননি বরং আল্লাহর নিকট করুন ভাবে দু'আও করে গেছেন -

اللهم لاتجعل قبرى وثنا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،، رواه مالك فى الموطأ ، وعبدالرزاق وابن شيبة فى مصنفهما مرسلا وأحمد موصولا وصححه البزاروابن عبد البر.

হে আল্লাহ আমার কবরকে দেবতায় পরিণত করোনা, যার এবাদত করা হবে। আল্লাহর ক্রোধ কঠোর হোক ঐ সম্প্রদায়ের উপর যারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করেছে। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মালিক তার মুওয়াত্ত্বা গ্রন্থে, আব্দুর রাজ্জাক ও ইব্‌নু আবী শাইবাহ তাদের মুছান্নাফ গ্রন্থে মুর্সাল ভাবে, ইমাম আহ্‌মাদ মুত্তাছ্‌ছিল ভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায্‌যার ও ইব্‌নু আব্দুল বার্ ছহীহ বলেছেন। আল-কাওলুল মুফীদ-৩/৪২৯

নবী ও অলী বা যেকোন সৎ ব্যক্তির কবর যাতে কোন প্রকার এবাদতের স্থানে পরিণত না হতে পারে এই জন্য নবী (ছাঃ) কড়াভাবে কবর বাঁধাই করতে ও উহার উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন, কারণ কবর বাঁধাই করলে ও উহার উপর সুন্দর কাঠামোতে চাকচিক্যময় ঘর তৈরী করলে অব শ্যই উহা শেরেকী আড্ডায় পরিণত হবে।

عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعدعليه وأن يبنىعليه،، رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائى.

হযরত জাবির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) নিষেধ করে গেছেন কবরকে বাঁধাই করতে, উহার উপর বসতে ও উহার উপর ঘর নির্মান করতে। হাদীছটি আহ্‌মাদ, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।

শুধু নিষেধই করেননি বরং উহা শির্ককে টেনে আনার গ্যারান্টি যুক্ত কু'পন্থা হওয়ার কারণে- (যেমনটি আমাদের দেশে দেখা যায়) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে পূর্বের (ইহুদী, খৃষ্টান ও কাফির-মুশরিকদের) বাঁধাইকৃত কবরগুলিকে ভেঙ্গে মাটি বরাবর করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন এবং হযরত আলী খলীফাহ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট থেকে প্রাপ্ত এই মহান দায়িত্ব আবুল হায়-ইয়াজ্ আসাদী নামে এক ছাহাবীর উপর ন্যাস্ত করেছিলেন-

عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألاأبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاتدع تمثال إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ،، رواه مسلم في صحيحه.

হযরত আবুল হায়ইয়াজ আসাদী (রাঃ) বলেন- হযরত আলী (রাঃ) আমাকে ডেকে বলেছিলেন আমি তোমাকে ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত করছি যেই দায়িত্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নিয়োজিত করেছিলেন-সেটা হলো এই যে, যেখানে যেই ধরণের মূর্তী পাবে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। আর সরজমিন হতে উচু যে কোন কবরকে ভেঙ্গে মাটি বরাবর করে ফেলবে। (মুসলিম শরীফ)

মৃত ব্যক্তির কবরের পরিচয় যাতে অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ জানতে না পারে, এই জন্য নবী (ছাঃ) কবরের উপর ঐ ব্যক্তির নাম লিখতেও নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

কারণ নামের মাধ্যমে চিনে নিয়ে কেউ ঐব্যক্তির কবরকে ভক্তি করা শুরু করতে পারে এবং এই ভক্তি অতি ভক্তির রূপ ধরে শেরেকের আড্ডায় পরিণত হতে পারে। যেমন আজ কাল আমাদের ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার মৃত ব্যক্তির কবর শির্কের ভয়াবহ আড্ডায় পরিণত হয়েছে। দুনিয়ায় শির্কের প্রথম আবির্ভাব ও প্রসার ঘটেছে- নূহ নবীর সম্প্রদায়ের কিছু সৎ ব্যক্তিদের অতি ভক্তির সূত্র ধরে। দেখুন সূরা নূহ'র ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াতের তাফসীর, বুখারী শরীফ ও ইবনু কাছীর গ্রন্থে।

রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) এর কবর যিয়ারতের পুর্বে উপরোক্ত কথা গুলি স্বরণ রাখতে হবে। মদীনায় যাওয়ার উদ্দেশ্য কেবল মসজিদে নববীতে নামায আদায় করা হতে হবে। যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কবর যিয়ারত করা উদ্দেশ্য হয়, স্পর্শ করা হয়, চুমু দেয়া হয় তবে এই সফর হবে গুণাহ

উপার্জনের সফর। হাঁ তবে মসজিদে নববীতে নামাযের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাওয়ার পর ও নামায আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবু বাকর, উমার ও অন্যান্য ছাহাবাহ-গণের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। এমনি ভাবে মসজিদে কুবাতে নামায আদায় করা-ও সুন্নাত। আর এই মসজিদে দু'রাকাআত নামায আদায় করলে অনেক ফযীলত লাভ করা যায়। ছহীহ্ হাদীছে এসেছে দু'রাকাআত নামায আদায় করলে এক উমরাহ্র ছাওয়াব পাওয়া যায়।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ, নামায আদায়ের ফযীলত ও আদবঃ

মসজিদে নববীতে ঢুকার সময় ডান পাঁ আগে প্রবেশ করাবে। প্রবেশের সময় অন্যান্য মসজিদে প্রবেশের সময় যে দু'আ' পাঠ করা হয় সেই দু'আ' পাঠ করবে। অতঃপর প্রবেশ করে সর্ব প্রথম নামায আদায় করবে। যদি ফরয নামাযের সময় হয় তবে উহার সুন্নাত ও ফরয নামায আদায় করবে, আর যদি কোন ফরয নামাযের সময় না থাকে তবে দু'রাকাআত তাহিয়াতুল মসজিদ নামায পড়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কবর যিয়ারতের জন্য যাবে।

মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন ঃ

صلاة فى مسجدى خير من ألف صلاة فيما سواه

إلاالمسجدالحرام ،، رواه الجماعة.

আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক নামায আদায় করা মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য সকল মসজিদে এক হাজার নামযের চেয়ে উত্তম। হাদীছটি মুহাদ্দিছ গোষ্ঠির সকলে বর্ণনা করেছেন।

নফল ও তাহিয়াতুল মসজিদের ছলাত রাওযাহতে পড়া উত্তম। আর রাওযাহ্ হলো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর বাড়ী ও তাঁর মসজিদের মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের নাম।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন -

ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة،، رواه البخارى.

আমার বাড়ী এবং মিম্বারের মাঝে জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান (রাওযাহ্) রয়েছে। (বুখারী)
এই হাদীছের মাধ্যমে যা জানা যায়, রাওযাহ্ শব্দের অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর কবর নয়।
ভারত বর্ষের বাংলা, উর্দু, হিন্দী ভাষী সহ অন্যান্য প্রায় সকল আলেম ও জাহেল রাওযাহ বলতে নবী (ছাঃ) এর কবর বুঝে থাকেন এটা নিঃসন্দেহে অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।
নফল ও সুন্নাত নামায রাওযাতে পড়া উত্তম হলেও ফরয নামায অন্যান্য মসজিদের ন্যায় প্রথম কাতারে আদায় করাই উত্তম।
কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন -

خيرصفوف الرجال أولها،، رواه مسلم.

পুরুষ লোকের উত্তম কাতার হলো প্রথম কাতার। (মুসলিম)
অনেকে মসজিদ নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত ছলাত আদায় করা জরুরী মনে করেন। অথচ মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায পূর্ণ করার ফযীলত সম্পর্কে কোন ছহীহ্ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। মুসনাদ আহ্মাদ ও ত্ববরাণীতে একটি হাদীছ এসেছে, কিন্তু উহার মতন (ভাষা) মুয্তারাব (বিক্ষিপ্ত) হওয়ার কারণে দূর্বল।

কবর যিয়ারতের আদব ও পদ্ধতি

যে কোন মু'মিন ব্যক্তির কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য, ফযীলত ও হুকুম একই। এমনকি নবী অলীগণের কবর যিয়ারতেরও। সকলের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হলো আখেরাতকে স্বরণ করা, মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা। আখেরাত স্বরণ হওয়া টাই যিয়ারতকারীর উপকার। মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দু'আ করাতে নিজের ও মৃত ব্যক্তির উভয়েরই উপকার হয়। কবরের নিকট এসে সর্ব প্রথম কবর বাসীদেরকে সালাম দিবে, অতঃপর তার জন্য দু'আ করবে। কবর যিয়ারতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে সমস্ত দু'আ শিখিয়েছেন এবং যেই পদ্ধতি শিখিয়েছেন সেই অনুযায়ী যিয়ারত করাই বাঞ্চনীয়।এর জন্য প্রয়োজন গভীর ভাবে হাদীছের কিতাব সমূহ পাঠ করা। নবী (ছাঃ) এর শিক্ষা দেয়া দু'আ ও পদ্ধতির অনুসরণ না করে নিজেদের বানানো কোন পদ্ধতিতে দু'আ করলে বিদ্‌আতে পরিণত হবে।

রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) এর কবরের নিকট যেয়েও প্রথমে সালাম প্রেরণ করবে, অতঃপর দুরুদ পাঠ করবে। নবী (ছাঃ) এর শিখানো দুরুদ পাঠ করার চেয়ে কারো বানানো দুরুদ পড়া উত্তম নয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করবেনা, বর্কত লাভের উদ্দেশ্যে কোন কিছু স্পর্শ ও চুমু খাবেনা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবাদত ও আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জীবিত অবস্থাতেও কাউকে বর্কত দান, কারো উপকার ও অপকারের ক্ষমতা তাঁকে দেয়া হয়নি। তাহলে মৃত্যুর পর কি করে তা সম্ভব? আর স্বয়ং তাঁর দ্বারা সম্ভব না হলে কবর ও কবরের দেয়াল কি করে বর্কত দান করতে পারে?

উপরোক্ত ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) কোন ক্ষমতা রাখেননা তাঁর ঘোষণা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)এর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারণ করিয়ে নেয়া হয়েছে। ‘‘হে রাসূল বল আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমি নিজের জন্য কোন উপকার ও অপকার সাধনের ক্ষমতা রাখিনা। (আমি গায়েবও জানিনা) যদি গায়েব জানতাম তাহলে অনেক কল্যাণ আহরণ করতে পারতাম এবং আমাকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করতে পারতনা, কিন্তু আমি তো শুধুমাত্র মু’মিন সম্প্রদায়ের জন্য ভয় প্রদর্শক ও শুভ সংবাদ প্রদানকারী। (আ’রাফ - ১৮৮ আঃ)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর কবর এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে কোন সমস্যার সমাধান চেয়ে দু`আ করবেনা, তাঁর নিকট শাফায়াতের জন্য আবেদন করবেনা। কারণ এসবের ক্ষমতা কেবল মাত্র আল্লাহ তাআ’লারই রয়েছে, তিনি ছাড়া অন্য কোন নবী অলীর নেই।

আল্লাহ বলেন -

إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهو وإن يمسسك بخير فهو على كل شئي قدير،، الانعام –١٧

যদি আল্লাহ তোমাকে কোন সমস্যা বা বিপদগ্রস্ত করেন তবে কেউ নেই উহাকে অপসরণ করার। আর যদি তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ পৌছান, তাহলে তো তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (আন্ আম - ১৭ আঃ)

অন্যত্র বলেছেন -

قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون،، الأنعام–٦٤

হে রাসূল বল-আল্লাহই সেই (সমাগত বিপদ থেকে)রক্ষা করবেন এমনকি সকল ধরণের বিপদ থেকে, তার পরও তোমরা তাঁর সহিত শরীক সাব্যস্ত কর। (আন্ আম -৬৪)

সুপারিশ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

قل لله الشفا عة جميعًا،، الزمر – ٤٤

হে রাসূল বলে দাও সকল প্রকার সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর মালিকানা ভুক্ত। (সূরা যুমার -৪৪)
অন্যত্রে বলেছেন -

ما من شفيع إلا من بعد إذنه،، يونس – ٣

তাঁর অনুমতি প্রাপ্ত ব্যতীত কোন সুপারিশকারী থাকবে-না। (ইউনুস - ৩ আঃ)

তাই সুপারিশের জন্য দু'আ' করতে হলে শুধু আল্লাহর নিকটই করবে। বলবে হে আল্লাহ তোমার রাসূল (ছাঃ) এর সুপারিশ লাভের ভাগ্য নছীব করুন।

যে কোন কবর যিয়ারতের জন্য রাসূল কর্তৃক শিক্ষা দেয়া দু'আ' পাঠ করাই শ্রেয়। কবর সম্মুখে করে এই দু'আ' পাঠ করবে।

السلام عليكم يا أهل القبور يغفرالله لنا ولكم وأنتم سلفنا

ونحن بالأثر،، رواه أحمد والترمذى وحسنه .

উচ্চারণঃ আস্সলামু আলায়কুম ইয়া আহ্লাল কুবুরি ইয়াগ্‌ফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম ওয়া আন্‌তুম সালাফুনা ওয়া নাহ্নু বিল আছারি।

অর্থঃ- হে কবর বাসী তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ আমাদের ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা তোমাদের অনুগামী। হাদীছটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন ও তিরমিযী বর্ণনা করে হাসান বলেছেন।

রাসূল্লাহ(ছাঃ) এর কবরের নিকটে এসে সালাম ও দুরুদ পাঠ করা এবং বাংলাদেশ থেকে পাঠ করা উভ-য়টাই সমান।

তাই মদীনায় গিয়ে সালাম ও দুরুদ পাঠ না করলে রাসূল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট পৌছবেনা এমন ধারণা রাখা ভ্রান্ত।
এমনি ভাবে মদীনা গমণকারীদেরকে রাসূল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট সালাম ও দুরুদ পৌছানোর আবেদন করা ও উহা গ্রহণ করা-ও বিদ্আত। কারণ রাসূল্লাহ (ছাঃ)বলেছেন ঃ
لاتجعلوا بيوتكم قبوراولا تجعلواقبرى عيداوصلواعلى فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم ،، رواه أحمد وأبوداود .
তোমাদের বাড়ীগুলিকে কবরে পরিণত করোনা এবং আমার কবরকে উৎসবে (ধর্ণা দেয়ার স্থানে) পরিণত করো-না। আমার উপর ছলাত পাঠ কর, তোমরা যেখান থেকেই পাঠ করনা কেন আমার নিকট পৌছে যায়। (মুসনাদ আহ্মাদ ও ছহীহ্ আবু দাউদ)
অন্য হাদীছে এসেছে -

إن لله ملائكة سياحين يبلغون من أمتى السلام،،
(رواه أحمد والنسائى.)

নিশ্চয় আল্লাহর কিছু ভ্রাম্যমাণ দুৎ (ফেরেশ্তা) রয়েছে যারা আমার নিকট উম্মতের সালাম পৌছিয়ে থাকেন। হাদীছটি আহ্মাদ, নাসাঈ ছহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লা (ছাঃ) এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বানাওয়াট কিছু হাদীছঃ

রাসূল্লাহ (ছাঃ) এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বেশ কিছু বানাওয়াট হাদীছ রয়েছে সেই হাদীছগুলি বিশ্বাস করা ও উহার উপর আমল করা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর, কাজেই মুসলিম ব্যক্তির জন্য উহা প্রত্যাখ্যান করা একান্ত কর্তব্য।

এক নং হাদীছঃ –

من حج فزارقبرى بعد وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى ،،
رواه البيهقى والطبرانى والدارقطنى وغيره.

যে হজ্জ্ব করতে এসে আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করলো সে যেন আমার জিবদ্দশায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করলো।

হাদীছটি বানাওয়াট, বায়হাকী, ত্ববারাণী, দারাক্কুত্নী সহ আরো কয়েকজন মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইব্নু উমার থেকে দুই সনদে মোট ছয়টি শব্দে হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে, কোন শব্দে এ-ও এসেছে ''ক্বিয়ামতের দিন আমি তার স্বাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো।

বিখ্যাত হাদীছ বিশারদ ও গবেষক মুহাদ্দিছগণ হাদীছ-টিকে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। স্বয়ং দারাক্কুতণী হাদীছটি বর্ণনা করে বলে দিয়েছেন যে, এই হাদীছের বর্ণনাকারী হাফ্ছ্ বিন্ দাউদ আল-কুফী আল-আসাদী সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বলেছেন অবিশ্বস্ত হওয়ার কারণে সকলে তাকে পরিত্যাগ করেছে। ইয়াহ্ইয়া বিন্ মাঈন, ও নাসাঈ বলেছেন সে নির্ভরযোগ্য নয়, তাই তার বর্ণনাকৃত হাদীছ লেখাও যাবেনা। মুহাদ্দিছ ইব্নু খাররাশ বলেন সে চরম মিথ্যাবাদী পরিত্যাক্ত, হাদীছ জাল করা তার কাজ ছিল। আত্তালীকুল মুগ্নী আলা সুনানিদ-দারাক্কুতণী -২/২৭৮ পৃঃ, টিকা ৭৮।

আবু হাতিম ও আহমাদ বিন্ হাম্বাল বলেছেন মাত্রু-কুল হাদীছ অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীছ পরিত্যাজ্য। তাম্বীহু যা-ইরিল মাদীনাহ আলাল মামনূ' ওয়াল মাশ্রু' ফেয্ যিয়ারাহ -১৯পৃঃ

যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন -

حفص بن سليمان هوحفص بن داوداْبوعمروالأسدى .....
صاحب القراءة ويقال له حفيـــص كان إماما فىالقـــراءة واهيـــا
فىالـــحديث، وكان متـــروكا لايصدق وكـــذاب يضـــع الحديث ،،
ميزان الاعتدال بتحقيق محمد على البجاوى - ٥٥٨/١

হাফ্ছ বিন্ সুলাইমান তিনিই হলেন হফছ বিন্ দাউদ আবু আম্‌র আল্ আসাদী, বিখ্যাত ক্বিরাতের ধারক, তাঁকে হাফীছও বলা হয়, তিনি ক্বিরাতের ব্যাপারে ইমাম এবং হাদীছের ক্ষেত্রে অতি হীন, দূর্বল, পরিত্যাক্ত, অবিশ্বস্ত অধিক মিথ্যাবাদী ও হাদীছ জালকর্তা ছিলেন । মীযানুল ই'তিদাল মুহাম্মাদ আলী বাজাবী কতৃক গবেষণা কৃত ১/ ৫৫৮ পৃঃ, আরো দেখুন দীওয়ানুয্‌যুআফা ওয়াল মাত্‌রুকীন -৬৭পৃঃ।

হাফ্ছ মৃত্যু বরণ করেন -৮০ হিজরীতে, মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স-৯০ বৎসর ছিল। তাক্বরীবুত্ তাহ্‌যীব, ইব্‌নু হাজার প্রণীত - ১/ ১৮৬, ৪৪২ নং ব্যক্তি।

তার থেকে যিনি এই হাদীছ বর্ণনা করেছে তারও নাম হাফ্ছ তবে তিনি লাইছ বিন্ আবি সুলাইম বিন্ যুনাইম বলে পরিচিত। তার সম্পর্কে রাবী সমালোচক ইব্‌নু হাজার বলেন -اختلط أ خيراولم يتميز، حديثه متروك-শেষ জীবনে তার জ্ঞান সংমিশ্রিত হয়ে পড়ার ফলে হাদীছ বর্ণনায় বহু-রদ বদল হয়ে যাওয়ায় তাঁর খাঁটি হাদীছ চয়ণ করা সম্ভব পর নয়।তাই তার হাদীছ পরিত্যাজ্য, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন- ১৪৮ হিজরীতে। তাক্‌রীবুত্ তাহ্‌যীব-২/ ১৩৮ পৃঃ, ৯নম্বর।

ইমাম আহমাদ বলেন তিনি -مضطرب الحديث- অর্থাৎ তার হাদীছ বিক্ষিপ্ত। ইয়াহ্‌ইয়া বিন্ মাঈন ও নাসাঈ বলেছেন তিনি দূর্বল। ইব্‌নু হিব্বান বলেছেন শেষ জীবনে তার জ্ঞানে সংমিশ্রণ ঘটে যায়, আর ১৮৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। (মিযানুল ই'তিদাল -৩/ ৪২০ - ৬৯৯৯ নম্বর, দীওয়ানুয্ যুআফা, ওয়াল মাত্‌রুকীন- ২৫৯ পৃঃ, ৩৫০৩ নম্বর।

উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আরো বিস্তরিত আলোচনা দেখুন শাইখ আলবাণী প্রণীত সিল্ সিলাতুল আহাদীছুয্ যাঈফাহ্ ওয়াল মাওযুআহ গ্রন্থের প্রথম খন্ড, ১২০পৃঃ, ৪৭ নম্বর হাদীছ,

তৃতীয় খন্ড, ৮৯ পৃঃ, হাদীছ নম্বর ১০২১। ইরও- য়াউল গালীল ৪/৩৩৩ - ৩৪১, হাদীছ নম্বর ১১২৭ ও ১১২৮। আরো দেখুন আছ্ছারিমুল মুন্‌কী-ফিররদ্দি আলাস্ সুব্‌কী ৭৮, ৮৭, ৮৮, ৯৩, ১০১, ১৫৫, ১৫৮, ১৬২, ১৬৫, ১৬৮, ১৭১, ১৭৩ পৃঃ।

দ্বিতীয় হাদীছঃ হযরত ইব্‌নু উমার থেকে বর্ণিত হাদীছঃ- " من زار قبرى وجبت له شفاعتى- যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে। হাদীছটি দারাকুত্বনী ও বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলে দিয়েছেন, নাফি, আন্ ইব্‌নে উমার থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি মুন্‌কার "منكر" - প্রত্যাখ্যান যোগ্য। কারণ এই হাদীছের রাবী মূসা বিন্ হিলাল আল-আব্‌দী অপরিচিত এক ব্যক্তি, তার পর তিনি এই হাদীছ নাফির এমন একজন ছাত্রের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন- যিনি তার ছাত্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ও দূর্বল স্বরণ-শক্তি সম্পন্ন বলে পরিচিত ছিলেন, যার নাম আব্দুল্লাহ বিন্ উমার আল-উমরী। দেখুন আছ্ছারিমুল মুন্-কী-৩৬-৩৭পৃঃ। আরো দেখুন আল ফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ্ ফিল আহাদীছুল মাওযুআহ্ -১১৭ পৃঃ ৩২৬ নম্বর হাদীছ।

তৃতীয় হাদীছঃ ইব্‌নু উমার(রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন -

من حج ولم يزرنى فقدجفانى، رواه الدارقطنى وابن عدى وابن حبان

যে ব্যক্তি হজ্জ্ব করতে এসে আমার যিয়ারতের জন্য এলনা সে আমার সহিত রূঢ় আচরণ করলো। হাদীছটি দারাকুত্বনী তার সুনান গ্রন্থে এবং ইব্‌নু আদী তার আল কামিল ফিয্ যুআফা গ্রন্থে ও ইব্‌নু হিব্বান তার কিতাবুয্ যুআফা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীছটি সর্বমোট ৫টি শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সবগুলিই অতি দূর্বল ও বানাওয়াট। এই হাদীছের

সনদ সাজানো হয়েছে, ইমাম মালিক, নাফি থেকে নাফি ইব্‌নু উমার থেকে ইব্‌নু উমার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে।

আছছারিমুল মুন্‌কী গ্রন্থে বলা হয়েছে। এই হাদীছ ভিত্তিহীন অত্যন্ত মুন্‌কার (পরিত্যাগ যোগ্য) বরং উহা ঐ হাদীছ গুলির অন্তর্ভূক্ত যার দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সনদে ইমাম মালিককে যোগ করে তাঁকে-ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তিনি কখনই এমন হাদীছ বর্ণনা করেননি। ইব্‌নুল জাওযী এই হাদীছকে তার জাল হাদীছের কিতাব আল-মাওযুআত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীছের জাল কর্তা নুমান বিন্ শিব্‌ল কিংবা তার থেকে বর্ণনাকারী তারই পৌত্র মুহাম্মাদ। দাদা-নাতী উভয়ই মুহাদ্দীছীনগণের নিকট অভিযুক্ত। ইব্‌নু হিব্বান আল বুসতী স্বীয় ‘‘আয্ যুআফা’’ গ্রন্থে বলেছেন- নু’মান বিন্ শিব্‌ল বাছরার অধীবাসী, আবু আওয়ানাহ, মালেক এবং বাছরাহ ও হিজায বাসীদের থেকে বর্ণনা করে থাকেন এবং তার থেকে তার ছেলের ছেলে মুহাম্মাদ বিন্ মুহাম্মাদ বর্ণনা করে। তাদের কাজ ছিল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বরাত দিয়ে বানওট কথা বর্ণনা করা ও বিকৃত করে হাদীছ বর্ণনা করা। ঐ গুলিরই অন্তর্ভূক্ত হলো আলোচ্য জাল হাদীছটি। দেখুন উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড-৭৩ পৃঃ, মীযানুল ই’তিদাল ৪/২৬৫ পৃঃ, আছছারিমুল মুন্‌কী ৮০ পৃঃ তান্‌বিহু যাইরিল যাইরিল মাদীনাহ -২৬-৩০পৃঃ, আল- ফাওয়ায়েদুল মাজমু-আহ্ ফিল্ আহাদীছিল মাওযুআহ্ ১১৮ পৃঃ।

চতুর্থ হাদীছঃ –

" من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة "

যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত (সাক্ষাৎ) করবে এবং একই বৎসর আমার পিতা ইব্রাহীমেরও সাক্ষাৎ করবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। বিভিন্ন জাল হাদীছের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।[১]

[১] এই পর্যন্ত প্রায় ২৩খানা জাল হাদীছের কিতাবের সন্ধান পেয়েছি। (লেখক)

ইমাম যারকাশী স্বীয় গ্রন্থ ''আল্লাআলিল মান্ছুবাহ'' গ্রন্থে বলেছেন, কতিপয় হাফিযুল হাদীছ হাদীছটিকে বানাওয়াট বলেছেন। আর বাস্তবেও উহা কোন হাদীছজ্ঞ থেকে বর্ণিত হয়নি। অনুরূপ ভাবে ইমাম নববীও বলেছেন যে, উহা বানাওয়াট ভিত্তিহীণ।

সৈয়ুত্বী উক্ত হাদীছটিকে তার বানাওট হাদীছের গ্রন্থ ''যায়লুল আহাদীছুল মাওযুআহ্'' এর ভিতর উল্লেখ করে-ছেন এবং বলেছেন যে, ইব্নু তাইমিয়াহ ও নববী বলেছেন উক্ত হাদীছ জাল ও ভিত্তিহীণ। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ্ ছাগানীও উক্ত হাদীছকে বানাওয়াট বা জাল হাদীছ বলে মন্তব্য করে-ছেন, দেখুন সিলসিলাতুল আহাদীছিয্ যাঈফাহ ওয়াল মাওযুআহ্ -১/১২০পৃঃ, ৪০ নং হাদীছ, আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ্ ১১৮ পৃঃ।

মসজিদে কুবা যিয়ারত

মসজিদে নববীতে নামায আদা- য়ের পর যে কোন দিন বা সময়ে মসজিদে কুবায় এসে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করা সুন্নাত, এই নামাযের বিনিময়ে এক উমরাহ্র ছাওয়াব লাভ করা যায়। (নাসাঈ)

মদীনায় আর অন্য কোন মসজিদে নামাযের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। তবে এমনি পরিদর্শনের জন্য যেতে পারে। যাওয়ার পর প্রবেশ করলে তাহিয়াতুল মাসজিদ দু'রাকা-আত নামায আদায় করবে। খন্দকের স্থানে সাত মসজিদ নামে সাধারণ সমাজের নিকট পরিচিত, তারা উহার যিয়া-রতকে গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলত পূর্ণ মনে করে থাকে। এরূপ গুরুত্ব ও ফযীলত পূর্ণ মনে করা বিদ্আত। কারণ এর গুরুত্ব ও ফযীলতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবা-য়েকেরাম থেকে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়না।

অন্যান্য কবর যিয়ারত

ইচ্ছা করলে বাক্বীউল গারক্বাদে দাফনকৃত মৃত ছাহাবা ও সাধারণ মু'মিনগণের কবর যিয়ারত করবে এমনি ভাবে ওহুদ প্রান্তরে শাহাদাত প্রাপ্ত ছাহাবাহ্গণের সমাধি যিয়ারত করবে এবং তাঁদের জন্য দু'আ করবে।

হজ্জ্ব উমরাহ্ সমাপ্তির পর যা করণীয়

মদীনা যিয়ারত সমাপ্ত করেই বাড়ী রাওয়ানা করবে। মদীনাহ যিয়ারত হজ্জ্বের কোন অংশ নয়, তাই ইচ্ছা করলে হজ্জ্ব সমাপ্ত করেও যাওয়া যায়।

এমনকি হজ্জ্ব সমাপ্ত করে তাড়াতাড়ী বাড়ী ফেরৎ যাওয়ার ফযীলতের উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হাদীছও সাব্যস্ত হয়েছে।

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهلـــه، فإنه أعظــم للأجر ،، رواه الدارقطنى والبيهقى – هداية السالك–٣/١٤٢٢

হযরত আয়েশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন- তোমাদের যে কেউ হজ্জ্ব সমাপ্ত করে, সে যেন তাড়াতাড়ী পরিবার-পরিজনের নিকট ফেরৎ আসে, কেননা এতে বিরাট ছাওয়াবের ভাগী হওয়া যায়। (হাদীছটি দারা-কুতনী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। হিদায়াতুস্ সালেক - ৩/১৪২২ পৃঃ)।

যখন ফিরে এসে নিজের এলাকা দৃষ্টি গোচর হবে তখন এই দুআ বলবে ''আ-য়েবূনা তা-য়েবূনা আ-বেদূনা লিরব্বিনা হা-মিদূনা'' (মুসলিম শরীফ)

গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাহ্কারী, এবাদতকারী ও আমাদের প্রতি পালকের প্রশংসা জ্ঞাপনকারী হয়ে ফেরৎ আসছি। (মুসলিম শরীফ)

বাড়ীতে প্রবেশ করার সময়- আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আ-লুকা খাইরাল মাওলিজি ওয়া খাইরাল মাখ্রাজি বিস্মিল্লাহি অলাজ্না ওয়া আলাল্লাহি তাওয়াক্ কাল্না।
হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রবেশ কালে কল্যাণ চাই ও প্রস্থান কালেও কল্যাণ চাই, আল্লাহর নামে (বাড়ীতে) প্রবেশ করলাম এবং এক আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। এই দুআ পড়ে বাটিস্থ লোকদেরকে সালাম প্রদান করবে। (আবু দাউদ)
হজ্জ্বের পর ফরয সহ বিভিন্ন নফল আমল-এবাদত বেশী বেশী করার চেষ্টা করবে। সংযত ও সতর্কতার সাথে দ্বীনী জীবন পরিচালনা করবে। কখনো যাতে এমন পাপে জড়িত না হয় যার ফলে হজ্জ্ব বাত্বিল হয়ে যায়।
আবার সংযত ভাবে চলার অর্থ এও নয় যে, সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার প্রতি খিয়াল করবেনা বা উহার সমাধা-নের জন্য কোন পদক্ষেপ রাখবেনা। সংযত ও মার্জিত জীবনের নামে বৈরাগ্যের জীবন-যাপন করা যাবেনা। আম্র বিল মা'রুফ (সৎ কর্মের আদেশ) নাহী আনিল মুন্কারের (অন্যায় কাজের নিষেধ এর)উপর জোর দেয়ার চেষ্টা করবে।
سبحانك اللهم وبحمدك أشهدأن لا إله إلا انت استغفرك وأتوب إليك

সমাপ্ত